চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 354 Monday, 27 November, 2023 ✻ ২৮ বর্ষ, ৩৫৪ সংখ্যা ✻ ১০ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০, সোমবার, ২৭ নভেম্বর , ২০২৩ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

কলকাতায় আবারও ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা! রবিবার সকালে ময়দান এলাকায় বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর। সকাল ৬টা নাগাদ ফোর্ট উইলিয়ামের দক্ষিণ গেটের সামনে দুর্ঘটনা ঘটে। ... বিস্তারিত পাতা ৩

রাজনীতিতে নতুন সমীকরন, পাহাড়ে, তৃণমুলের উপর ভরষা হারানোর পর কংগ্রেসের হাত ধরলেন প্রাক্তন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা নেতা বিনয় তামাং। তার কংগ্রেসে যোগদানে পাহার রাজনীতিতে অনেকটাই বাড়তি সুবিধা পাবে কংগ্রেস। .... বিস্তারিত পাতা ৫

এন্ডোমেট্রিওসিস মহিলাদের গাইনোকলজিক্যাল সমস্যার একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা। এটি প্রজনন বয়সের একটি রোগ। প্রজনন বয়সের ১০-১৫ শতাংশ মহিলা এই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন। দীর্ঘসূত্রী তলপেট ব্যথায় আক্রান্ত মহিলাদের ব্যথার কারণ এই রোগ। .... বিস্তারিত পাতা ৬

দেশ বনাম ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের জাঁতাকলে পড়ে চলতি বছরের আইপিএলে খেলতে আসেননি শাকিব আল হাসান। লিটন দাস আইপিএল শুরুর পর এলেও পুরো টুর্নামেন্ট শেষের আগেই দেশে ফিরে যান সুবিধাও করতে পারেননি। ...বিস্তারিত পাতা ৮

জনগণ যখন দেশ গঠনে অংশ নেন তখন কোনও কিছুই এগিয়ে যাওয়া রুখতে পারে না ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর ঃ জনগণ যখন দেশ গঠনে অংশ নেন তখন কোনও কিছুই এগিয়ে যাওয়া রুখতে পারে না। রবিবার ১০৭-তম মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বর্তমানে ভারতে, দেশের জনগণ দেশের অনেক পরিবর্তনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ২৬১১ সন্ত্রাসী হামলার কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, আমরা ২৬ নভেম্বর দিনটি কখনই ভুলতে পারি না...এই দিনেই আমাদের দেশে একটি জঘন্য হামলা হয়েছিল... মুম্বই হামলায় যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আমরা এই দিনটি কখনই ভুলতে পারি না, এই দিনে ভারত সবচেয়ে জঘন্য সন্ত্রাসী হামলার মুখোমুখি হয়েছিল।

বস্তুত এদিন ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর গোটা দেশ শিউরে উঠেছিল মুম্বইয়ে হওয়া জঙ্গি হামলার ঘটনায়। সেই ভয়ংকর ঘটনার বর্ষপূর্তিতে আক্রান্তদের পাশে দাঁড়িয়ে স্মৃতিচারণ করলেন প্রধানমন্ত্রী। রবিবার ' কি বাত' অনুষ্ঠানে তাঁকে বলতে শোনা গেল, আমরা কোনও দিনই এই দিনটাকে ভুলতে পারব না। এদিনই সেই ঘৃণ্য জঙ্গি হামলা হয়েছিল। আধঘণ্টার এই রেডিও অনুষ্ঠানে আরও নানা বিষয়ে কথা বলেছেন মোদি। গতবারের মতো এবারও স্থানীয় পণ্য কেনায় জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সকলকে ইউপিআই ডিজিটাল সিস্টেম ব্যবহারের আর্জিও জানান তিনি। বলেন, ইউপিআই লেনদেন গত কয়েক মাসে বেড়েছে। আমার আর্জি আপনারা ইউপিআই লেনদেনই করুন আগামী মাসগুলিতে। আপনারা আপনাদের অভিজ্ঞতার কথা আমাকে লিখে জানান। সেই সঙ্গে ৩১ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলা দেশব্যাপী ' যুব ভারত' কর্মসূচির ঘোষণাও করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। শেষ হতে চলা ২০২৩ সাল সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই বছরে দেশ যা অর্জন করেছে সেই প্রাপ্তি সীমাহীন। সেই সঙ্গে স্বচ্ছতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি জানান, স্বচ্ছতা কোনও

একদিনের প্রকল্প নয়। তা সারা জীবনেরই অংশ। তার আগে তাঁকে স্লোগান দিতে দেখা যায়, জয় জওয়ান, জয় কিষান, জয় বিজ্ঞান, জয় অনুসন্ধান। উল্লেখ্য, এদিন মোদি দাবি করেন, তাঁর অনুষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে দেশে রেডিওর জনপ্রিয়তা নতুন করে বেড়েছে। তাঁর কথায়, এই অনুষ্ঠান রেডিওর প্রতি দেশের মানুষের আগ্রহ বাড়িয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ ''জল সুরক্ষা''। এই উদ্বেগের কথা এদিন বললেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হল ''জল সুরক্ষা''। জল সংরক্ষণ জীবন বাঁচানোর চেয়ে কম নয়। মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে ভোকাল ফর লোকাল প্রসঙ্গেও বক্তব্য রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বলেছেন, ভোকাল ফর লোকাল অভিযানের সাফল্য উন্নত ও সমৃদ্ধ ভারতের জন্য দরজা খুলে দিচ্ছে। এটি দেশের অর্থনীতিকে শক্তি যোগায়... এটি দেশের সুষম উন্নয়নের নিশ্চয়তা প্রদান করে। বিশ্ব অর্থনীতিতে উত্থান-পতন থাকলেও ভোকাল ফর লোকাল মন্ত্র আমাদের অর্থনীতিকেও বাঁচায়। নগদহীন লেনদেনের উত্থান প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, এই নিয়ে দ্বিতীয় বছর, যখন দীপাবলি উপলক্ষে নগদ অর্থ প্রদানের প্রচলন ধীরে ধীরে কমেছে।আমাদের ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে অভূতপূর্ব উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে। রবিবার তেলেঙ্গানার কানহা শান্তি ভনম-এ একটি অনুষ্ঠানে এই কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, এক্ষেত্রে শ্রী রাম চন্দ্র মিশন ও এর অনুসারীরা বিরাট ভূমিকা পালন করে।

২৬/১১-এর দেড় দশক পার

ষড়যন্ত্রীরা আজ কে কোথায়?

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর ঃ ২০০৮ থেকে ২০২৩। দেড় দশক কেটে গিয়েছে। তবু প্রত্যেক ভারতীয়দের বুকে আজও সেই দগদগে ক্ষত। আজমল কাসভ-সহ সাতজনের ঘৃণ্য হামলার শিকার হতে হয়েছিল শতাধিক মানুষকে। এতদিন কেটে গেলেও সুবিচার পাননি নিহত। আজও বিচারের আশায় স্বজনহারাদের পরিজনরা। পাশাপাশি আশার আলোয় দিন গুনছেন আহতরাও। এত বছরেও ন্যায় বলতে শুধুমাত্র আজমল কাসভের ফাঁসি। তার পর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু সুবিচার পাওয়া যায়নি। উল্টে মুম্বই হামলার সেই ষড়যন্ত্রীদের প্রায় সকলেই আজও বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

২৬১১ মুম্বই হামলার মূল ষড়যন্ত্রীরা কে কোথায়? তাহাউর রানা-মুম্বই হামলার অন্যতম চক্রী ছিল তাহাউর হুসেন রানা। কানাডার ব্যবসায়ী। পাকিস্তান থেকে ভারতে আসা ১০ লস্কর-ই-তইবার জেহাদিদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল সে। ইতিমধ্যে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে লস অ্যাঞ্জেলস পুলিশ। রানাকে ভারতে প্রত্যর্পণের প্রক্রিয়া চলছে। সব ঠিক থাকলে বছর শেষের আগেই তাঁকে ভারতের হাতে তুলে দিতে পারে বাইডেন প্রশাসন। ডেভিড কোলম্যান হেডলি-পাক বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক। পাক জঙ্গি গোষ্ঠী লস্করের অন্যতম এজেন্ট ছিল সে। অভিযোগ, মুম্বইয়ে হামলার আগে ভারতে এসে একাধিক জায়গায় রেইকি করে গিয়েছিল। তার পাঠানো তথ্যের ভিত্তিতেই মুম্বইয়ে প্রবেশ করেছিল জঙ্গিরা। ২৬১১-র মুম্বই হামলার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগ প্রমাণিত হয় মার্কিন আদালতে। সেখানে তাকে ৩৫ বছরের কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়। যদিও হেডলিকে নিজেদের হেফাজতে পেতে মরিয়া ভারত। কিন্তু বিভিন্ন আইনি জটিলতায় তা সম্ভব হচ্ছে না।

জাইবুদ্দিন আনসারি ওরফে আবু জুন্দল-আজমল কাসভকে জেরায় উঠে এসেছিল আবু জুন্দলের নাম। ভারতে আসার পর কাসভকে হিন্দি শিখিয়েছিল জুন্দলই। ২০১২ সালে জাইবুদ্দিন আনসারি ওরফে আবু জন্দলকে গ্রেপ্তার করার কথা আদালতে জানায় পুলিশ। কিন্তু ২০১৮ সাল থেকে তাঁর শুনানি প্রক্রিয়া স্থগিত হয়ে রয়েছে। জাইবুদ্দিন আনসারি দাবি করেছে, সে আবু জুন্দল নয়। জেলের ভিতরে ধরনাও দিয়েছে সে।

জাকিউর রহমান লকভি- ২৬১১ মুম্বই হামলার মূল ষড়যন্ত্রী জাকিউর রহমান লকভি-ই। ২০০৮-এর ডিসেম্বরে লকভিকে 'সন্ত্রাসবাদী' হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে রাষ্ট্রসংঘ। সেই সময় পাক সরকার গ্রেপ্তার করলেও বেশিদিন জেলে রাখতে পারেনি। ২০১৫ সালে জামিন পেয়ে যায়। পরে ২০২১ সালে আন্তর্জাতিক চাপে পাকিস্তান সরকার তাকে গ্রেপ্তার করে। তবে সেই গ্রেপ্তারি স্রেফ লোক দেখানো বলে দাবি করেছে ভারতের গোয়েন্দারা। তাঁদের মতে, পাকিস্তানে বহাল তবিয়তে রয়েছে লস্কর-ই-তইবার কমান্ডার লকভি।

হাফিজ সঈদ- মুম্বই হামলার ব্লু প্রিন্ট তৈরি হয়েছিল হাফিজেরই নেতৃত্বে। ১১ হাজার পাতার চার্জশিটে অভিযুক্ত ৩৫ জনের মধ্যে নাম ছিল লস্কর প্রধান হাফিজ সইদেরও। রাষ্ট্রসংঘ ও আমেরিকা, উভয়েই তাকে ' সন্ত্রাসবাদী' তকমা দিয়েছে। তার মাথার মূল্য নির্ধারিত হয়েছে ১০ মিলিয়ন ডলার। গত বছর জুনে পাকিস্তানে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল হাফিজকে। কিন্তু সেও সেখানে বহাল তবিয়তে রয়েছে বলে দাবি ভারতীয় গোয়েন্দাদের।

ভারতের গণতান্ত্রিক নীতিকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছে সংবিধান ঃ রাজনাথ সিং

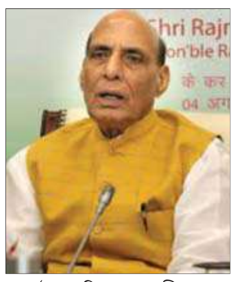

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর ঃ সংবিধান দিবস উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। রবিবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, ভারতের রাজনীতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে আমাদের সংবিধান, পাশাপাশি গণতান্ত্রিক নীতিকে শক্তিশালী করতেও সাহায্য করেছে সংবিধান। রবিবার সংবিধান দিবসের শুভেচ্ছা বার্তায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, সংবিধান দিবসে আমরা ভারতের সাংবিধানিক মূল্যবোধের জন্য নিজেদের উসর্গ করি এবং আমরা যে স্বাধীনতা উপভোগ করছি, তা প্রদানের ক্ষেত্রে সংবিধানের নির্মাতাদের প্রচেষ্টাকে সম্মান করছি। মুম্বইয়ে ২৬১১ সন্ত্রাসী হামলার শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। রবিবার সকালে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এর মাধ্যমে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, ২৬১১ মুম্বই সন্ত্রাসী হামলার শহিদদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি। দেশ চিরকাল মনে রাখবে সেই সমস্ত নিরাপত্তা কর্মীদের আত্মত্যাগের কথা, যারা নিজেদের জীবন দিয়ে দাযিত্ব পালন করেছিলেন। ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর আরব সাগর দিয়ে মুম্বইয়ে ঢুকে পড়েছিল লস্কর-ই-তৈবা-র ১০ জন সশস্ত্র জঙ্গি। বাণিজ্যনগরীর বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালায় তারা। এলোপাথাড়ি গুলি আর বিস্ফোরণে ২২ জন নিরাপত্তাকর্মী সহ মৃত্যু হয় ১৬৬ জন নিরীহ মানুষের। ক্ষতি হয় কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি। নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে লড়াইয়ে মৃত্যু হয় ৯ জঙ্গির। একমাত্র জীবিত জঙ্গি আজমল কাসভের ফাঁসি হয়েছে ২০১২ সালের ২১ নভেম্বর।

কংগ্রেস বিধায়করা চিনা পণ্যের মতো,খালি দল বদলায় ঃ অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর ঃ মোদি রাজত্বে দলবদল বা টাকার খেলা বড্ড বেশি শোনা গিয়েছে। একাধিক রাজ্যে দেখা গিয়েছে কংগ্রেসের নির্বাচিত বিধায়করা দল বদলে বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন। এমনকী গোটা সরকারই রাতারাতি বদলে যেতে দেখা গিয়েছে। নিন্দুকেরা বলেন, এসবের নেপথ্যেই রয়েছেন অমিত শাহ। সেই অমিত শাহই বলছেন, কংগ্রেস বিধায়করা চিনা পণ্যের মতো। ভরসা করা যায় না। যে কোনও সময় দল বদলে ফেলতে পারেন। এই মুহূর্তে তেলেঙ্গানায় ভোটপ্রচারে অমিত শাহ । তাঁর বক্তব্য, তেলেঙ্গানায় বিআরএস তথা কে চংদ্রশেখর রাওয়ের বিকল্প হতে পারে শুধু বিজেপি, কংগ্রেস নয়। কারণ কংগ্রেসের পক্ষে নিজেদের দলের বিধায়কদের ধরে রাখাও সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন,কংগ্রেস বিধায়করা আসলে চিনা পণ্যের

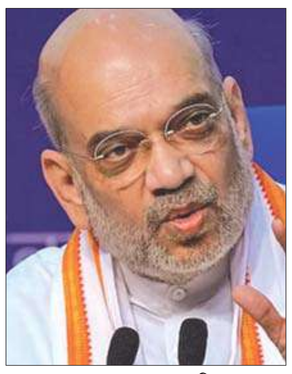

মতো। যে কোনও সময় বিআরএসে যোগ দেবে। শাহের অভিযোগ, বিআরএস এবং কংগ্রেসের মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি হয়েছে। কংগ্রেস চাইছে তেলেঙ্গানায় কে চন্দ্রশেখর রাওকে মুখ্যমন্ত্রীর মসনদে বসাতে। বদলে চন্দ্রশেখর রাও প্রধানমন্ত্রীর কুরসিতে রাহুল গান্ধীকে বসাতে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। দুই দল নিজেদের মধ্যে আঁতাঁত করে চলছে। শাহের দাবি, দরকার প।লে কংগ্রেসের বিধায়করা বিআরএসে যোগ দিয়ে চন্দ্রশেখর রাওকে মুখ্যমন্ত্রী করে দেবেন। মজার কথা হল, কংগ্রেস বিধায়কদের দলবদলের কিসসা যিনি শোনাচ্ছেন, তাঁর বিরুদ্ধেই সবচেয়ে বেশি দল বদল করানোর অভিযোগ ওঠে। রাজনীতির কারবারিদের কেউ কেউ বলছেন, কংগ্রেস বিধায়করা কতটা সস্তা শাহ তো সেটা জানবেনই। কারণ তিনি তো এক সময় এই সব করতেন, তিনি জানবেন না তো কে জানবেন।

দেশের হাসপাতাল গুলোকে সতর্ক থাকার নির্দেশ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর ঃ চিনের উত্তরাংশে দাপাচ্ছে নিউমোনিয়া। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্র রবিবারই সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোকে নির্দেশ দিল অবিলম্বে জনস্বাস্থ্য এবং হাসপাতালগুলোর প্রস্তুতি পর্যালোচনা করার। সেই সঙ্গে কেন্দ্র আরও জানিয়েছে, চিনের পরিস্থিতির দিকেও নজর রাখা হচ্ছে। তবে সেই সঙ্গেই সকলকে আশ্বস্ত করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই মুহূর্তে শঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। স্বাস্থ্য সচিব একটি চিঠি লিখেছেন সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনকে। সেখানে বলা হয়েছে হাসপাতালগুলির বেড, ফ্লুর ওষুধপত্র, টিকা, অক্সিজেন, অ্যান্টি বায়োটিক প্রভৃতি পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে। পাশাপাশি টেস্টিং কিট থেকে অক্সিজেন প্ল্যান্টের বিষয়গুলোও দেখতে বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত, আগেও স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছিল, যে কোনও ধরনের জরুরি পরিস্থিতির জন্য ভারত তৈরি। প্রসঙ্গত, নিউমোনিয়া নতুন করে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে চিনে। বহু শিশু এই রোগে আক্রান্ত। কী এই রোগের উপসর্গ? স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এই রোগের প্রাথমিক যে উপসর্গ রয়েছে সেগুলি হল জ্বর, গলাব্যথা, পেশিতে ব্যথা, ক্লান্তিবোধ ইত্যাদি। শিশুদের ক্ষেত্রে কাশি ও শ্বাসকষ্টও হয়। এছাড়াও পাতলা পায়খানা ও বমি হতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু জানিয়েছে শীতকালে সাধারণত এই ধরনের শ্বাসকষ্টের অসুখগুলো হয়। এর হাত থেকে বাঁচতে আগাম সতর্কতা নেওয়া যেতে পারে।

আপ দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে কর্মীদের শুভেচ্ছা কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর ঃ আম আদমি পার্টি'-র প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে কর্মীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এএপি জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল রবিবার দলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে দলীয় কর্মীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ১১ বছরের মধ্যে একটি জাতীয় দল হয়ে ওঠার যাত্রা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী হিন্দিতে এক্স-এ পোস্ট করে লিখেছেন, ২০১২ সালের এই দিনে দেশের একজন সাধারণ মানুষ উঠে দাঁড়িয়েছিল এবং তার নিজস্ব দল 'আম আদমি পার্টি' প্রতিষ্ঠা করেছিল। তারপর থেকে আজ অবধি, এই এগারো বছরে অনেক উত্থান-পতন এবং অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে দল, কিন্তু আমাদের সকলের চেতনা এবং আবেগের কোনও কমতি ঘটেনি। এএপি বর্তমানে দিল্লি এবং পাঞ্জাবে ক্ষমতায় রয়েছে এবং আরও কয়েকটি রাজ্যে তাদের ভিত্তি ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

আদানির ১৩ হাজার কোটির কয়লা কেলেঙ্কারির তদন্তও হবে, খোঁচা মহুয়ার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ নভেম্বর ঃ টাকার বদলে প্রশ্ন বিতর্কে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই আবার আদানিদের খোঁচা তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রর। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, কৃষ্ণনগরের সাংসদ বলছেন, আশা করি আমার বিরুদ্ধে খানাতল্লাশি করার আগে আদানিদের ১৩ হাজার কোটি টাকার কয়লা কেলেঙ্কারি নিয়েও তদন্ত করার সময় সিবিআইয়ের হাতে রয়েছে। সূত্রের খবর, গতকাল মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে টাকার বদলে প্রশ্ন মামলায় সিবিআই তদন্ত শুরু হয়েছে। লোকপালের সুপারিশ মতো ওই তদন্ত শুরু হয়েছে বলে সূত্রের দাবি। অথচ, লোকপালের ওয়েবসাইটে এই ধরনের কোনও তথ্য আপলোড করা হয়নি। সিবিআইও সরকারিভাবে তদন্তের ব্যাপার জানায়নি। মহুয়ার খোঁচা, লোকপালের ওয়েবসাইটেও তথ্য আপলোড করা হয়নি। সিবিআইও আমার বিরুদ্ধে তদন্তের ব্যাপারটা সরকারিভাবে জানায়নি। অথচ মিডিয়ার সার্কাসে যেমন হয় তেমনই ' মাধ্যমে সাংবাদিকদের সব জানানো হচ্ছে। এরপরই মহুয়ার খোঁচা, আশা করি আদানিদের ১৩ হাজার কোটির কয়লা কেলেঙ্কারিরও তদন্ত হবে। আসলে কিছুদিন আগে এক ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমদের দাবি করেছে, কয়লা আমদানির ক্ষেত্রেও বড়সড় কেলেঙ্কারি ঘটিয়ে দেশবাসীকে বোকা বানিয়েছে আদানির সংস্থা। যার জেরে প্রায় গোটা দেশকে বিদ্যুতের মাশুল বেশি দিতে হচ্ছে। সব মিলিয়ে ওই কেলেঙ্কারির অঙ্কটাও ১৩ হাজার কোটি টাকার। সেই ইস্যুতে তদন্তের দাবিতে আগেও সরব হয়েছেন মহুয়া। আবারও আদানিদের খোঁচা দিলেন তিনি। সেই সঙ্গে তৃণমূল সাংসদ প্রশ্ন তুলে দিলেন লোকপালের কার্যকারিতার বিষয় নিয়েও। তাঁর বক্তব্য, মুন্ডুহীন লোকপাল যেভাবে আমার মামলাটা সিবিআইকে দিয়ে দিল দেখে আশ্চর্য হলাম। ২০২২ সালের মে মাস থেকে লোকপালের চেয়ারম্যান পদটাই ফাঁকা। ৮ সদস্যের মধ্যে ৩ সদস্যের স্থানও শূন্য। ঘুরিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগকারী বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবেকে পিটবুলের সঙ্গেও তুলনা করেছেন সাংসদ।

প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় অবহেলার দায়ে ২ ডিএসপি সহ ৬ জনকে বরখাস্ত

চন্ডিগড়, ২৬ নভেম্বর ঃ পঞ্জাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নিরাপত্তায় গাফিলতি হয়েছিল বলে অভিযোগ। সেই অবহেলার দায়ে রবিবার দুই ডিএসপিসহ ছয়জনকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এরআগে পঞ্জাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নিরাপত্তার ত্রুটির জন্য একজন এসপিকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। এবার দুজন ডিএসপিসহ ছয়জনকে বরখাস্ত করা হল রবিবার। গত বছরের জানুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় শিথিলতার বিষয়টি উঠে আসে। পঞ্জাবের বিধানসভা নির্বাচনের সময় ২০২২ সালের ৫ জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী মোদী বাটিন্ডায় যান। সেখান থেকে সড়কপথে প্রধানমন্ত্রী ফিরোজপুর যাচ্ছিলেন। সেসময় পথ অবরোধ করে কৃষকরা। এরপর ফিরোজপুরের পেয়ারেলা ফ্লাইওভারে প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি কুড়ি মিনিট থেমে থাকে। এই ফ্লাইওভারটি ভারত-পাকিস্তান হুসাইনিওয়ালা সীমান্ত থেকে কিছুটা দূরে। কুড়ি মিনিট পর প্রধানমন্ত্রীকে ফিরতে হয়। এই পুরো ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট আসার পর পাঞ্জাব সরকার এসপি গুরবিন্দর সিংকে বরখাস্ত করে। তারপর এদিন ডিএসপি প্রসন সিং, ডিএসপি জগদীশ কুমার, ইন্সপেক্টর বলবিন্দ সিং, যতিন্দ সিং, এসআই যশবন্ত সিং এবং এএসআই রমেশ কুমারকেও বরখাস্ত করা হয়েছে।

মহারাষ্ট্রে একতরফা আসনরফার ঘোষণা বিজেপির

২৬ নভেম্বর ঃবিজেপি, শিব সেনার শিণ্ডে শিবির এবং এনসিপির অজিত পাওয়ার শিবির, মহারাষ্ট্রে এনডিএ শিবিরে এখন তিনটি পাওয়ার সেন্টার। এই তিন পাওয়ার সেন্টারের মধ্যে লোকসভার আসন সমঝোতা নিয়ে প্রত্যাশিতভাবেই ঝগড়া লেগে গেল। একতরফাভাবে উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফ।ণবিস ঘোষণা করে দিলেন, তাঁর দল বিজেপি একাই লড়বে মহারাষ্ট্রের ২৬ আসনে। বাকি ২২ আসনে লড়বে জোট শরিকেরা। লোকসভা নির্বাচনের বাকি আর চার-পাঁচ মাস। বিজেপি চাইছে আগেভাগে আসন সমঝোতা মিটিয়ে ফেলতে। যাতে এখন থেকেই আসন বেছে বেছে প্রচার শুরু করে দেওয়া যায়। শনিবার দেবেন্দ্র ফড়ণবিস ঘোষণা করে দিলেন, জোট শরিকদের মধ্যে আসন সমঝোতা মোটামুটি পাকা হয়ে এসেছে। বিজেপি একাই লড়বে ২৬ আসনে। ২২ আসনে লড়বে একনাথ শিণ্ডের শিব সেনা এবং অজিত পাওয়ারের এনসিপি। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির জোট ছিল অবিভক্ত শিব সেনার সঙ্গে। সেবার বিজেপি ল।ছিল ২৫

আসনে। আর শিব সেনা ২৩ আসনে। বিজেপি জিতেছিল ২২টি। আর শিব সেনা জিতেছিল ১৮টি। এবার শিব সেনা বিভক্ত। বিজেপি জোটে নাম লিখিয়েছেন অজিত পওয়ার। জোট সঙ্গী বা।ায় বিজেপি নিজেদের ভাগের আসন কমিয়ে সঙ্গীদের বা।তি জায়গা দেবে বলেই ধারণা করা হচ্ছিল। সেটা না করে উলটে নিজেদের দাবি আরও বৃদ্ধি করল গেরুয়া শিবির। তাতেই অসন্তোষ জোটসঙ্গীদের মধ্যে। অজিত পাওয়ার যেমন বলেই দিচ্ছেন, আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা শুরুই হয়নি। আমার ডেঙ্গু হয়েছিল। ১৫ দিন ঘরবন্দি ছিলাম। এবার আলোচনা শুরু হবে। বস্তুত ফড়ণবিসের দাবি তিনি খারিজ করে দিয়েছেন। শিণ্ডে শিবিরেও অসন্তোষ রয়েছে বলেই খবর মিলেছে। এখন দেখা যাক রাজনীতির এই খেলা কতদূর গড়ায় ।

রাহুল শুধু মোদিকে আর ইটালিকে ভালোবাসেন ঃ ওয়েইসি

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর ঃ রাহুল গান্ধী শুধু দুটো জিনিস ভালোবাসেন। এক ইটালি। দুই নরেন্দ্র মোদি। নিজেকে প্রবল মোদি বিরোধী হিসাবে দাবি করা আসাদউদ্দিন ওয়েইসির বক্তব্য। তিনি কংগ্রেস নেতাকে কটাক্ষের তিরে বিঁধে ওয়েইসি বলছেন, ' উচিত এবার বিয়ে করে নেওয়া। ৫০ তো পেরিয়ে গেছে।' তেলেঙ্গানার ভোট যত এগিয়ে আসছে ওয়েইসির সঙ্গে কংগ্রেসের তিক্ততা যেন ততই বাড়ছে। আসলে হায়দরাবাদের সাংসদের গ।হে এবার তাঁকে প্রবল চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে কংগ্রেস। তেলেঙ্গানার শাসকদল বিআরএসের সঙ্গে সমঝোতা নিয়ে প্রায় নিয়মিত ওয়েইসিকে আক্রমণ শানিয়ে যাচ্ছেন রাহুল গান্ধী। দিন দুই আগেই তেলেঙ্গানায় গিয়ে রাহুল বলে এসেছিলেন, 'মোদির দুজন বন্ধু। একজন কেসিআর, আরেকজন আসাদউদ্দিন ওয়েইসি।' বস্তুত কংগ্রেস নেতা ইঙ্গিত করেছেন তেলেঙ্গানায় বিজেপি, বিআরএস এবংএআইএমআইএম-এর অঘোষিত সমঝোতার দিকে। যার জবাবে কংগ্রেস নেতাকে আরও ক।া ভাষায় কটাক্ষ করলেন ওয়েইসি। তিনি বলছেন,রাহুল গান্ধীর ভালোবাসার জায়গা মাত্র দুটি। এক ইটালি। কারণ ওটা ওর মায়ের জন্মভূমি। আর দুই নরেন্দ্র মোদি, কারণ নরেন্দ্র মোদিই ওকে শক্তি যোগায়। এর পর সরাসরি রাহুলকে বিঁধে ওয়েইসির আহ্বান,আপনাকে আমি বলব, এবার বিয়ে করে নেওয়া ভালো। বয়স তো ৫০ বছর হয়ে গেল। উল্লেখ, ওয়েইসির গড় পুরাতন হায়দরাবাদের ফলাফলের উপর অনেকটা নির্ভর করছে তেলেঙ্গানার ভোটের ভাগ্য। কেসিআরের সঙ্গী হয়ে বৃহত্তর হায়দরাবাদের বেশিরভাগ আসনে লড়ছেন ওয়েইসি। কেসিআরকে সিংহাসন থেকে সরাতে ওই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় থাবা বসাতেই হবে কংগ্রেসকে। রাহুলও সেই চেষ্টাই করেছেন। সহে কারণেই এই বিবাদ বলে জানতে পারা গিয়েছে।

ভুয়ো দলিলে বেহাত হচ্ছে সম্পত্তি!

নিজস্বপ্রতিবেদনঃভুয়ো দলিলে বেহাত হচ্ছে সম্পত্তি!পুর আধিকারিকদের সতর্ক করলেন মেয়র বেআইনি কাগজপত্রের মাধ্যমে কিছু অসাধু ব্যক্তি নিজেদের নামে মিউটেশনের জন্য দরখাস্ত করছেন, শনিবার পুর অধিবেশনে এমনটাই অভিযোগ করেছিলেন ৬৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সুদর্শনা মুখোপাধ্যায়। তার পরেই কলকাতায় অ্যাসেসমেন্টের কাজের সময় কলকাতা পুরসভার আধিকারিকদের সতর্ক করে কড়া নির্দেশ দিলেন মেয়র।পুর অধিবেশনে কাউন্সিলর সুদর্শনা বলেন, ‘ কালে বেশ কিছু ব্যক্তি নকল দলিলের মাধ্যমে মালিকানাবিহীন ও বিতর্কিত মালিকানায় যে সব সম্পত্তি আছে, তা বেআইনি কাগজপত্রের মাধ্যমে নিজেদের নামে মিউটেশনের জন্য দরখাস্ত করছে।'' কয়েকটি ঠিকানার উল্লেখ করে, তৃণমূল কাউন্সিলর আরও বলেন, ‘ ৪৩বি বালিগঞ্জ প্লেস, ৩৮ বালিগঞ্জ গার্ডেন্স, ৯৪এ বালিগঞ্জ গার্ডেন্স এবং ১১ মণি মুখার্জি রোডে অবস্থিত সম্পত্তিগুলি বেআইনি ভাবে দখল করে রয়েছে কিছু লোক। এরা কোনও বৈধ কাগজপত্র দাখিল করতে পারছে না। উপরন্তু কর্পোরেশনের মূল্যবান সময় নষ্ট করছে।'' এই বিষয়ে তিনি এ বিষয়ে মেয়রের হস্তক্ষেপের জন্য আবেদন জানান।ভজবাবে মেয়র বলেন, ‘ কোথাও এই ধরনের কাজ হলে অবশ্যই কলকাতা পুরসভা ব্যবস্থা নেবে। কোনও রেয়াত করা হবে না। কোনও অসাধু চক্রকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।''

শীত অধিবেশন!তৈরি তৃণমূল এবং বিজেপি

দুরন্ত বার্তা,২৬নভেম্বরঃ বিধানসভায় সংবিধান দিবসের আলোচনাকে কেন্দ্র করে দ্বৈরথ হতে চলেছে বিজেপি বনাম তৃণমূল বিধায়কদের। সম্প্রতি বিধানসভার কার্যবিবরণীর বৈঠকে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সংবিধান দিবস নিয়ে আলোচনার জন্য একটি প্রস্তাব জমা দিয়েছে তৃণমূল পরিষদীয়. দল। সেই প্রস্তাবের উপর আলোচনা হবে ২৮ নভেম্বর। সেই আলোচনায. কেন্দ্রীয় সরকারের সংবিধান বিরোধী কার্যকলাপগুলি তুলে ধরে আক্রমণ শানাবেন তৃণমূল বিধায়করা। কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী সরকার ক্ষমতায.আসার পর কী ভাবে একের পর এক সংবিধান-বিরোধী কার্যকলাপ চলেছে তা-ও তুলে ধরা হবে। এই বিষয়ে বক্তৃতা করতে তৃণমূলের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষের দফতর থেকে বেশ কয়েক জন বিধায়ককে তৈরি থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রবিবার সংবিধান দিবস। তাই সেই দিনটিকে মাথায় রেখেই এই আলোচনা করা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।ভআর প্রস্তাব জমা পড়ার খবর বিজেপি পরিষদীয় দলের কানে পৌঁছতেই তারাও নিজেদের মতো করে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। যদিও নিজেদের রণকৌশল প্রসঙ্গে প্রকাশ্যে কিছু বলতে নারাজ বিজেপি পরিষদীয় দল। তাদের মুখ্য সচেতক মনোজ টিগ্গা জানিয়েছেন, পরিষদীয় দলে আলোচনা করে এ বিষয়ে যাবতীয় সিদ্ধান্ত হবে। ভঅন্য দিকে, ২৮ তারিখ মঙ্গলবার অধিবেশন শুরুর আগে বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকে বসছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাই মনে করা হচ্ছে ওই দিনই সংবিধান দিবস নিয়ে আলোচনায.কী ভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে পাল্টা সমালোচনার মুখে ফেলা যায়, সেই বিষয়ে বিধায়কদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন নন্দীগ্রাম বিধায়ক।সূত্রের খবর, এই আলোচনায় বিরোধী দলনেতা ছাড়াও অংশ নিতে পারেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ এবং আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল প্রমুখ। ভআগামী ২৯ নভেম্বর কলকাতার ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে প্রকাশ্য জনসভা করতে আসছেন কেন্দ্রীয়. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।আর ঠিক তার এক দিন আগে বিধানসভাতে শাহের আগমনের প্রতিফলন দেখাতে চায়.বিজেপি বিধায়কেরা। তাই বিজেপি বিধায়কেরা ঠিক করেছেন, যে ভাষায় তৃণমূল বিধায়কেরা কেন্দ্রে সরকারকে আক্রমণ করবেন, সেই ভাষাতেই তাঁরাও পাল্টা রাজ্য সরকারকে জবাব দেবেন। দু'ঘণ্টার এই আলোচনাচক্রে সমানে সমানে লড়াই দিতে চান তারা। ভপ্রস্তুতির বহর জানান দিচ্ছে শীতের আবহাওয়ায় বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন ঘিরে আগামী দিনে উষ্ণতার পারদ খানিক বাড়তে চলেছে।

অতিক্রান্ত ১৫ বছর ২৬।১১ হামলায় শহিদদের ভোলেনি দেশ, স্মৃতি এখনও তরতাজা

মুম্বই, ২৬ নভেম্বরঃদেখতে দেখতে ১৫ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। কিন্তু, ক্ষত এখনও শুকোয়নি। ২৬১১-র সেই স্মৃতি এখনও তাজা সমস্ত দেশবাসীর মনে। ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বরের সেই রাত কেড়ে নিয়েছিল ১৬৬ জনের প্রাণ। পাকিস্তানি জঙ্গিদের এলোপাথাড়ি গুলিতে রক্তাক্ত হয়েছিল বাণিজ্যনগরী মুম্বই। ২৬১১-র সেই শহিদদের উদ্দেশ্যে রবিবার শ্রদ্ধা জানাল মহারাষ্ট্র সরকার ও মুম্বই পুলিশ।মুম্বই হামলায় শহিদ হয়েছিলেন মহারাষ্ট্র সন্ত্রাস দমন শাখার (এটিএস) প্রধান হেমন্ত কারকারে, মেজর সন্দীপ উন্নিকৃষ্ণন, মুম্বইয়ের অ্যাডিশনাল পুলিশ কমিশনার অশোক কামতে এবং সিনিয়র পুলিশ ইন্সপেক্টর বিজয় সালাসকর। রবিবার সকাল থেকেই শুরু হয় শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। দক্ষিণ মুম্বইয়ের মেরিন লাইন্স এলাকায় পুলিশ মেমোরিয়ালে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পন করা হয় হয়। পুলিশ কমিশনারের কার্যালয় প্রাঙ্গণে মুম্বইয়ে সন্ত্রাসী হামলার শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল রমেশ বাইস, মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেঃদ্র ফ।নবিশ।২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর আরব সাগর দিয়ে মুম্বইয়ে ঢুকে পড়েছিল লস্কর-ই-তৈবা-র ১০ জন সশস্ত্র জঙ্গি। বাণিজ্যনগরীর বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালায় তারা। এলোপাথাড়ি গুলি আর বিস্ফোরণে ২২ জন নিরাপত্তাকর্মী সহ মৃত্যু হয় ১৬৬ জন নিরীহ মানুষের। ক্ষতি হয় কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি। নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে লড়াইয়ে মৃত্যু হয় ৯ জঙ্গির। একমাত্র জীবিত জঙ্গি আজমল কাসভের ফাঁসি হয়েছে ২০১২ সালের ২১ নভেম্বর।

দেশজুড়ে যথাযথ মর্যাদায় পালিত সংবিধান দিবস, শুভেচ্ছা বিনিময় অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর ঃসংবিধান দিবস উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন কেন্দ্রীয়স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার সকালে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, আমাদের দেশের প্রতিটি নাগরিককে সংবিধান দিবসের শুভেচ্ছা। এই দিনটি আমাদের সংবিধানের মূল্যবোধ ও নীতি উদযাপন করে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও জানিয়েছে, আমাদের নাগরিকরা যে স্বাধীনতা উপভোগ করেন, তা প্রদান করার জন্য সংবিধানের নির্মাতারা যে বেদনা নিয়েছিলেন তা স্মরণ করারও দিন। আসুন আমরা সবাই অক্ষরে অক্ষরে, চর্চা করে পবিত্র সংবিধানের চেতনাকে মজবুত করার অঙ্গীকার করি।যথাযথ মর্যাদায় দেশে রবিবার সংবিধান দিবস পালিত হচ্ছে। ভারতের সংবিধান গৃহীত হওয়ার স্মরণে প্রতি বছর ২৬ নভেম্বর দিনটি সংবিধান দিবস হিসেবে পালিত হয়। ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গণ পরিষদে ভারতের সংবিধান গৃহীত হয়, যা ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ থেকে কার্যকর হয়। ১৯ নভেম্বর ২০১৫-এ সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক নাগরিকদের মধ্যে সংবিধানের মূল্যবোধের প্রচারের জন্য প্রতি বছর নভেম্বরের ২৬-তম দিনটিকে 'সংবিধান দিবস' হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

চিংড়িঘাটায় যুবক খুন!গণপ্রহার, গাড়ি ভাঙচুর, অবরোধ, ধুন্ধুমার

দুরন্ত বার্ত,২৬নভেম্বরঃ শনিবার রাতে চিংড়িঘাটার বাসন্তী দেবী কলোনি এলাকায় জগদ্ধাত্রী পুজোর ভাসানে সাউন্ড বক্স বাজানোকে কেন্দ্র করে বচসার সূত্রপাত। অভিযোগ, স্থানীয় যুবক সাহেব আলির সঙ্গে বিট্টু ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন। স্থানীয়দের অভিযোগ, জোরে গান চালানোর প্রতিবাদ করেছিলেন সাহেব। তার জেরেই প্রকাশ্য রাস্তায় সাহেবকে কাঁচি দিয়ে কোপান বিট্টু। তাঁর গলায়, ঘাড়ে, পেটে কাঁচি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। পরে হাসপাতালে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা।অভিযুক্ত বিট্টুকে নিয়ে আগে থেকেই এলাকায় ক্ষোভ ছিল। শনিবারের ঘটনা তাতে ঘৃতাহুতি দিয়েছে। রাতেই গা ঢাকা দিয়েছিলেন বিট্টু। রবিবার সকাল থেকে তাঁকে গ্রেফতার করার দাবিতে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান এলাকার মানুষ। অভিযোগ, এর আগে একাধিক অপরাধমূলক ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন বিট্টু। তাঁকে আগে গ্রেফতারও করা হয়েছিল। পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে আবার এলাকায় ঢোকেন তিনি।ভশনিবারের ঘটনার পর পুলিশ বিট্টুর খোঁজ করছিল। তখনই আচমকা এলাকায় একটি ট্যাক্সির ভিতরে বিট্টুকে দেখতে পান স্থানীয়েরা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন সকলে। যে সামনে যা পেয়েছেন, তা দিয়েই মারধর করেছেন অভিযুক্তকে। পরে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে।ভবিধাননগরের পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা বলেন, ‘ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হবে। এর আগেও বিট্টুর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছিল। তিনি জেল খেটেছেন। সম্প্রতি জামিনে মুক্তিঃ পেয়েছিলেন। শনিবার রাতের ঘটনা স্বতন্ত্র। উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

প্রতিমা গড়া থেকে পুজো পাঠ নিজেই করেন গৃহ কর্তা

দুরন্ত বার্ত,২৬নভেম্বরঃ শাস্ত্রীয় মতে অনেক বাড়িতেই মা দুর্গার পুজো হয়ে থাকে,তবে আলিপুরে নিজের বাড়িতে হ্যালি গোস্বামীর পুজো সম্পূর্ণ আলাদা। নিজে মূর্তি তৈরি করেন হ্যালি। পুজোও করেন নিজেই।এই বাড়িতে রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের ভাবাদর্শে পুজো হয়। তবে আলিপুরে নিজের বাড়িতে হ্যালি গোস্বামীর পুজো সম্পূর্ণ আলাদা। নিজে মূর্তি তৈরি করেন হ্যালি। পুজোও করেন নিজেই।হ্যালি পেশায় আইনজীবী। তবে স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছেন শিল্পীর জীবন। ভারতের লুপ্ত শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং বাংলার সংস্কৃতি ও ইতিহাস অনুসন্ধানই তাঁর নেশা। এই নেশাই ভর করে স্কুল জীবনে মনের খেয়ালেই তৈরি করে ফেলেন দুর্গা প্রতিমা। সেই থেকে পুজো শুরু হয় হ্যালির বাড়িতে।রামকৃষ্ণ-বিবেকানঃদ ভাবাদর্শের সংস্পর্শে এসে আরও সমৃদ্ধ হয় এই পুজো। সম্পূর্ণ শাস্ত্র বিধি মেনে এই পুজো হয়। বেদ বিদ্যালয়ের বেদ পাঠ করতে ব্রাহ্মণ আসেন চণ্ডীপাঠের জন্য। বদ্রীনাথের সরস্বতী নদীর জল, ব্রহ্মপুত্র নদের জল, শিশিরের জল থেকে শুরু করে ভারতের সব তীর্থের জলে পুজোয় মায়ের মহাস্নানের জন্য নিয়ে আসা হয়। এ ছাড়াও হাতির দাঁতের মাটি ও রাজার বাড়ির দরজার মাটি সংগ্রহ করা হয়। অষ্টমীর দিন মহা স্মারোহে পালিত হয় কুমারীপুজা। দশমীর দিন পান্তা ভাত, কচুর শাক, চালতার টক, বড়ি দিয়ে ভোগ দিয়ে মাকে বিদায় জানানো হয়।এই পুজো দেখার জন্য শুধু দেশের লোকই নয়, আমেরিকা, রাশিয়া থেকেও পর্যটকরা আসেন। ক্ষুদ্র পরিসরে বিলাসবহুল আাম্বর ছাড়া ২২ বছর ধরে পালিত হচ্ছে এই পুজো।১৭৪০, ১০৯২০২৩ Aloke Da Whatsapp: প্রতিমা গড়ার সময় মৃৎশিল্পীদের নিরামিষ খাওয়া নিষেধ, অদ্ভুত সব নিয়ম হরিপালের সরকার বাড়ির পুজোয় ২২০ বছরের প্রাচীন এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বহু মানুষের বিশ্বাস। নানাবিধ লোকাচার, লোককথা আর রহস্যে সমাহার দেখা যায় হুগলি জেলার হরিপালের সরকার বাড়ির পুজোয়।হরিপালের অলিপুর সরকার বাড়ির দুর্গাপুজো নিয়ে অনেক গল্প প্রচলিত রয়েছে। দেবী এখানে খুবই জাগ্রত। লোকমুখে শোনা যায়, এখানে প্রতিমা গড়ার সময় মৃশিল্পীদের নিরামিষ আহার গ্রহণ করতে হয়। ভুল করে কেউ আমিষ খাবার খেয়ে নিলে বা মদ্যপান করলে আটচালার নাটমন্দিরে সাপ, বিছে-সহ বিষাক্ত কীটপতঙ্গের আনাগোনা বাড়ে। সাধারণত, বনেদি বাড়ির পুজোর ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, বেশিরভাগ পুজোর প্রতিষ্ঠাতা সেই পরিবারের কোনও পুরুষ। কিন্তু সরকার বাড়ির পুজো ব্যতিক্রমী। এই পুজোর প্রতিষ্ঠাতা হলেন সরকার বাড়ির কর্তা বঙ্কুবিহারী সরকারের স্ত্রী নীরদাময়ী দাসী।তিনি স্বপ্নাদেশ পেয়ে বাড়িতেই দুর্গাপুজোর সূচনা করেন। সরকার পরিবারের সদস্য তপন, সঞ্জীব ও সত্যজিরা বলেন, পুরনো মন্দির, সিংহদুয়ার বর্তমানে নষ্ট হয়ে. গিয়েছে। পরিবর্তে নতুন করে তৈরি

সামাজিক পরিবর্তনের জন্য শিল্পোদ্যোগে উৎসাহদান

সৌরভ গর্গ (সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের সচিব) ঃ সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উদ্যোগপতিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একজন উদ্যোগপতি তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য বা শিল্পের মাধ্যমে অর্থনীতিতে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন, পাশাপাশি চিরাচরিত ধারণার বিপরীতে গিয়ে তাঁদের নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের স্টার্টআপ ইন্ডিয়া, স্ট্যান্ডআপ ইন্ডিয়ার মতো বিভিন্ন কর্মসূচীর বিষয়ে প্রচার চালিয়ে মানুষকে এগুলির সুবিধা নিতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এর ফলে, সমাজের প্রান্তিক মানুষেরা উপকৃত হবেন। সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হ'ল - সকলকেই এর সুফল দেওয়া। তাই, কৌশলগত ও উদ্ভাবনমূলক বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে সমাজের প্রান্তিক মানুষদের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে তাঁদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা হচ্ছে। সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক ২০১৫ সালে তপশিলি জাতিভুক্ত মানুষদের জন্য ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড গড়ে তোলে। এই তহবিল থেকে তপশিলি গোষ্ঠীভুক্ত উদ্যোগপতিদের সুবিধাজনক হারে ঋণের ব্যবস্থা করা হয়। পরিবেশ-বান্ধব ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট জাতিভুক্ত শিল্পপতিরা এই তহবিল থেকে ১০-১৫ কোটি টাকার ঋণ পেতে পারেন। এর জন্য বছরে তাঁদের মাত্র ৪ শতাংশ হারে সুদ দিতে হবে। তপশিলি জাতিভুক্ত মহিলা শিল্পপতি এবং ভিন্নভাবে সক্ষমদের জন্য সুদের হার ৩.৭৫ শতাংশ। এর ফলে, তপশিলি জাতিভুক্ত শিল্পপতিদের বিনিয়োগে সুবিধা হবে। সরকার এই তহবিলের জন্য ৭২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। আম্বেদকর সোশ্যাল ইনোভেশন ইনকুবেশন মিশন (এএসআইআইএম) সামাজিক পরিবর্তনের আরেকটি হাতিয়ার। ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ডের মতোই ২০২০ সালে এই মিশনের সূচনা হয়েছে। এর মাধ্যমে তপশিলি জাতিভুক্ত যুবক-যুবতীরা তাঁদের উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারেন। মূলত, ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের কথা ভেবেই সরকারের এই উদ্যোগ। একজন উদ্ভাবক এর থেকে ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন। এই কর্মসূচির আওতায় ২০টি রাজ্যে ২০০ জন তপশিলি জাতিভুক্ত শিল্পোদ্যোগীকে সহায়তার জন্য ৪৮৩ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। এর ফলে, বিভিন্ন অঞ্চলে উন্নয়নের মধ্য দিয়ে দেশের বিকাশ নিশ্চিত হবে। পাশাপাশি, প্রথম প্রজন্মের তপশিলি জাতিভুক্ত উদ্যোগপতিরা সরকারি প্রকল্প থেকে সহায়তা লাভের মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করতে পারবেন। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর নাগরিকদের উদ্যোগপতি হওয়ার সম্ভাবনার দিকটি বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৯ সালে তাঁদের জন্য আরেকটি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড গঠন করেছে। ১৪৩ কোটি টাকার এই তহবিল থেকে অনগ্রসর শ্রেণীর শিল্পপতিরা ২০ লক্ষ থেকে ১৫ কোটি টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন। এর মাধ্যমে তাঁরা অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগে বিনিয়োগ করতে পারেন। এছাড়াও, বিভিন্ন শিল্প সংস্থার নতুন নতুন প্রকল্পে যুক্ত হতে পারেন। এইভাবে আমরা আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক এক উদ্যোগের দিকে এগিয়ে চলেছি। ইতোমধ্যেই উ!পাদন, পরিষেবা এবং কৃষি-ভিত্তিক বিভিন্ন শিল্প সংস্থা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর শিল্পপতিদের ২৯টি প্রতিষ্ঠানের জন্য ১০৬ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তার প্রস্তাবকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অটল বয়ঃঅভ্যুদয় যোজনার আওতায় ২০২১ সালে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য সিনিয়র এজিং গ্রোথ ইঞ্জিন বা সেইজ প্রকল্পের সূচনা হয়েছে। প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণে সেইজ ভেঞ্চার ফান্ড গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে এই প্রকল্পে ২১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার একটি তহবিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি করা হবে। এই তহবিলের সাহায্যে প্রবীণ নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য স্টার্টআপ সংস্থাগুলিকে সহায়তা করা হয়।সমাজের প্রান্তিক মানুষদের ক্ষমতায়নে এই প্রকল্পগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর ফলে, আমাদের অর্থনীতিতে ৭০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে এবং ৩ হাজারেরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। ৪০০রও বেশি প্রান্তিক মানুষ আজ সফল উদ্যোগপতি, যাঁরা মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। এভাবে ভারতের অর্থনীতি ক্রমশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক পিছিয়ে পড়া মানুষদের ক্ষমতায়নের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। তাই, মন্ত্রক শিল্প স্থাপনের জন্য এদের উসাহ দিতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন তহবিলের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি, এদের জন্য নানাধরনের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এইভাবে সমন্বিত উন্নয়নের ধারণাকে বাস্তবায়িত করে তোলার মধ্য দিয়ে একটি সমৃদ্ধ ভারত গা তোলা হচ্ছে, যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে প্রগতিশীল ও ঐক্যবদ্ধ দেশ গঠনের দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি।

২৭ নভেম্বর মুম্বই সফরে যাচ্ছেন উপ-রাষ্ট্রপতি, একদিনের সফরে বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে ধনখড়ের

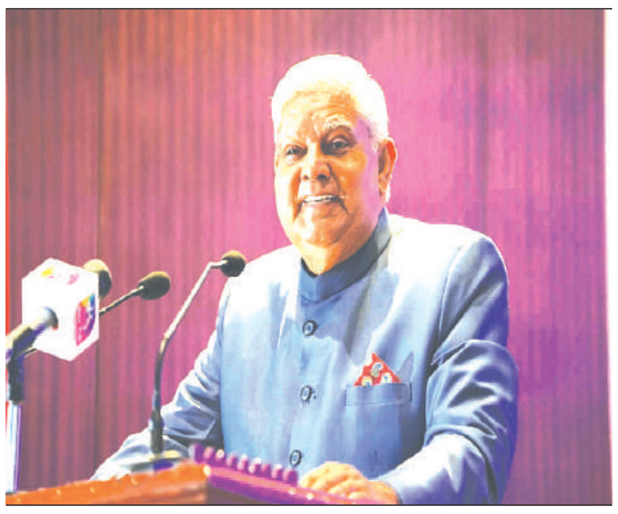

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর ঃ উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় ২৭ নভেম্বর, মুম্বই সফরে যাচ্ছেন। একদিনের মুম্বই সফরে ওই দিন বেশ কিছু কর্মসূচিতে অংশ নেবেন উপ-রাষ্ট্রপতি ধনখ।। জৈন ধর্মের আধ্যাত্মিক গুরু ও দার্শনিক শ্রীম রাজচন্দ্রজীর জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকবেন। প্রধান অতিথির পদ অলঙ্কৃত করে অনুষ্ঠানে বক্তব্যও রাখতে পারেন উপ-রাষ্ট্রপতি।এই উপলক্ষে উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রীমদ রাজচন্দ্রজির ম্যুরালও উন্মোচন করবেন। শ্রীম রাজচন্দ্রজি মহারাষ্ট্রের মোরবি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৭ বছর বয়সে নিজের পূর্ববর্তী জন্মগুলির বিভিন্ন ঘটনা বলতে পারতেন। জৈনধর্মের বিবিধ বাণী প্রচার এবং গান্ধীজির আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক হিসেবেও খ্যাত ছিলেন।

তেলেঙ্গানায় উন্নয়ন নিশ্চিত করতে শুধুমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টিকেই বেছে নিন, আহ্বান নাড্ডার

হায়দরাবাদ, ২৬ নভেম্বর ঃতেলেঙ্গানায় উন্নয়ন নিশ্চিত করতে শুধুমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টিকেই বেছে নিন। ভোটমুখী রাজ্যের জনগণের কাছে আহ্বান জানালেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগ প্রকাশ নাড্ডা। রবিবার হায়দরাবাদের জুবিলি হিলসের বালানগর মন্ডলের বুথ নং- ২৬৪-র কার্যকর্তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন নাড্ডা।তিনি বলেছেন, নরেন্দ্র মোদীকে আবার প্রধানমন্ত্রী করুন এবং আমরা ভারতকে আরও নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাব...আমরা শীঘ্রই ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত করব! নাড্ডা আরও বলেছেন, কালেশ্বরম প্রজেক্ট হল কেসিআর-এর এটিএম। তেলেঙ্গানার মানুষকে লুট করাই কেসিআর এবং তার বিধায়কদের একমাত্র লক্ষ্য। কংগ্রেস ও বিআরএস একই মুদ্রার দুই পিঠ! নাড্ডা আরও বলেছেন, তেলেঙ্গানায় নির্বাচনে লড়ছে বিজেপি, কংগ্রেস ও বিআরএস। তেলেঙ্গানায.কংগ্রেস এবং বিআরএস কী করেছে তা সকলেই জানেন। উভযই পরিবারতান্ত্রিক দল। কেসিআর তেলেঙ্গানার মানুষের নয়, তার পরিবারের স্বার্থে কাজ করছেন। বিআরএসের মতো কংগ্রেসও বিপুল দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারিতে নিমজ্জিত।

জঙ্গল থেকে উদ্ধার প্রেমিক যুগলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, শোরগোল বালুরঘাটে

বালুরঘাট, ২৬ নভেম্বর ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রেমিক যুগলের ঝুলন্ত দেহ। রবিবার এই ঘটনাকে ঘিরে শোরগোল পড়েছে বালুরঘাট ব্লকের জলঘর গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষ্ণনগর এলাকায়। মৃতদের নাম তরুণ বর্মন (২৯) ও সবিতা হেমব্রম (২৬)। দু'জনই কৃষ্ণনগর এলাকার বাসিন্দা।জানা গিয়েছে, সবিতা হেমব্রম বিবাহিত। তাঁর দুই সন্তান ও স্বামী আছেন। পরিবারের কথায়, বছর তিনেক ধরে সবিতার সঙ্গে তরুণের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সম্প্রতি সেই সম্পর্কের কথা জানাজানি হতেই স্বামীর সঙ্গে অশান্তি শুরু হয়। এর জেরেই সবিতা ও তরুণ গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। দেহ দু'টি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে বালুরঘাট থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

ডাক্তারি পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি!কড়া নজরদারির সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা,২৬নভেম্বরঃ কিছু দিন ধরেই রাজ্যের অ্যান্টি বায়োটিক প্রতিরোধ বিষয়ক কমিটির সদস্য-চিকিৎসকদের নজরে এসেছে প্রেসক্রিপশন ছাড়াই বিভিন্ন সমস্যায় মুড়ি-মুড়কির মতো অ্যান্টি বায়োটিক কেনা বেচা চলছে।অ্যান্টি বায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহারে শরীরে বাসা বাঁধছে মাল্টি-ড্রাগ প্রতিরোধী ব্যাক্টিরিয়া। তাই প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টি বায়োটিক বিক্রির উপরে নজরদারি চালানোর সিদ্ধান্ত নিল স্বাস্থ্য দফতর। পাশাপাশি, কৃষি, পোলট্রি, মস্য পালনেও যথেচ্ছ অ্যান্টি বায়োটিক ব্যবহার বন্ধে কড়া হচ্ছে দফতর।ভসম্প্রতি অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহার নিয়ে সতর্ক করতে সচেতনতা সপ্তাহ পালন করছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। শুক্রবার রাজ্যের প্রাণিসম্পদ বিকাশ দফতর, মস্য দফতর ও অ্যান্টি বায়োটিক প্রতিরোধ বিষয়ক কমিটির সঙ্গে বৈঠকে বসে স্বাস্থ্য দফতর। সূত্রের খবর, সেখানেই প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টি বায়োটিক বিক্রির উপরে নজরদারি এবং কৃষি, মুরগি, মস্য চাষে অ্যান্টি বায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। প্রতি মাসে স্বাস্থ্য দফতরের পর্যালোচনা বৈঠকে প্রাণিসম্পদ বিকাশ দফতর, মৎস্য দফতরকে রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়েছে। রাজ্যের অ্যান্টি বায়োটিক প্রতিরোধ বিষয়ক কমিটির সদস্য, শল্য চিকিৎসক দীপ্তেন্দ্র সরকারের কথায়, ‘ এক-তৃতীয়াংশ দেশবাসী অ্যান্টি বায়োটিক ব্যবহার করেন। তাঁদের একটি বড় অংশ প্রেসক্রিপশন ছাড়াই যথেচ্ছ অ্যান্টি বায়োটিক খান। দেশের দুই-তৃতীয়াংশ খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে যেমন খুশি ভাবে অ্যাঃটবায়োটিক প্রয়োগ করা হচ্ছে। যা সভ্যতাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে। অবিলম্বে এই প্রবণতা বন্ধ করতে হবে।'' চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক কিনে তা ঠিকমতো ডোজে ব্যবহার না করা, পুরো কোর্স শেষের আগেই ব্যবহার বন্ধের কারণে বিশ্ব জুড়ে অ্যান্টিন্টট-মাইক্রোবিয়াল রেসিস্ট্যান্টট বাড়ছে। সেই কারণেই আগামী দিনে বড় বিপদের বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সতর্কতা জারি করেছে বলে জানাচ্ছেন শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালের এক চিকিৎসক। অনিয়ন্ত্রিত ভাবে অ্যান্টি বায়োটিক ব্যবহারের ফলে অ্যান্টি -মাইক্রোবিয়াল রেসিস্ট্যান্টের কারণে ২০৫০-এর মধ্যে ৭০ শতাংশ মানুষের মৃত্যু হবে বলে বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কার কথা জানাচ্ছেন রাজ্যের অ্যান্টটবায়োটিক প্রতিরোধ বিষয়ক কমিটির সদস্য ভাস্করনারায়ণ চৌধুরীও। রাজ্যের প্রাণী ও মস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালযের মাইক্রোবায়োলজিস্ট তথা ব্যাক্টিরিয়া বিষয়ক গবেষক ইন্দ্রনীল সামন্ত বলেন, ‘ স্বাস্থ্য-নীতিতে অ্যান্টি বায়োটিকের ব্যবহার কমাতে স্বাস্থ্য, প্রাণিসম্পদ, মৎস্য, পরিবেশ-সহ সংশ্লিষ্ট সমস্ত দফতরকে এক ছাতার তলায় এসে কাজ করতে বলা হয়েছে।''

এন আর এস কাণ্ডের ছায়া শিলিগুড়িতে !১৪টি কুকুরছানা খুন

দুরন্ত বার্তা,২৬নভেম্বরঃ ১৬টি কুকুরছানাকে নৃশংস ভাবে হত্যায় নাম জা।য় এন আর এস -র দুই নার্সিং ছাত্রীর। সেই ঘটনা নিয়ে হইচই কম হয়নি। প্রায় বছর তিনেক পর আবারও একই ঘটনা। শিলিগুড়ির সুভাষপল্লিতে ১৪টি কুকুরছানাকে ‘ খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয় বলেই প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। কে বা কারা এই কাজ করল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।শিলিগুড়ির ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লিতে সম্প্রতি একটি পথকুকুর ১৫টি সন্তানের জন্ম দেয়। স্থানীয় বেশ কয়েকজন তাদের দেখভাল করতেন। শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ঠিকঠাকই ছিল তারা। রাতের দিকে একের পর এক ১০টি পথকুকুরের দেহ পড়ে থাকতে দেখে। বাকি চারটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। একটি সারমেয় সুস্থ রয়েছে।স্থানীয়রাই শিলিগুড়ি থানায় খবর দেয়। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছন। শিলিগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ দেহগুলি ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। কে বা কারা অমানবিক কাজ করল, তা জানার চেষ্টা চলছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৭নভেম্বর ঃসোমবার, ১০অগ্রহায়ন মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৭নভেম্বরঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতঃনাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ১০অগ্রহায়ন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ ১০অগ্রহায়ন মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ১০অগ্রহায়ন মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৯.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২১.০১ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪৮শতকরা। বৃষ্টি হয়নি রবিবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ২৫মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ০১ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃকফি ছাড়ুন বিশেষ করে হার্টের রোগীরা। প্রাচীন জিনিস এবং গয়নায় বিনিয়োগ লাভ এবং সমৃদ্ধি আনবে। সংসারে শান্তি। **বৃষভ রাশিঃ**কাজের জায়গায় বরিষ্ঠদের থেকে চাপ এবং ঘরে মতভেদ কিছু চাপ আনতে পারে- যা আপনাকে কাজে মনোনিবেশ করতে উপদ্রব করবে। বিবেচকের মত বিনিয়োগ করুন। পরিবারের সদস্যদের হাসিখুশি প্রকৃতি ঘরের পরিবেশ উজ্জ্বল করতে তুলবে। **মিথুন রাশিঃ**আপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের **কর্কট রাশিঃ**এমন একটি দিন যেখানে আপনি আরাম করতে সমর্থ হবেন। আপনার পেশীগুলিকে আরাম দিতে তেল **সিংহ রাশিঃ**আধ্যাত্মিক এবং শারীরিক উন্নতির জন্য ধ্যান এবং যোগ চর্চা করা উচিত। শুভদিন **কন্যারাশিঃ**আপনার ইচ্ছা শক্তির অভাব আপনাকে আবেগগত ও মানসিক মনোভাবের শিকার করতে পারে। একদিনের জন্য বাঁচার মানসিকতার ফলে । **তুলা রাশিঃ**জয় উদযাপন আপনাকে প্রচুর আনন্দ দেবে। **বৃশ্চিক রাশিঃ**বাচ্চাদের সাথে খেলা আপনাকে এর চমকার নিরাময়কারী অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। একদিনের জন্য বাঁচার **ধনু রাশিঃ** আপনার ঝগড়াটে ব্যবহার জন্য আপনার শত্রুর তালিকা বৃদ্ধি পাবে। পরে আপনি অনুতপ্ত হবেন যে কেউ আপনাকে এই রকম ব্যবহার করে **মকর রাশিঃ**আজ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনি আজ যথেষ্ট পরিমাণে অর্থের অধিকারী হবেন **কুম্ভ রাশিঃ**চাপ উপেক্ষা করা প্রয়োজন। এটি খুব দ্রুতগতিতে তামাক এবং মদের মত মারাত্মক মহামারীতে পরিণত হচ্ছে। **মীন রাশিঃ**আপনি শরীরচর্চার মাধ্যমে আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। যারা অদ্যাবধি অযথা অর্থ ব্যয় করছিলেন তারা বুঝবেন যে আর্থিক অভাবের মধ্যে হঠা প্রয়োজেনীয়তা দেখা দেবে, অর্থ উপার্জন এবং সঞ্চয় করা কতটা

রাজ্যে যত খুন হচ্ছে তাঁর পেছনে একজনই আছে মোটা ভাই ঃ ফিরহাদ হাকিম রবিবার

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২৬ নভেম্বর ঃ রাজ্যে যত খুন হচ্ছে তাঁর পেছনে একজনই রয়েছে মোটা ভাই, জয়নগরে বললেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। জয়নগরে খুন হওয়া তৃণমূল নেতা সাইফুদ্দিন লস্করের বাড়িতে গিয়ে রবিবার পরিবারের সাথে দেখা করে গেলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। গত ১৩ ই নভেম্বর বাড়ির কাছে ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ মসজিদে নমাজ পড়তে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হন। পথে তাঁকে ঘিরে ধরে দুষ্কৃতীরা। এক রাউন্ড গুলি চলে। গুলি লাগে তাঁর কাঁধে। রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে। রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন দাপুটে এই তৃণমূল নেতা।বামনগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন তৃনমূলের সাইফুদ্দিন লস্কর। স্ত্রী সেরিফা বিবি লস্কর ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান। ওই দিন তৃণমূল নেতাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করেন স্থানীয়রা। নিয়ে যাওয়া হয় জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে। তবে তাতে লাভ হয়নি কিছুই। চিকিসকরা জানান হাসপাতালে আসার পথেই প্রাণ গিয়েছে তৃণমূল নেতার। আর রবিবার নিহত তৃণমূল নেতার বাড়িতে পৌঁছে পরিবারের সাথে দেখা করে গেলেন কলকাতা পৌরসভার মেযর তথা রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।এদিন বামনগাছি অঞ্চলের মরিশ্বর মতিলাল বিদ্যালয়. প্রাঙ্গনে সাইফুদ্দিন লস্করের স্মৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের জন্য এক স্মরণ সভার আযোজন করা হযেছিল। এই স্মরণ সভায. উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পৌরসভার মেযর তথা মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা, জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার,

সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী,শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী সহ একাধিক নেতৃত্ব বৃন্দ। এদিন এই স্মরণ সভা থেকে কলকাতা পৌরসভার মেয়র তথা রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন ,বাংলায় যত খুন হচ্ছে তার পিছনে একজনই রয়েছে মোটা ভাই। কার্যত নাম না করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত সাহাকে খোঁচা দিলেন কলকাতা পৌরসভার মেয়র। এর পাশাপাশি তিনি আরো বলেন, দলুয়াখাকি গ্রামে মানুষদের সরকারি সাহায্য আমরা দিয়েছি যে সকল ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে সকল ঘর গুলিতে আমরা ক্ষতিপূরণও দিয়েছি। বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা নিজেদের রাজনীতি করতে সবাই ছুটে যাচ্ছে ওই গ্রামে। বিজেপি সিপিএম ,কংগ্রেস, আইএসএফ সবাই ওই গ্রামে ছুটে যাচ্ছে। রাজনীতি করার উদ্দেশ্যে সবাই ছুটে যাচ্ছে কিন্তু। সাইফুদ্দিনের বাড়িতে কোন রাজনৈতিক দলের নেতারা আসেনি। কেন না সাইফুদ্দিন তৃণমূল করে। এদের পরিবার দিনের পর দিন চোখের জল ফেলছে কিন্তু চোখের জল মুছতে কেউ আসে নি। দল এই পরিবারের পাশে রয়েছে দোষীদের শাস্তি দেওয়ার পাশাপাশি এদের পরিবারের সমস্ত সাহায্য তৃণমূলের পক্ষ থেকে করা হবে।এর পাশাপাশি কার্যত কেন্দ্র সরকার ও সিপিএমকে ঝাঁঝালো বক্তব্যের মাধ্যমে নাস্তানাবুদ করলেন কলকাতা পৌরসভার মেযর তথা রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদি হাকিম। এদিন ভিঠে ঠাসা স্মরণ সভা থেকে বিধায়ক বিভাস সরদার বলেন, সাইফুদ্দিনকে মেরে ওরা ভাবছে তৃনমূল কংগ্রেসকে শেষ করে দেবে। অতো সোজা নয়। এলাকার মানুষ তৃনমূল কংগ্রেসের পাশে আছে। লোকসভা ভোটে সাইফুদ্দিনের খুনের ভোট বাক্সের মধ্যে দিয়েই জবাব দিয়ে দেবে। এদিনের এই স্মরণ সভাকে ঘিরে যেকোন ধরনের অশান্তি এড়াতে প্রচুর পুলিশ নিয়োগ করা হয়েছিল এই এলাকায়।

জয়দেবের বাড়িতে যান আরামবাগের তৃণমূল সাংসদ

বনস্পতি দে, আরামবাগ,২৬ নভেম্বর ঃ শুধুই অপেক্ষা আর অপেক্ষা। দীর্ঘ অপেক্ষার শেষে আদৌ কোনও আশার আলো দেখা যাবে কি না, সেটাও কারও জানা নেই। এভাবেই ১৪ দিন কেটে গিয়েছে। আরও একটা রবিবার ফিরে এল, এখনও সেই একই আঁধারে রয়েছে শ্রমিকদের পরিবার। ৪১ জন শ্রমিক আলো-বাতাসহীন অন্ধকূপে বসে রয়েছেন। রোজই বলা হচ্ছে আর খুব শীঘ্রই উদ্ধার করা হবে তাঁদের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হচ্ছে না। প্রতিদিন উকন্ঠা আরও বেড়ে চলেছে হুগলির জয়দেব আর সৌভিকের পরিবারে। প্রতিদিন সংবাদমাধ্যমে চোখ রাখতে রাখতে বেড়েই চলেছে উদ্বেগ আর হতাশা। খাওয়া নেই, ঘুম নেই। কথা বলার ভাষাও হারিয়ে ফেলেছেন তাঁরা। আর কেউ কিছুই বলতে চাইছেন না। তাঁদের একটাই দাবি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেন তাঁদের ছেলেকে বাড়ি ফেরানো হয়। জয়দেব ও সৌভিক আরামবাগের বাসিন্দা।

কলকাতায় ফের দুর্ঘটনা, ময়দান এলাকায় গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু বাইক আরোহীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ নভেম্বর ঃ কলকাতায় আবারও ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা! রবিবার সকালে ময়দান এলাকায় বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর। সকাল ৬টা নাগাদ ফোর্ট উইলিয়ামের দক্ষিণ গেটের সামনে দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ সূত্রে খবর, খিদিরপুরের দিক থেকে ময়দানের দিকে পাশাপাশি আসছিল গাড়ি এবং বাইক। বাইকে ছিলেন তিন তরুণ। গাড়ির ধাক্কায় তিনজনই আহত হন।বছর ১৯-এর মহম্মদ শাহজাহান আনসারিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় এসএসকেএম-এর ট্রমা কেয়ার সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে চিকিসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘাতক গাড়িটিকে ধরতে দ্রুত আশপাশের ট্রাফিক গার্ডদের সতর্ক করা হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই কিড স্ট্রিটে গাড়িটির হদিশ মেলে। গাড়ি চালককে আটক করেছে ময়দান থানার পুলিশ। ডেকে পাঠানো হয়েছে গাড়ির মালিককে।

আগামী সপ্তাহে দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা বাড়ার পূর্বাভাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ নভেম্বর ঃ আসছে আসছে করেও জমজমাট শীতের দেখা নেই। রাতের তাপমাত্রা কমেছে, তবুও গরম জামা বার করার মতো ঠান্ডা এখনও পড়েনি। শীতের আগমনবার্তার মধ্যেই ফের নিম্নচাপের ভ্রূকুটি। আন্দামান সাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্তের কারণে সোমবার থেকে তাপমাত্রা বাড়তে পারে বলে জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আকাশ মেঘলা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। নভেম্বরের শেষে উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে, দক্ষিণবঙ্গে আগামী ২৪ ঘন্টা শীতের আমেজ বজায় থাকবে বলে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। জেলায় জেলায় তাপমাত্রার পারদও কিছুটা নিম্নমুখী। রবিবার সকালেও শীতের পরশ বেশ ভালোই অনুভূত হয়েছে। তবে, নিম্নচাপের প্রভাব এ রাজ্যে সেভাবে পড়বে না বলেই মনে করা হচ্ছে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ১৫-১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি রয়েছে। শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে খানিকটা শীতের আমেজ অনুভব করা যাচ্ছে শহরে। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি।

দেগঙ্গায় বিস্ফোরণ আঙুল উড়ল কিশোরের

দুরন্ত বার্তা, বারাসত , ২৬ নভেম্বরঃ রাজ্যে অব্যাহত বোমা বিস্ফোরণ । রবিবার উত্তর ২৪ পরগণার দেগঙ্গায় বোমা বিস্ফোরণে উড়ল কিশোরের আঙুল। জখম কিশোর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এদিন দুপুরের এই ঘটনায. তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে দেগঙ্গার গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে খবর, আহত কিশোরের নাম আরমান গাজি। বয়স ১৩ বছর। তাঁকে উদ্ধার করে দেগঙ্গার বিশ্বনাথপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দেগঙ্গার কলসুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শেখের মোড় এলাকায় তৃণমূলের পার্টি অফিসের পিছনে আমবাগানে বোমা রাখা ছিল বলে অভিযোগ। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, আরমান দলীয় কার্যালয়ের পিছনে আম বাগানে খেলা করছিল। এর পর একটি ব্যাগের মধ্যে কী রাখা আছে, সে দেখতে যায়। দেখে ব্যাগের মধ্যে পাঁচটি বলের মতো সামগ্রী রাখা রয়েছে। হাতে করে তুলে খেলতে গেলে আচমকা বিস্ফোরণ ঘটে। আর তাতেই আরমানের হাতের আঙুল উড়ে যায.এবং বাম হাতের মাংসপেশিতেও ক্ষত হয়। বোমা বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজ শুনে এলাকাবাসী ছুটে আসে। খবর দেওয়া হয় দেগঙ্গা থানার পুলিশকে। দেগঙ্গা থানা ও চাকলা ফাঁড়ির আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। বোম স্কোয়াড এসে ব্যাগের মধ্যে থাকা তিনটি তাজা বোমা উদ্ধার করে তারা। তবে এই বোমা রাখা প্রসঙ্গে তৃণমূলের দাবি, সামনে লোকসভা ভোট। তার আগে তৃণমূলকে বদনাম করতে আইএসএফ ও বিজেপির চক্রান্ত করে বাগানের মধ্যে এভাবে বোমা রেখে গিয়েছে।

কপিলমুনি মন্দিরের কাছে অতিথি নিবাস থেকে উদ্ধার মহিলার দেহ, পলাতক সঙ্গী

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ড হারবার, ২৬ নভেম্বর ঃ ডায়মন্ড হারবারে কপিলমুনি মঃিদরের কাছে অতিথি নিবাস থেকে উদ্ধার মহিলার দেহ। স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে ঘর ভাড়া নেওয়ার পরদিনই উদ্ধার হল মহিলার দেহ । পলাতক সঙ্গী। সে খুন করে দেহ ফেলে পালিয়ে গিয়েছে বলেই প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। পুলিশ মহিলার সঙ্গীর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। ভারত সেবাশ্রম সংঘের মহারাজ জানিযেছেন, শনিবার স্বামী-স্ত্রী পরিচযে.ঘর ভাড়া নেন দুজনে। পরিচয়ের প্রমাণপত্র হিসাবে ওই ব্যক্তি তাঁর আধার কার্ডও দেখিয়েছিলেন। ওইদিনই ঘর ছাড়ার কথা ছিল বলেই খবর। তবে তাদের দুজনেরই ঘর বন্ধ ছিল দীর্ঘক্ষণ। তা দেখেই সংঃদহ হয় কর্মীদের। ডাকাডাকি শুরু হয়। তবে কারও সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। বাধ্য হয়ে

অতিথি নিবাসের কর্মীরা গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানায় ফোন করেন। পুলিশও তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয়।

দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে কার্যত হতবাক হয়ে যায় পুলিশ। দেখে অতিথি নিবাসের ঘরের ভিতর পড়ে রয়েছে মহিলার দেহ। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, ওই মহিলাকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনার পর থেকে নিখোঁজ মহিলার সঙ্গী। তাই মনে করা হচ্ছে ওই ব্যক্তি খুন করেছে মহিলাকে। তার খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

উত্তরকাশিতে আটকে হুগলির দুই বাসিন্দা

গোপাল রায়, আরামবাগ,২৬ নভেম্বর ঃ উত্তরকাশির সুড়ঙ্গে এতদিন কেটে যাওয়ার পরেও এখনো আটকে ৪১ জন যুবক। আর তার মধ্যে দুজন হুগলি জেলার পুরশুরা এলাকার বাসিন্দা। বারবার আশার আলো দেখা দিয়ে আবার নিভে যাচ্ছে। বার বার থমকে যাচ্ছে উদ্ধার কাজ। আর তার পরেই আরো উদ্বেগ বাড়ছে হুগলির বাসিন্দা জয়দেব প্রামাণিক ও সৌরভ পাখিরা দের পরিবারের মধ্যে। আবার থমকে গেছে উদ্ধার কাজ আর বাড়ির ছেলেরা কবে উদ্ধার হয়ে বাড়ি ফিরতে পারবে সেই নিয়ে চিন্তার শেষ নেই পরিবারে। আর এবার সৌরভ পাখিরা ও জয়দেব প্রামাণিক এর বাড়িতে তাদের পরিবারের সাথে দেখা করে পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিলেন আরামবাগের সাংসদ অপরূপা পোদ্দার। এদিন তিনি নিজের হাতে জয়দেব প্রামাণিক এর মাকে গ্লুকোজ খাওয়ান। দুই যুবকের পরিবারের সাথে দেখা করে সাংসদ বলেন, এতদিন ধরে ছেলেগুলো ওখানে আটকে আছে এটা খুবই দু ঃখের। রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় সব সময় বিষয়টির দিকে নজর রেখেছেন। আর তিনি নিজে ও তার দল তৃণমূল সব সময় এই দুই পরিবারের পাশে আছেন।

হুগলিতে মহিলাকে অ্যাসিড ছুঁড়ে গ্রেফতার ‘ব্যর্থ’ প্রেমিক

দুরন্তবার্তা,হুগলি, ২৬ নভেম্বর ঃ সম্পর্ক থেকে বেরনোর চেষ্টা করতেই অ্যাসিড হামলার শিকার মহিলা । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হুগলি জেলার কোন্নগর নবগ্রাম এলাকায়। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার ধৃতকে শ্রীরামপুর কোর্টে তোলা হয়।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত মহিলা ও অভিযুক্ত হারু দুজনেই বিবাহিত। ওই মহিলা পরিচারিকার কাজ করেন। হারু ঝিলপাড় এলাকায় চায়ের দোকান চালান। গত তিনবছর ধরে দুজনের মধ্যে বিবাহ বর্হিভূত সম্পর্কে লিপ্ত ছিলেন। কোনও কারণে ওই মহিলা কথা বলা বন্ধ করে দেন হারুর সঙ্গে। অভিযোগ, সেই আক্রোশেই শনিবার রাতে মহিলার উপর হামলা করেন অভিযুক্ত। পুলিশ সূত্রে খবর, রাতে যখন ওই মহিলা বাড়ি ফিরছিলেন সেই সময় তাঁর পিছু নেয় হারু। এর পর সি ব্লক এলাকায় ওই মহিলাকে লক্ষ্য করে অ্যাসিড ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ। আক্রান্ত হন মহিলা। তাঁর চিৎকারে এলাকার মানুষ বেরিয়ে আসেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। তারা এসে আক্রান্ত মহিলাকে উদ্ধার করে কানাইপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। হারুকে গ্রেফতার করে কানাইপুর ফাঁড়ির পুলিশ। রবিবার অভিযুক্তকে শ্রীরামপুর কোর্টে পাঠায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হারুকে হেফাজতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত করতে চায় পুলিশ। এ বিষয়ে কানাইপুর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান আচ্ছেলাল যাদব বলেন, পরকীয়া অবশ্যই নিন্দনীয় ঘটনা। এই সব হামলার ঘটনায় মানুষকে আরও সচেতন হতে হবে। পুলিশ খুব সক্রিয় কাজ করেছে।

গোরখপুর জং. স্টেশনে বড় পর্দায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান দেখছেন ও শুনছেন যাত্রীরা।

শ্রী অনিল কুমার মিশ্র, জেনারেল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেন রিচের এসইআর সদর দফতরে সংবিধান দিবস পালনের সময় ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করছেন।

আমরা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করি না ঃ নওশাদ সিদ্দিকী

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা,২৬ নভেম্বর ঃ শিয়াখালা শ্রীপতিপুর ইসলামিক কালচারাল সোসাইটির ঈদ প্রীতি সম্মেলন ও

এক শিবির অনুষ্ঠিত হলো শিয়াখালা মিনা সুপারমাকেট প্রাঙ্গণে। এই শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী বলেন আপনারা প্রত্যেকে ভারতের সংবিধান বইটি বাড়িতে রাখুন। কারণ আমরা বেশিরভাগ মানুষই আমাদের মৌলিক অধিকার কোনগুলি আমরা তা জানি না ফলে আমরা বিভিন্ন হক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন আমাদের স্বাস্থ্যের অধিকার সংবিধান স্বীকৃত, সরকারের দায়িত্ব আমাদের স্বাস্থ্যের সুরক্ষা দেয়া, তা না করে কিন্তু কেন্দ্র আমাদের আয়ুষ্মান ভারত এবং রাজ্য স্বাস্থ্য সাথী কার্ড দিয়ে দায়ভার এড়িয়ে যাচ্ছেন। শুধু তাই নয় তপশিলি জাতি ও আদিবাসীদের যে সমস্ত অধিকার রযেছে সেগুলো তারা সঠিকভাবে পাচ্ছেন না তাই আমরা যদি সংবিধান সম্পর্কে সচেতন থাকি তাহলে আমাদের অধিকার গুলি আমরা বুঝে নিতে পারব। তিনি স্বচ্ছতার প্রশ্নে সকলকে এগিয়ে আসার আবেদন জানিয়ে বলেন আমরা যদি প্রত্যেকেই নিজ নিজ এলাকাকে পরিচ্ছন্ন রাখি তাহলে আমরা নিজেরাই স্বচ্ছ ভারত গড়ে তুলতে পারব। সিংকটের সময় রাজ্য সরকার চরম ব্যর্থ হয় সেই সময় এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গুলি রক্ত সংগ্রহে বিশেষ সাহায্য করে। পরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে নওশাদ বলেন মমতা ব্যানার্জি বিরোধী হিসাবে সদর্থক হলেও মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি ব্যর্থ। নওশাদ বলেন আমরা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করি না মানুষের অধিকার কে কায়েম করার লক্ষ্যেই আমি রাজনীতির ময়দানে নেমেছি। এক প্রশ্নের উত্তরে নওশাদ বলেন আগামী লোকসভা ভোটে ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে জয় লাভে আমি একশো শতাংশ আশাবাদী। এদিনের অনুষ্ঠানে শিয়াখালা ইসলামিক কালচারাল সোসাইটির সম্পাদক শেখ মোঃ সাইফুদ্দিন বলেন আজকে এক মহতি সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পরিবেশিত হয়।

পুরুলিয়া. বাঘমুন্ডি এবং বাঁকুড়া ছাঁচনপুর গ্রামে শীতবস্ত্র কম্বল প্রীতি উপহার

অলোক আচারিয়া, বাঁকুড়া, বারাসাত, ২৬ নভেম্বর ঃ রবিবার বিকেলে বাঁকুড়া জেলার প্রত্যন্ত ছাঁচনপুর গ্রামের লক্ষ্মী মূর্মু স্মৃতি শিশু বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শিক্ষাবিদ মিহির সেনগুপ্ত স্মরণে শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী দু ঃস্থ মানুষদের প্রীতি শীত বস্ত্র কম্বল উপহার প্রদান তসহ প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়।ব্যবস্থাপনায়.ঊষারানি গ্লোবাল হসপিটালিটী ফাউন্ডেশন। সহযোগিতায় কিশোর ভারতী উন্নয়ন সংস্থা।উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের সম্পাদক রেবা মূর্মূ, সমাজসেবী কাজল সেন, চিন্ময় ভট্টাচার্য, স্বপন ব্রহ্ম, সন ঘোষ, দিলিপ মজুমদার, তপন দাস, শ্যামল চক্রবর্তী, গৌতম মজুমদার প্রমুখ ।প্রত্যন্ত ছাঁচনপুর গ্রামের আদিবাসী সাঁওতাল রা সাঁওতাল নাচ পরিবেশন করেন।বিদ্যালয়ের উন্নয়নকল্পে আর্থিক সহায়তা করা হয় কিশোর ভারতী উন্নয়ন সংস্থার পক্ষ থেকে। পাশাপাশি পুরুলিয়া জেলার বাঘমুন্ডি কিশোর ভারতী আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রার্থনা সভা হলে শনিবার সকালে অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের হাতে শীত বস্ত্র কম্বল প্রীতি উপহার তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন কিশোর ভারতী উন্নযন সংস্থার সম্পাদক সনৎ ঘোষ, সভাপতি দিলীপ মজুমদার, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবজ্যোতি

ভট্টাচার্য সহ আযোজক সংস্থার বিশিষ্ট জনেরা। কিশোর ভারতী উন্নযন সংস্থার সভাপতি দিলীপ মজুমদার জানান শিক্ষাবিদ মিহির সেনগুপ্তের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কিশোর ভারতী উন্নয়ন সংস্থার তরফে ছাঁচনপুর আদিবাসী গ্রামে লক্ষ্মী মূর্মূ শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নযনে জমি ক্রয় করা এবং শ্রেণী কক্ষ নির্মাণে উন্নয়ন সংস্থা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মিহির সেনগুপ্ত স্মরণে বাঁকুড়া জেলার ছাঁচনপুর লক্ষ্মী মূর্মূ শিশু শিক্ষা বিদ্যালয়ে অসহায় আদিবাসী সাঁওতালী সহ শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী এবং পুরুলিয়া জেলার বাঘমুন্ডি এলাকার কিশোর ভারতী আশ্রম বিদ্যালয়ের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ১২০ জন দু ঃস্থ মানুষদের প্রীতি শীত বস্ত্র কম্বল উপহার প্রদান করা হল এবং দুটি বিদ্যালয়ে অসহায় মানুষদের প্রীতিভোজের ও আয়োজন করে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।

ট্রেন লেটের জন্য দায়ী প্ল্যাটফর্ম! রেলকর্তাদের কথায় সমাধান সূত্র অধরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ নভেম্বর ঃ প্রায় এক ঘন্টা লেট ট্রেন। হাওড়া স্টেশনে রাতের এই রোজনামচায় ক্ষুব্ধ যাত্রীরা। তার উপর প্রতি রবিবার নিয়ম করে ট্রেন বাতিলের ঘটনা। হাওড়া থেকে আজও মোট আটটি ট্রেন বাতিল করা হল। ৬ টি ট্রেন অনিয়মিত বলে পূর্ব রেল জানিয়েছে। শিয়ালদহের অবস্থাও একই। রোজ রাত বাড়লে অনিয়মিত হয়ে পড়ে ট্রেন চলাচল। আধঘণ্টারও বেশি দেরি করে ছেড়ে যায় লোকাল ট্রেনগুলি। এখনই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দিয়েছে রেল। আশ্চর্যের বিষয় হলেও ট্রেন লেটের জন্য দায়ী করা হচ্ছে ঘনঘন ট্রেন চলাচলকেই! হাওড়ার সিনিয়র ডিভিশনাল অপারেশন ম্যানেজার রাজীব রঞ্জন জানাচ্ছেন, ৪৬-৪৭টি রেক ৪৬২ বার সার্ভিস দেয় বিভিন্ন শাখায়। একটি রেক গড়ে সাত থেকে আটবার চলে। ফলে একটা ট্রেন একবার বিলম্ব করলেই সেটি পরে যতবার চলবে, একই অনুপাতে লেটেই চলবে। রক্ষণাবেক্ষণ, ব্লক নেওয়া ও প্ল্যাটফর্মের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম হওয়ায় সমস্যা বেড়েছে। সামধানেরও পথ বন্ধ প্রায়। রাজীব রঞ্জনের কথায়, ট্রেন চলাচলে শৃঙ্খলার অভাব রয়েছে। ব্যস্ত সময়ে পাঁচ-সাত মিনিট অন্তর ট্রেন। কম সময়ে এত ট্রেন চলার ফলে সমস্যা। পথে নানা সমস্যার পাশাপাশি ট্রেন স্টেশনে থেমে থাকে। তাঁর হিসেব অনুযায়ী, ৩০ সেকেন্ডে যাত্রী ওঠা-নামা করতে পারলে সময় সাশ্রয় হত। কিছুটা সময়মতো চলত। তিনি স্পষ্ট করেন, এই অবস্থা কাটাতে একমাত্র পথ ট্রেনের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া। ২০ মিনিট বা আধঘণ্টা পরপর ট্রেন চালালে তা নির্ধারিত সময়ে ছাড়তে পারবে। তবে নতুন নতুন ট্রেন চালু হওয়ায় সেই সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। ফলে সমস্যার স্থায়ী সমাধান এখনই সম্ভব নয়। এছাড়া হাওড়া স্টেশনের ১৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মটি ৩০০ মিটারের। সেটি নতুন করে সম্প্রসারিত হচ্ছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে কাজ শেষ হলে তাতে কিছু দূরপাল্লার ট্রেন দেওয়া সম্ভব হবে। ফলে অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম থেকে লোকাল ট্রেন চলাচলে সুবিধা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

৩০ বছর আমেরিকায় থেকেও গ্রামের মানুষের সেবায় কান্দির রায় পরিবার

এজাজ আহম্মেদ , খোসবাসপুর, ২৬ নভেম্বর ঃ কেউ থাকেন কলকাতায়, কেউবা থাকেন

আমেরিকায় কিন্তু গ্রামের ছেলে গ্রামের মানুষের টানে মাঝে মধ্যেই ছুটে আসেন কান্দির রায় পরিবার। হ্যাঁ অবাক হচ্ছেন এই যুগে আর গ্রামের কথা কে ভাবে। হ্যাঁ ভাবেন এখনো গ্রামের মানুষকে ভালোবেসে গ্রামের ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার জন্য আর্থিক সাহায্য ও বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে বার বার ফিরে আসেন গ্রামে। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী থানার অন্তর্গত খ্যাতনামা গ্রাম খোসবাসপুর, যে গ্রামেই বাড়ি খ্যাতনামা সাহিত্যিক সৈয়দ মোস্তাফা সিরাজের সাহেবের । জানা গিয়েছে এই গ্রামেই খ্যাতনামা রায় পরিবারের বসবাস। যে পরিবারের কৃতী সন্তান ড. অলোক কুমার রায় ও ডাঃ চন্দন কুমার রায়। যদিও তারা বর্তমানে কর্মসূত্রে আমেরিকায় ও কলকাতায় থাকেন। কিন্তু জন্মসুত্রে গ্রামের প্রতি তাদের শিকড়ের টানকে আজোও ভুলেননি তাই মাঝে মধ্যেই ছুটে আসেন এই খোসবাসপুর গ্রামে । সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান একাধিক সামাজিক কাজ করেন।জানা গিয়েছে আমেরিকার ভাবা পরমানু রিসার্চ সেন্টারের বিজ্ঞানী ছিলেন ড.অলোক কুমার রায় এবং ডাঃ চন্দ কুমার রায় একজন কৃতী চিকিৎসক তিনি কলকাতায় চিকিৎসা করেন। দুই ভাইয়ের উদ্যেগে খোসবাসপুর গ্রামের প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার উৎসাহ দিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়,এবং মেধা অন্বেষণ, বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে গ্রামের অভাবী ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের আর্থিক সাহায্য করেন এই রায় পরিবার। খোসবাসপুর গ্রামের মানুষ এই উদ্যোক সাধুবাদ জানিয়ে বলেছেন ৩০ বছর ধরে এইভাবে দূরে থেকেও গ্রামের মানুষের সেবা করে চলেছেন। খোসবাস পুর গ্রামে গতকাল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ড. অলোক কুমার রায় বলেন কর্মসূত্রে হয়তো আমাদের বাইরে থাকতে হয় কিন্তু এই গ্রামের ধুলো মাখা জীবন আর সবুজে সবুজ ভরা প্রকৃতির টান তার সঙ্গে গ্রামের মানষের অফুরন্ত ভালোবাসা ভুলে থাকতে পারিনা তাই বার বার ছুটে আসি তাদের সুখ দুঃখের ভাগীদার হতে চেয়ে।

হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে ফের চুরির ঘটনা

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২৬ নভেম্বর ঃ হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের দক্ষিণ মাজু এলাকায় গত কয়েকদিনে পরপর ছয়টি দোকানে চুরির অভিযোগ উঠলো। শনিবার রাতে একটি দোকানে চুরির পাশাপাশি জগবল্লভপুরের হাটাল এলাকায় একটি বাড়িতে চুরির চেষ্টা করা হয়। হাটালের ঘটনায় চুরি করতে এসে হাতেনাতে ধরা পড়ে যায় এক দুষ্কৃতী। এদিকে, পুলিশ নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে ধৃত দুষ্কৃতীকে পোস্টে বেঁধে চলে মারধর। পরে পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে। বার বার চুরি ছিনতাইয়ের ঘটনায় জগৎবল্লভপুরে ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার মানুষ। দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ট সকলেই। এই চুরির বিষয়ে স্থানীয় ব্যবসায়ী নূর হাসান মিদ্দা বলেন, আমার দোকানে শনিবার রাতে চুরি হয়ে গিয়েছে। ড্রয়ারে প্রায় ১১ হাজার টাকা ছিল। তা চুরি হয়ে গিয়েছে। এখানে ৫-৬টা দোকানে

চুরি হয়েছে। আমরা চাইছি প্রশাসন থেকে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হোক। রাত প্রায় আ।।ইটে নাগাদ এই চুরি হয়েছে বলে অনুমান। পিছনের জানালার লোহার গ্রিল কেটে চুরি করা হয়েছে। ড্রয়ার থেকে টাকা চুরি করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে চুরি হচ্ছে। এই ব্যাপারে প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। পাশে সোনার দোকানে চুরি হয়েছিল। সেই সময় পুলিশ এসে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। যেই কারণে আমরাও অন্ধকারের মধ্যে আছি। আমার জিএসটি ফাইল চুরি হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আতঙ্কের মধ্যে আছি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ৩৫৪ সংখ্যা, সোমবার, ১০ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০

ঐতিহ্যময় ভারত

ভারত আক্রমণ করতে এসেছিলেন গ্রীক বীর আলেজান্ডার। তিনি এসেছিলেন ভারতের সম্পদকে লুঠ করতে। ভারত জয় করে ভারতের সম্পদ গ্রীক দেশে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। তিনি বহু ভারতীয় রত্ন নিয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গে করে। কিন্তু পথে তাঁর মৃত্যু হলে সেই সব রত্ন আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। যারাই ভারত আক্রমণ করেছেন তারাই ভারতকে লুঠ করেছেন। ভারতের সম্পদ নিয়ে চলে গিয়েছে তাঁদের দেশে। তৈমুর লং ভারতের সম্পদ লুঠ করেছেন। ব্রিটিশ রাজ শক্তিও ভারতের হীরা দখল করেছে। ময়ূর সিংহাসন নিয়ে গিয়েছে। ভারত ছিল একটি সম্পদশালী দেশ ছিল। ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। তার ফলে ভারতে বিভিন্ন মশলা থেকে শুরু করে ফলমূল সুস্বাদু ছিল। সেই সব মশলা এবং ফলমূল বিদেশে রপ্তানি হতো। সেই সূত্র ধরেই ইংরেজরা ভারত অধিকার করতে অগ্রসর হয়েছিল। ভাস্কো ডাগামা ভারতবর্ষ আবিস্কার করতে গিয়ে তিনি আমেরিকা আবিস্কার করে ফেলেছিলেন। তিনি জানতেন না যে তাঁর আবিস্কার দেশটা আসলে আমেরিকা। তিনি মনে করেছিলেন ওটাও ভারতবর্ষ। তার ফলে সেখানকার নাগরিকদের তিনি নাম দিয়েছিলেন রেড ইন্ডিয়ান। ইন্ডিয়ান বা ভারতবাসী মনে করে তিনি আমেরিকার আদিবাসীদের নামকরণ করেছিলেন রেড ইন্ডিয়ান বলে। পরে ভুলটা সংশোধন করা হয়েছিল। তবে এখনও আমেরিকার আদিবাসীদের রেড ইন্ডিয়ান বলা হয়ে থাকে। বিলাতে শিল্প বিপ্লব শুরু হলে কাঁচা মালের প্রয়োজন হয়ে পড়েলা। তার ফলে ইংরেজদের নজর এসে পড়ল ভারতের ওপরে। তারা দীর্ঘ সমুদ্র পথ অতিক্রম করে এসে ভারত দখল করে নিল। তার সঙ্গে ভারতে যে সব বিত্তশালী রাজা এবং নবাবরা ছিলেন তাঁদেরকে পরাস্ত করে তাঁদের ধন সম্পদ বিলেতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। লর্ড ক্লাইভ মুর্শিদাবাদের নবাবকে পরাস্ত করে বহু ধনরত্ন নিয়ে গিয়েছিলেন বিলাতে। অতীত ভারতের গৌরব ছিল। আর বর্তমান ভারতের সেই স্বর্ণ গৌরব এখন অস্তমিত বলা যেতে পারে। এর জন্য কেউই দায়ী নয়। আমরাই দায়ী। আর ওপরের ওপরে দোষ চাপিয়ে নিজেদের দোষ মুক্ত করার চেষ্টা করি। অতীত ভারত একটি স্বর্ণ যুগ বলা যেতে পারে। সেই সময়কার মানুষের মনে এতো হিংসা ছিল না। এত বিদ্বেষ জাতিভেদাভেদ ছিল না। কিন্তু জাতি ভেদাভেদ আসার ফলে ভারত ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়তে শুরু করে দিল। বীরত্ব আর থাকলো না। গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের কাছে নতি স্বীকার করবেন না বলেই পুরু বীর রাজার মতো সংগ্রাম করেছিলেন। তাতে আলেকজান্ডার মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তার ফলে তিনি পুরুকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দিয়ে বন্ধুত্ব সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন। ভারতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন গৌতম বুদ্ধ। তিনি নিম্ন জাতিকে মানবিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। সেই সময় ব্রাহ্মণ্যবাদ সমাজের নিম্নজাতির ওপরে খুবই অত্যাচার করতো। এমনকী বহু সময়ে ওই সব নিম্ন শ্রেণি লোকেরা উচ্চ বর্ণের হয়ে বেগার শ্রম দিত। বিনিময়ে দুই বেলা আহার জুটতো। একেবারে ক্রীতদাস প্রথার মতো বলা যেতে পারে। একই অবস্থা তখন ইংল্যান্ড এবং আমেরিকা বা ফ্রান্সে কিংবা রাশিয়াতে ছিল। চিন দেশেও তখন দুর্বলদের ওপরে সবলের অত্যাচার ছিল। কিন্তু তার মধ্যেই একটি সীমারেখা থাকতো। ব্যাপক দুর্নীতি তখন ছিল না। তখন পরিবার বা সমাজের শাসন ছিল। কিন্তু এখন তো সামাজিক শাসন বলতে গেলে উঠে গিয়েছে। আখন আর সমাজ বলে কোনও কিছুই নেই। তখন সমাজ একজন বিপদগ্রস্ত লোককে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতো। এখন সমাজ বলে কোনও কিছু না থাকার ফলে মানুষ বিপদে পড়লে কাউকে ডেকে সাহায্য পাওয়া খুবই কঠিন। তখন রাজারা যদি দুর্নীতি করে কোনও সিদ্ধান্ত নিতেন তাহলে তাতে জবাব দিহি করতে হতো। তিনি যে অপরাধ করেছেন তা কবুল করতে হতো। আজকে তার কোনও বলাই নেই। দুর্নীতি করলে তাকে বাধা দেওয়ার কেউই নেই। বর্তমান পরিবেশটা একেবারে দূষিত হয়ে গিয়েছে। তখনকার সংবাদপত্রে সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি সমালোচনা করা যেত। এমনকী দেশের প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী যদি কোনও অন্যায় কাজ করতেন তাহলে তার পরদিন তাঁর বিরুদ্ধে ফলাও করে খবর প্রকাশ হতো। এখন তা হয় না। দুর্নীতির খবর প্রকাশ করা হয় বটে। কিন্তু তার মধ্যে থাকে দুর্নীতিকে চাপা দেওয়ার কৌশল থাকে। পশ্চিমী দেশগুলিতে কোনও মন্ত্রী দুর্নীতি করলে এবং তা প্রমানিত হলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করেন। কিন্তু আমাদের দেশে তা হওয়ার জো নেহ। মন্ত্রীরা যদি দুর্নীতি করেন তাহলে তাকে প্রমাণ করা খুবই কঠিন। মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোনও খবর প্রকাশ পেলেই বলা হয়ে থাকে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। ভারতীয় আইন এমন হওয়া উচিত কোনও মন্ত্রী বা সাংসদ যদি দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে আদালতে দ্বারা অভিযুক্ত হন তাহলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীত্ব এবং সাংসদ ও বিধায়ক পদত্যাগ করতে হবে। আদালতে থেকে নিজের নির্দোষ প্রমাণ করে আবার তিনি সাংসদ বা মন্ত্রীত্ব ফিরে পাওয়ার অধিকারী হতে পারেন তার আগে নয়।

সম্পাদকীয়

শিক্ষার ভিত শক্ত হোক

এক সময়ে স্কুল স্তরে শিক্ষা গ্রহণ করে বিলাতের বহু ছাত্ররা পড়াশুনা করতে যেত। স্কুল শিক্ষা এত শক্তিশালী ছিল যে স্কুল ছাত্ররা অতি সহজে বিলাতের কোনও কলেজে ভর্তি হতে পারতো। এবং দক্ষতার সঙ্গে শিক্ষা লাভ করে স্বদেশে ফিরে আসতো। আর আজকে সেই স্কুল শিক্ষা এমন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে যে উচ্চ শিক্ষায় পাশ করতে পারছে না বহু যুবকেরা। আসলে শিক্ষা ব্যবস্থায় গলদ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে। ম্যানমেড অশিক্ষত জগত সৃষ্টি করার প্রয়াস চলছে সারা বাংলা জুড়ে। তার ফলে দেখতে পাওয়া গেল প্রায় আট হাজার স্কুল এখন উঠে যাওয়ার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। কেশবচন্দ্র নাগের গণিতের বই দিয়ে এখন আর অঙ্ক শেখানো হয় না। বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয় দিয়ে বাংলা ভাষা শিক্ষা চর্চা করানো হয় না। সংস্কৃতকে ডেড ল্যাঙ্গুয়েজ বলে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার গোড়া কেটে দিয়েছেন ভারতবাসীর পণ্ডিতরা। প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র শিক্ষা মন্ত্রী থাকার সময়ে তিনি সংস্কৃত ভাষাকে স্কুল থেকে তুলে দিলেন। তারপরে মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ নিয়ে স্লোগান তুলে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ওপরে কোপ গিয়ে দিল। তার ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে আন্তর্জাতিক স্তর থেকে আঞ্চলিক স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল। এবারে সেটাও আর হবে না আগামি দিনে যেভাবে শিক্ষাকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা শুরু হয়েছে। 'হীরক রাজা দেশে'-এর সেই শিক্ষামন্ত্রী মশাইয়ের কথা মনে পড়ছে 'আজ থেকে পাঠশালা বন্ধ'। এখন স্কুল বন্ধ হওয়ার পালা শুরু হয়ে গিয়েছে। বাংলা আবার সেই অতীতের অন্ধকার রাজত্বের দিকে পা বাড়াতে শুরু করেছে। এখন তো সবাই পণ্ডিত। ছাত্র কেউ নেই। 'যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি' সেই বোধ আর নেই। সব কিছু হারাতে শুরু করে দিয়েছে বাংলা। বাংলা লক্ষাধিক ছাত্রদের মধ্যে দশ হাজার ছাত্র যদি ভালো শিক্ষা গ্রহণ করে বিদেশে শিক্ষা গ্রহণ করতে যায়। তাতে বাংলার তাতে কোনও উন্নতি হবে না। বাংলার উন্নতি করতে গেলে প্রায় নব্বই শতাংশ ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষিত করে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের বাণী

আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদে যারা শক্তিমান হয় তারা শক্তির দম্ভে সংলোককে অবমাননা করতে শুরু করে। চাটুকার ছাড়া অন্য লোককে তারা বরদাস্ত করতে পারে না। বহু লোক তাদের আচরণে অন্তরে অন্তরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে আর তাই হয় তাদের কাল। অন্তত লোকের অন্তরে তাদের কোন আসন প্রতিষ্ঠিত হয় না......

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

তারাপীঠের মা কালী হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তারাপীঠের মায়ের পুজো করতে হবে। আরাধনা করতে হবে। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। লেখাপড়া সম্পদ সৃষ্টি করার প্রথম ধাপ। শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে শক্ত খুঁটি ওপরে দাঁড় করানোর কথা ব্যক্ত করেছেন। তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বললেন, নারী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। শুধু পুরুষ শিক্ষা চালু করলে হবে না, নারী শিক্ষাও চালু করতে হবে।

সর্ব শিক্ষা অভিযানে মৌলনা আব্দুল কালাম আজাদ বিশ্ববিদ্যালয় অব টেকনোলজি

রবীন্দ্রকুমার শীল

সবার অলক্ষ্যে মৌলানা আব্দুল কালাম আজাদ বিশ্ববিদ্যালয় অব টেকনোলজি নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলেছে সেটা হচ্ছে স্কুল স্তরে বিজ্ঞান মেধা তৈরি করা। শুধু বিজ্ঞান মেধা তৈরি করাই নয়, পাশাপাশি সাহিত্য ও সংস্কৃতি মনস্ক ছাত্র সমাজ তৈরি করতে সচেষ্ট হয়েছে। কিন্তু এত বড় ধরনের কর্মযজ্ঞ আয়োজন করতে নেই কোনও আত্মপ্রচার। সবার অলক্ষ্যে কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে। এর প্রধান উৎসাহীদাতা হলেন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সৈকত মিত্র। তিনি না থাকলে এত বড় কর্মযজ্ঞের আয়োজন করা সম্ভব হতো না। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীন অঞ্চলে যেখানে আজও ইন্টারনেট সম্পর্কের কথা ভালো করে ছাত্ররা জানে না সেখানেও পৌঁছে গিয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালযের প্রযুক্তি কর্মীরা। তারা হাতে কমলে শিক্ষা দিয়ে সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের বর্তমান ডিজিটাল ব্যবস্থা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি বিদ্যা গ্রহণ করতে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করে তুলতে চেষ্টা করছে। মৌলনা আব্দুল কালাম আজাদ বিশ্ববিদ্যালয় অব টেকনোলজি তার চার দেওয়ালের মধ্যে নিজেদের শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে সবার মধ্যে বিস্তার করিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছে। অবাক করার বিষয় যে একটি বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ করে প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল স্তরে এসে সেখান ছাত্রদের বিজ্ঞানের বিষয়ে আগ্রীহ করে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ যেমন করেছে পাশাপাশি প্রযুক্তি শিক্ষার্থীদের আবার সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে আগ্রহী করে তোলার চেষ্টা করে চলেছে। তার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের দক্ষ মহাশয়দের আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে বত্তৃতা (অনলাইন বা অফলাইন) দেওয়ার ব্যবস্থা করা এবং ছাত্র সমাজকে পাঠ্য পুস্তকের বাইরে যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা জগত রয়েছে সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করানোর চেষ্টা। আসলে শিক্ষাকে শুধু চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে না রেখে মুক্ত করে দেওয়ার প্রচেষ্টা। স্কুল স্তরে ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার অভিলাষকে আরও জাগরিত তোলার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে 'ম্যাকাউট'। সেই কারণে আমরা দেখতে পেলাম যে একটি 'স্পর্শ' শারদীয়া পত্রিকা সংখ্যা প্রকাশ করেছে সেখানকার ছাত্রছাত্রীরা। সেই পত্রিকাকে দেখা গেল বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি বিষয়ের আলোচনা চেয়ে সেখানে সাহিত্য এবং সংস্কৃতিমূলক রচনায় পরিপূর্ণতা। বলা হচ্ছে যে একটি ছাত্রছাত্রী কেন শুধু মাত্র প্রযুক্তি শিক্ষাকে গ্রহণ করবে কেন, তার চারপাশে যে শিক্ষা জগতের বিভিন্ন প্রান্তর খোলা রয়েছে তার সম্পর্কে জানুক এবং শিখুক তাতে তাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি লাভ করতে পারে। কোনও শিক্ষাই ফেলে দেওয়ার নয়। সব ধরনের সৎ শিক্ষা থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করা যেতেই পারে। দেখতে পাওয়া গিয়েছে বেশির ভাগ বিজ্ঞানের ছাত্ররা সাহিত্য চর্চা করে থাকে। আবার সাহিত্য জগতের ছাত্ররা বিজ্ঞান চর্চার ওপরে জোর দিয়ে থাকে। যেমন উল্লেখ করা যেতে পারে রবীঃদ্রনাথ ঠাকুরের কথা। তিনি সারা জীবন ধরে সাহিত্য চর্চা করে গিয়েছেন। তিনি আবার বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার দ্বারকে সবার উন্মুক্ত জন্য করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বিজ্ঞান চর্চা করার প্রয়োজন রয়েছে। সাহিত্য চর্চার মধ্যে দিয়েই বিজ্ঞান চর্চার শ্রীবৃদ্ধি করতে হবে। সত্যজিৎ রায় শান্তিনিকেতনে কলা বিভাগের ছাত্র ছিলেন। পরে তিনি যখন সেখান থেকে বের হয়ে এসে সাহিত্য রচনা করতে শুরু করলেন তখন তিনি বিজ্ঞান ভিত্তিক উপন্যাস ও গল্প লিখতে শুরু করলেন। সৃষ্টি করলেন প্রফেসর শঙ্কুকে। আবার তাঁর পিতা সুকুমার রায় তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। তিনি আবার বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করতে থাকলেন। ফলে সাহিত্য এবং বিজ্ঞান চর্চা এক সঙ্গে চলতে পারে। তাতে আরও মেধা শক্তি বৃদ্ধি লাভ করবে এবং উন্নত মানের ছাত্র মেধা তৈরি হবে বলে বিশ্বাস করেন উপাচার্য ডক্টর সৈকত মিত্র। স্কুলের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগসূত্র তৈরি করার যে প্রচেষ্টা এবং পরিকল্পনাকে গ্রহণ করা হয়েছে তাতে সার্থক করে তুলতে চেষ্টা করে চলেছেন সুপ্রিয় তরফদার। মাতৃভাষার ওপরে বিজ্ঞান চর্চাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর এবং অক্ষর কুমার দত্ত। এদের উৎসাহদাতা ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। তারপরে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন। তিনি মাতৃভাষা নির্ভর বিজ্ঞান চর্চার ওপরে জোর দিতে শুরু করে দিয়েছিলেন। এবারে সেই পথ ধরে এগোতে শুরু করে দিয়েছেন মৌলনা আব্দুল কালাম আজাদ বিশ্ববিদ্যালয় অব টেকনলজির উপাচার্য সৈকত মিত্র। তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁর সহকর্মীরা। 'গ্রেট আইকন' নামে একটি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। করোনা সংক্রমণ কালে যে সব ওয়েবনার বত্তৃতা হয়েছিল তার একটি সঙ্কলন প্রকাশ করা হয়েছে।

বক্তা ছিলেন ডাক্তার শঙ্কর কুমার নাথ। তাঁর বত্তৃতাগুলিকে সংগ্রহ করে একটি বই আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য ছাত্র সমাজের কাছে তা পৌছে দেওয়া। সেখানে বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে ক্যান্সারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় মতো সব গুরুত্বপূর্ণ যুগপোযোগী বিষয়গুলি স্থান লাভ করেছে। এই বইটি ছাত্রদের হাতে তুলে দেওয়া হবে বিশ্ববিদ্যালয়ে পক্ষ থেকে। পাশাপাশি স্কুল স্তরে বিজ্ঞান মেলা করার আগ্রহ তৈরি করা, পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনা করা প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। স্বয়ং উপাচার্য মহাশয় তা করতে আগ্রহী। তিনি তাঁর কাজের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে ছাত্র সমাজের কাছে ম্যাউকাউটকে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে তা দেখতে পাওয়া গেল। সেভাবে স্কুলের ছাত্র সমাজে বিজ্ঞান এবংপ্রযুক্তি বিয় নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে মনে হচ্ছে বিজ্ঞান ভীতি ছাত্র সমাজ থেকে ক্রমশ দূরে চলে যেতে থাকছে। সেটা করতে পেরেছেন একমাত্র মৌলনা আব্দুল কালাম আজাদ বিশ্ববিদ্যালয় অব টেকনোলজি প্রাক্তন উপাচার্য সৈকত মিত্র মহাশয়। সর্বস্তরে বিজ্ঞানকে ছড়িয়ে দিয়ে আগামি দিনে ডিজিটাল ভারত গড়ার দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। আজ পর্যন্ত কোনও বিশ্ববিদ্যালয়কে দেখতে পাওয়া যায়নি যে তারা স্কুল স্তরে এসে ছাত্র সমাজের মধ্যে কাজ করছে। প্রাক্তন উপাচার্য সৈকত মিত্র মনে করেন এটা হচ্ছে একটি সেবা। মানব সেবা করা। আগামি দিনে ছাত্র সমাজ গড়ার যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাদের ওপরে তাকে সার্থক করে তোলাই হল তাদের মূল লক্ষ্য। সেখান থেকে সরে আসার কোনও কথা থাকতে পারে না। আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ তৈরি করবে হবে। ভবিষ্যত ভারতর্বকে গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলতে হবে। তার জন্য প্রযুক্তি বিদ্যার শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি স্বদেশি শিক্ষা সংস্কৃতি, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাচি চর্চার খুবই প্রয়োজন।

ইতিহাস সত্যকে প্রকাশ করে, এশিয়ার পথ প্রদর্শক দেশ হচ্ছে ভারতবর্ষ

'রামায়ন' ও 'মহাভারত' ভারতের দুই মহাকাব্য। একে ইতিহাস বলা যায় না। 'রামায়ন' যুগে সমাজচিত্র এখানে ধরা পড়ে বটে। তবে তার সঙ্গে বহু কল্পনা জড়িয়ে রয়েছে। 'মহাবারত' মহাকাব্যে সমাজচিত্র ধরা পড়ে বটে। কিন্তু সেখানেও বহু কল্পনা জড়িয়ে রয়েছে। তার ফলে একে সমাজ বিজ্ঞান বলা যায় না। বিজ্ঞান হচ্ছে সত্যের প্রকাশ। সেখানে কোনও কল্পনা থাকে না। ইতিহা হচ্ছে অতীতের ঘটনার তথ্যভিত্তিক উল্লেখ। অতীতে যা সত্য তাই ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করা হয়। গ্রীস দেশেও দুই মহাকাব্য রয়েছে 'ইলিয়াড' এবং 'ওডিসি'। গ্রীসরা একে মহাকাব্য বলে গ্রহণ করে থাকে। ইতিহাস বলে গ্রহণ করে না। ইতিহাসের উপদান থাকতে পারে। কিন্তু সেই উপদানের সঙ্গে কল্পনা মিশ্রিত করা রয়েছে। তার ফলে সেটা ইতিহাস নয়। বিশুদ্ধ ইতিহাসকে প্রকাশ করতে গেলে সন, তারিখ এবং ঘটনার খুবই প্রয়োজন। সন, তারিখ এবং তত্য ঘটনা না ঘটলে তা কিন্তু ইতিহাসে ঠাঁই পায় না। ভারতের ইচিহাসবিদেরা 'রামায়ণ' এবং 'মহাভারত'কে ইতিহাস বলে গ্রহণ করতে চান না। তারা এই দুই গ্রন্থকে মহাকাব্য বলেই স্বীকার করে নিয়েছেন।

ইতিহাসবিদ রোমিলা থাপারকে নিয়ে চলছে বিতর্ক। তবুও তিনি কিন্তু দেশপ্রেম থেকে একেবারের জন্যও সরে আসেনি। চিরকালই তিনি জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যায় অধ্যাপনা করে এসেছেন। আজও তিনি সময় হলে সেখানে বক্তব্য রাখতে যান। আধুনিক দৃষ্টিতে ভারতবর্ষকে দেখাতে গিয়ে তিনি যা উপলব্ধি করতে পেরেছেন তা ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি এখন বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, ইতিহাস চর্চার তাঁর পথপ্রদর্শক হচ্ছেন রমেশ চন্দ্র মজুমদার, যদুনাথ সরকার। এই দুই বাঙালি ইতিহসাবিদ তাঁকে ইতিহাসের পথ দেখান। যাঁরা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে মূল্যায়ন করতে পেরেছেন। তিনি বলেছেন, ইতিহাস কোনও সময়ে অসত্যকে উপস্থাপিত করতে পারে না। প্রাচীন ভারতবর্ষের যে রাজনৈতিক ইতিহাস রয়েছে ঔপনিবেশিক ইতিহাসবিদদের মতবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েপ্রথমে তা তুলে ধরেছিলেন কাশীপ্রসাদ জয়শোয়াল, নীলকান্ত শাস্ত্রী, রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী। তাঁরা দেখিয়েছিলেন যে ভারতের যে ইতিহাস রয়েছে তা কিন্তু বিশ্বের প্রাচীন সভ্যাতার দেশগুলির চেয়ে কম শক্তিশালী নয়। ভারতের দুটি মহাকাব্য রচিত হয়েছে 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'। গ্রীক বীর আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করেছিলেন ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার সন্ধান করতে। তিনি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাকে জয় করতে এসেছিলেন।

তাঁর ইচ্ছা ছিল গ্রীস দেশের মতো প্রাচীন সভ্যদেশগুলিকে গ্রীসে অধীনে নিয়ে আসা। কিন্তু তার সেই আশা পূরণ হয়নি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তিনি গ্রীস দেশে যাওয়ার পথে মারা গেলে তার যোকন যোগ্য উত্তরসূরী ছিলেন না যিনি তাঁর পথকে অনুসরণ করে চলবে। ফলে ভারত জয় করে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন সেটা ব্যর্থ হয়েছিল। তবুও ভারতের বহু নিদর্শন গ্রীস দেশে . গিয়েছিল। পরবতীকালে আমরা দেখতে গেলাম গ্রীস দেশের সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার মিলন। সংস্কৃতির মিলন। একটা যোগ সূত্র রচিত হয়েছিল ভারত এবং গ্রীস দেশের সঙ্গে। ঔপনিবেশিক শিক্ষা গ্রহণ করেও তার মধ্যে ভারতীয় সভ্যতার সন্ধান করে তাকে প্রতিষ্ঠা করার অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন ইতিহাসবিদ রোমিলা থাপার। সেই কারণে তিনি সম্রাট অশোককে কেন্দ্র করে একটি বিশাল গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করলেন। তিনি দেখালেন সম্রাট অশোক তাঁর নিজস্ব ধর্ম মত থাকতেও তিনি পরের ধর্মকে সমান মর্যাদা দিয়ে গিয়েছেন। সেখানে তিনি বলেছেন সবার নিজস্ব ধর্ম আচরণ করার অধিকার রয়েছে। এটাকে বলা যেতে পারে গণতান্ত্রিক ধর্মাধিকার। ধর্ম পালন করতে গেলে গণতান্ত্রিক চেতনার খুবই প্রয়োজন। পর ধর্মের ওপরে সহিতুা প্রদর্শন করাটাও ধর্মের স্বাধীন চিন্তার উদয়। অশোক সেটা করতে পেরেছিলেন। পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসকেরা ভারতবর্ষে এসে ঔপনিবেশিক স্থাপন করলে তার রূপ দেখা দেখতে পাওয়া গেলে তখন কিন্তু উগ্র ধর্ম মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছিল। তার সেটাকে অস্ত্র করে ইংরেজ শাসকেরা ভারবর্তকে শাসন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ধর্ম যেখানে অমানবিক আচরণ করতে শুরু করে দিয়েছে তার বিরুদ্ধে যতদিন না প্রতিবাদ হয়েছে ততদিন ইংরেজ সরকার চুপ করে বসেছিল। সতীহাদ প্রথা বন্ধ করতে রাজা রামমোহন রায়কে ইংল্যাণ্ড পর্যন্ত ছুটে যেতে হয়েছিল। বিধবা বিবাহ রোধ করতে বিদ্যাসাগরকে অক্লান্ত সংগ্রাম করতে হয়েছিল। বিদেশি শাসক ইংরেজ কিন্তু ভারতীয় ধর্মের কোন্দলের মধ্যে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলতে চায় না। উপরন্তু তাকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে ভারত শাসন করতে চেয়েছিল। তার ফলেই কি পাকিস্তান সৃষ্ট হল? বাংলাকে ভাগ করে দেওয়া হল? এই প্রশ্ন এখন ধামা চাপা পড়ে গিয়েছে। পূর্ব বঙ্গ আজকে স্বাধীন বাংলাদেশ। পশ্চিম পাকিস্তানের মানসিকতার সঙ্গে পূর্ব বঙ্গের যে কোনও মিল হবে না সেটা কিন্তু সমাজবিজ্ঞানী এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা উপলব্ধি করতে পারেনি। পারলেও তাঁদের কিন্তু হাত পা একেবারে বাঁধা ছিল। ভারত ভাগ করে স্বাধীনতাকে মেনে নেওয়া ছাড়ার আর কোনও বিকল্প পথ ছিল না। য়ে ইংরেজরা নিজেদেরকেই সভ্য জাতি বলে প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছিল পরবর্তীকালে দেখতে পাওয়া গেল যে ভারতবর্ষে ঔপনিবেশ স্থাপন করতে এসে তাদের সেই গর্ব একেবারে মাটিতে মিশে যায়। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ভারতবর্ষ হচ্ছে কয়েক হাজার বছরেরপ্রাচীন সভ্যতা যাকে বিশ্বের কেউই অস্বীকার করতে পারে না। কোনও দিনই পারবে না। ইউরোপের পথ প্রদর্শক দেশ হচ্ছে গ্রীস। আর এশিয়ার পথ প্রদর্শক দেশ হচ্ছে ভারতবর্ষ। এটাই সত্যের ইতিহাস।

কলকাতা পুরসভার উদ্যোগে শুরু হল গঙ্গাবক্ষে দেব দীপাবলি

কলকাতা পুরসভার উদ্যোগে শুরু হয়েছে দেব দীপাবলি। কার্তিক মাসের পূর্ণিমাতে বাজেকদমতলার ঘাটে দেব দীপাবলি এবারে দেখতে পাবে বাংলার বাসিঃদারা। গত মার্চ মাস থেকে শুরু হয়েছিল বাজেকদমতলায় গঙ্গারতি। বেহালার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার আর্থিক সহায়তায় প্রতিদিনই গঙ্গা আরতি হয়ে থাকে গঙ্গাবক্ষে। বেনারসের গঙ্গা আরতি মতোই বাজেকদমতলায় গঙ্গারতি হয়ে থাকে। একেবারে বেনারস ঘরানায় এই আরতির আয়োজন করা হয়। এই স্বেচ্ছাসেবীর সংস্থার সভাপতি বলেছেন যে অনেকেই বেনারসে যান গঙ্গারতি দেখতে। সেখানে যেতে গেলে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। কলকাতায় বেনারসের মতো গঙ্গা আরতির আয়োজন শুরু করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গারতি করতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। এবারে শুরু হচ্ছে দেব দীপাবলি। এই দেব দীপাবলি উৎসবকে সফল করতে গঙ্গাবক্ষে থাকবে দশটি নৌকা এবং দশ হাজার প্রদীপ জ্বালানো হবে। দুইদিন ধরে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। কার্তিক মাস হিঃদুদের কাছে পবিত্র মাস। এই মাসেই কালী পুজা থেকে শুরু করে কার্তিক ঠকুর এবং জগদ্ধাত্রী পুজো ও নবদ্বীপে রাস পালন করা হয়ে থাকে। অনেকে আবার পূর্ব পুরুষদের উদ্দেশ্যে ছাদের প্রদীপ জ্বালায়। বাবুঘাটে প্রতি শনিবার আরতির পর ভোগ বিতরণ করা হয়ে থাকে। দর্শকদের বসার জন্য দুই হাজার আসন রাখা রয়েছে। সবাই আসন গ্রহণ করতে পারে। বয়স্ক লোকদের জন্য আলাদা আসন সংরক্ষিত। এই উৎসবকে উদ্বোধন করেছেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। কলকাতার প্রিন্সেপ ঘাট থেকে শুরু করে বাজেকদমতলা পর্যন্ত আলো দিয়ে সাজানা হয়েছে। বেরারসের দেব দীপাবলিকে নিয়ে আসা হয়েছে বাংলার গঙ্গার তীরে। ১৯৮৫ সলে বেনারসে দেব দীপাবলি উৎসব শুরু হয়েছিল পঞ্চগঙ্গা ঘাটে। ১৯৯১ সালে দশাশ্বমেধ ঘাটে প্রদীপ জ্বালিয়ে এই উৎসবের সূচনা করেছিলেন পণ্ডিত কিশোরী রমন দুবে। দেবী গঙ্গা এবং অন্যান্য দেবদেবীর উদ্দেশ্যে আরতির আযেয়াজন করা হয়ে থাকে। উত্তরে রাজঘাট থেকে শুরু করে দক্ষিণে অসিঘাট পর্যন্ত আলো, ফুল মালা দিয়ে সাজানো হয়। দেব দীপাবলির অর্থ হল দেব দেবীদের দীপাবলি। ওই দিনে ত্রিপুরাসুরকে পরাজিত করে শিব জয়ী হয়েছিলেন। তাই এর অপর নাম হচ্ছে ত্রিপুরোৎসব। শিব যে স্থানে জয় করেছিলেন সেই স্থানে স্বর্গে দেবতারা এসে স্নান করেন বলে বিশ্বাস করে সব ভক্তরা। এও বলা হয়ে থকে যে আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশী থেকে ভগবান বিষ্ণু যোগনিদ্রা শুরু করেন। সেদিন বিু তুলসীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং সেই উপলক্ষ্যে দেব দেবীর নারায়ণ এবং লক্ষনীর আরতি করা হয় প্রদীপ জ্বালিয়ে। দেবতাদের সঙ্গে দীপাবলিতে অংশ নিতে বহু ভক্তরা বেনারসে এসে উপস্থিত হয়। পূর্ণিমার চাঁদ দেখে গঙ্গায় দেব দীপাবলি উৎসব শুরু করা হয়। বেনারসের প্রতিটি ঘাট এই দিন সাজানো হয়। অসিঘাট, সিন্ধিয়া ঘাট, রাজঘাট, মুন্সিঘাট, মণিকর্ণিকা ঘাট, দ্বারভাঙা ঘাট, মানমন্দির ঘাট, দশাশ্বমেধ ঘাট সব ঘাটগুলি আলোয় ঝলমলিয়ে উঠতে শুরু করে। প্রতিটি ঘাটের সিঁড়িতে আলো দিয়ে সাজানো হয়ে থাকে। আলপনা আঁকা হয়। দশাশ্বমেধ ঘাট এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদ ঘাটে মঞ্চ তৈরি করা হয়ে থাকে। আগে দেব দীপাবলতিতে সানাই সুর তুলতেন ওস্তদা বিলায়েৎ খান। তিনি বেনারসে থাকতেন। বেনারস হচ্ছে সঙ্গীত এবং সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রাণ কেন্দ্র। এখানে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন বাংলার সঙ্গীতের জনপ্রিয় শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। পণ্ডিত রবিশঙ্কর এখানে বহুকাল ধরে কাটিয়ে গিয়েছেন। মঙ্গালরতির মধ্যে দিয়ে শুরু হয় গঙ্গারতি। শঙ্খধ্বনি, রুপোর প্রদীপ, আগরবাতি, চামর দুলিয়ে আরতির আয়োজন শুরু হয়ে যায়। কেউ কেউ আবার নৌকায় চেপে গঙ্গাবক্ষে প্রজীপ জ্বালিয়ে ভাসিয়ে দিতে থাকে। আবার গঙ্গার পাড়ে দাঁড়িয়ে বহু মহিলারা তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিতে থাকে। প্রায় এক সঙ্গে কয়েক হাজার প্রদীপ জ্বলে গঙ্গাকে আরও সৌন্দর্যময় করে তোলে। উৎসবের বাড়তি আকর্ষন হচ্ছে আতশ বাজির প্রদর্শন। পূর্ণিমার চাঁদ, গঙ্গাবক্ষে উজ্জ্বল প্রদীপ, ঘাটে ঘাটে বাজির আলোর রোশনাই পরিবেশকে স্বর্গের মতো করে তোলা হয়। যারা বেনারসে যেতে পারেন না তাদের দিকে তাকিয়ে কলকাতায় দেব দীপাবলির আয়োজন করা হয়েছে। সবাই যাতে দেখতে পারে তার সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে।

হেরিটেজ ঃ কলকাতার বড়দিন

কলকাতায় ব্রিটিশ যুগে বড়দিন কীভাবে হতো তার বিবরণ এখন খুঁজলে দেখতে পাওয়া যায় যে সেই সময়ে বড়দিন আসলে কলকাতার নিউ মার্কেটে ভিড় জমতে শুরু করতো। কেনাকাটা হত। নতুন জামাকাপড় কেনা থেকে শুরু করে উপহার কিনতে দেখা যেত। তখন গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের কেক কলকাতা বিখ্যাত ছিল। স্যারফিলিপ ফ্রান্সিস এবং তাঁর বন্ধু শ্যালক অ্যালেকজান্ডার ম্যাকরাবি কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন। বাংলার প্রথম গর্ভনর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ইলিজা ইস্পের সঙ্গে দ্বৌত লড়াই হয়েছিল। এই লড়াইয়ে হেস্টিংসের গুলিতে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন ইলিজা ইম্পে। আলিপুরে যেখানে হেস্টিংস এবং ইলিজা ইম্পের বঃদুক নিয়ে লড়াই হয়েছিল সেই রাস্তাটির নাম ডুয়েল অভিনিউ। ১৭৭০ সালে কলকাতার শেরিফ ম্যাকরাবি নিউ ইয়ার পালন করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। গর্ভনর জেনারেল নিউ ইয়ার অবং বড়দিন পালন করতেন। রাজভবনে সমাজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করতেন। তখন রাজভবনটা ছিল নিউ আলিপুরে। তখনকার সময়ে একটি গোটা ভেড়ার দাম ছিল দুই টাকা। ভেড়া আকারে ছেটো হলে তার দাম এক টাকা। ছয়টি মুর্গির দাম ছিল একটাকা। ছয়টি হাঁসের দাম ছিল এক টাকা। এক ডজন পায়রা দাম ছিল এক টাকা। ১২ পাউন্ড পাউরুটির দাম ছিল এক টাকা। দুই পাউন্ড মাখনের দাম ছিল একটাকা। 'বর্ধমান স্টু' নামে একটি খাদ্য ছিল প্রায় আজকাল বাজারে যে রকম স্টু পাওয়া যাচ্ছে তার চেয়ে ভালো। মাছ, মুর্গি এবং ছাগলের মাংসের স্বাদ এই স্টু থেকে পাওয়া যেত। হেস্টিংস বড়দিন এবং বছরের প্রথম দিনের বড় করে খাবারের আয়োজন করতেন। বড়দিন আবার বাঙালিরাও পালন করতো। তারা আবার নিউ ইয়ার্স দিবস পালন করতো। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বড়দিন এবং নিউ ইয়ার্স দিবস পালন করতেন দক্ষিণেশ্বরে। তিনি আবার বড়দিনে গির্জায় গিয়ে উপস্থিত হয়ে প্রভু যিশুর প্রার্থনায় অংশ গ্রহণ করতেন। তিনি বলতেন সব ধর্মরুরু এক। কেউ কারোর থেকে ভিন্ন নন। সবার মধ্যে একটি ঈশ্বরের অস্তিত্ব রয়েছে। লর্ড ওয়েলেসলির আমলে তৈরি হয়েছিল রাজভবন। ১৮০৩ সালে সেখানে নিউ ইয়ার্স দিবস পালন করা হয়। রানি রাসমণিকে সাহেবরা বড়দিন এবং নিউ ইয়ার্সে নিমন্ত্রণ করতো। কিন্তু তিনি যেতেন না। তবে চিঠি লিখে শুভেচ্ছা জানাতেন। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত আবার বড়দিন পালন করতেন দামী মদ পান করে। স্বামী বিবেকানঃদও বড়দিন এবং নিউ ইয়ার্স ডে পালন করতেন। কলকাতার জমিদার বাড়ির সবাই বড়দিন বা নিউ ইয়ার্স ডে'তে ঘোড়ায় চড়ে কলকাতা ময়দানে হাওয়া খেতে বের হতো বিকেল বেলায়। তখন ইডেন গার্ডেনে ব্রিটিশ সেনারা ব্যাণ্ড বাজাতো। বড়দিন মানেই কলকাতা পার্ক স্ট্রিট থেকে শুরু করে চৌরঙ্গী পর্যন্ত আলোয় ঝলমল করতো। প্রত্যেকটা হোটেলে গান বাজনা হতো সারা রাত ধরে।

খুন ১০টি কুকুর

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৬ নভেম্বর ঃ ১০টি কুকুর ছানাকে খাবারের মধ্যে বিষ মিশিয়ে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠল শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্ক এলাকায়। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। কে বা কারা মেরে ফেলল কুকুর ছানাগুলিকে তা খুঁজে বার করতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। শিলিগুড়ি পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাঘাযতীন পার্ক সংলগ্ন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র রোডে শনিবার রাত ১১ নাগাদ একাধিক কুকুরছানাকে রাস্তার এদিক ওদিক মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। ওই অবস্থায় কমপক্ষে আটটি কুকুর ছানা উদ্ধার হয়েছে। আরও দুটি কুকুর ছানা পুলিশ পরে উদ্ধার করে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, কেউ খাবারে বিষ মিশিয়ে কুকুর ছানাগুলিকে মেরে ফেলেছে। ওই ভাবে এদিক-ওদিক কুকুর ছানাগুলিকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে বাসিন্দারা খবর দেন পশুপ্রেমী সংগঠনকে। খবর দেওয়া হয় শিলিগুড়ি থানার পুলিশকেও। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ১৫টি বাচ্চা হয়েছিল একটি কুকুরের। এর মধ্যে দশটি বাচ্চা বিষ খেয়ে মারা যায়। এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, নালা থেকে ছয়-সাতটি বাচ্চা উদ্ধার হয়েছে। বাকিদের খোঁজ চলছে। নিরীহ প্রাণীদের উপর এমন অত্যাচার করা হল তার তদন্ত হওয়া দরকার। স্থানীয় পশুপ্রেমী সংগঠনের পক্ষে নীলাক্ষী বসু সংবাদমাধ্যমকে বলেন, শনিবার রাতে ফোন পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছই। এলাকাবাসীর কথা অনুযায়ী কেউ বিকেলের দিকে বাচ্চাগুলোকে খাবার দিয়েছিল। সেগুলো খেয়েই তাদের এই অবস্থা। ১৫টি বাচ্চার মধ্যে ১০টি বাচ্চা আমরা খুঁজে পেয়েছি সেগুলো মৃত। ময়নাতদন্তের পরই মৃত্যুর কারণ জানতে পারা যাবে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। বড় পদক্ষেপ করা দরকার এই ধরনের অপরাধ আটকার জন্য। এলাকাবাসীরাও চাইছেন পুলিশ তদন্ত করে দোষীদের খুঁজে বার করুক। তাদের উপযুক্ত শাস্তি হোক।

রাসের উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৬ নভেম্বর ঃ প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শুরু হল গাজোলের ২৩তম রাস উৎসব। রবিবার দুপুরে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে উৎসবের সূচনা হয়। এই শোভাযাত্রায় মায়াপুর ইসকন মন্দিরের বিদেশি ভক্তদের কীর্তনের তালে পা মেলালেন বহু মানুষ। গোটা গাজোল শহর পরিক্রমা করে আবার হাইস্কুল ময়দানে এসে শেষ হয় এই শোভাযাত্রা। এরপর মঞ্চে চলে ইসকন থেকে আগত ভক্তদের কীর্তন অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব সহ অন্যান্যরা। কীর্তন অনুষ্ঠানের পর রাধাকৃষ্ণের অস্থায়ী মণ্ডপের পর্দা উন্মোচন এবং প্রদীপ জ্বালিয়ে রাস উৎসবের উদ্বোধন করা হয়। জেলাশাসক বলেন, কালক্রমে রাজ্যের অন্যতম রাস উৎসবে পরিণত হয়েছে গাজোল রাস উৎসব। গত বছর ভার্চুয়ালি এই রাস উৎসবের উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারেও তিনি শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছেন। সরকারি সমস্ত নিয়মকানুন মেনে ১৫ দিন ধরে এখানে চলবে রাস উৎসব। এই উৎসবকে সফল করে তোলার জন্য প্রশাসনের তরফে সবরকম সহযোগিতা করা হবে। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর গাজোলের একটি অনাথ আশ্রমের শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শীতবস্ত্র দেওয়া হয়। অতিথিদের উত্তরীয় এবং স্মারক দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। আজ থেকে শুরু হওয়া রাস উৎসব চলবে আগামী ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। কীর্তন, ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান এবং নামিদামি সংগীত শিল্পীরাও আসবেন এখানে যোগ দিতে। পাশাপাশি ভক্তদের জন্য পংক্তি ভোজনের আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় ভ্রাম্যমান ট্যাবলো থাকবে। আর এই রাস উৎসব সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে গাজোল ব্লক পুলিশ ও প্রশাসন সমস্ত রকম ভাবে সহযোগিতা করছে।

বিবাদে কোপ

দুরন্ত বার্তা, ময়নাগুড়ি, ২৬ নভেম্বর ঃ শীতের সন্ধ্যায় পূর্ত দফতরের রাস্তার পাশের এক দোকানের সামনে আগুন পোহাতে গিয়ে বাঁধলো বচসা। আর সেই ঘটনায় শুরু হয় মারধর। পরে সেই মারধরের ঘটনায় ধারালো অস্ত্রের কোপ মারার ঘটনা ঘটলো। হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ময়নাগুড়ি থানায় অভিযোগ জমা করেছেন আহত ব্যক্তি। শনিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ি ব্লকের উত্তর মৌয়ামারী দাস পাড়া এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শী তারাপদ দাস বলেন, সন্ধ্যায় আমার দোকানের সামনে আগুন পোহাচ্ছিল কয়েকজন। সেই সময় মঞ্জু দাসের উপর গৌতম ঋষি নামের এক যুবক এসে মারধর করে। পরে বাড়ির আরও অনেকে এসে মারধোর করে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে মঞ্জু দাসের মাথায় আঘাত করে। আমার উপর আঘাত করার চেষ্টা করলে হাত দিয়ে প্রতিহত করি। ফলে আমার হাত কেটে যায়। শনিবার সন্ধ্যায় ঘটনার পর ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় আহতদের। এরপর প্রাথমিক চিকিৎসার পর তারা ময়নাগুড়ি থানায় অভিযোগ জমা করেন। যদিও এই বিষয়ে গৌতম ঋষির কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

গুলি করে খুন

দুরন্ত বার্তা, রানাঘাট, ২৬ নভেম্বর ঃ এক ব্যক্তিকে গুলি করে খুন করার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে। নদীয়ার চাকদহ থানার মদনপুরের গাঙ্গুলিপাড়া এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় চাকদহ থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সন্ধ্যায় গুলি চালানোর আওয়াজ শুনতে পেয়ে বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন এলাকার বেশ কিছু মানুষজন। এবং রাস্তার উপর এক ব্যক্তিকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। রবিবার মৃতদেহটি কল্যাণী জহরলাল নেহেরু মেমোরিয়াল হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ওই ব্যক্তির বুকের বাঁদিকে গুলি করা হয়েছে। যার কারণে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর। এরপর তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, মৃত ব্যক্তির নাম আকহলাক আলম (৩৫)। বাড়ি পহেলা মোড়, ডোবো জামশেদপুর, ঝাড়খণ্ড। ওই ব্যক্তির পরিবারের সাথে যোগাযোগ করার পাশাপাশি কি কারনে এই খুন বা এই ঘটনার সাথে কে কে জড়িত আছে তা জানতে বিষয়টি তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পাহাড়ের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ

অধীর চৌধুরির হাত ধরে হাত শিবিরে বিনয় তামাং

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৬ নভেম্বর ঃ শেষ পর্যন্ত গেলেন কংগ্রেসে। জিএনএলএফ, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা, তৃণমূল, সব ঘুরে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের ঘরে ঠাঁই নিলেন পাহাড়ের নেতা বিনয় তামাং। কালিম্পংয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীর হাত ধরে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন। তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই যোগদানের মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক বৃত্ত কতটা সম্পূর্ণ হল তা নিয়ে সন্দেহটা থেকেই গিয়েছে। কারণ এখানেই যে তাঁর রাজনৈতিক যোগদানের যাত্রা শেষ হয়ে গেল এমনটা নয়। তবে কি তিনি কিছুদিনের মধ্যে কংগ্রেসের হাত ছেড়ে প্রাক্তন দল তৃণমূলে যোগ দেবেন? রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, আবহাওয়ার মতোই পাহাড়ের রাজনীতি ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। আজ যিনি মোর্চায়, কাল তিনি বিজেপিতে। আর সেই বদলের প্রতীক হলেন বিনয় তামাং। ৬৪দিনের মধ্যে তৃণমূল ছেড়ে আবার তৃণমূলে যোগ দিয়ে নজির গড়েছিলেন তিনি। বিনয় তামাংয়ের রাজনৈতিক জার্নিটা বেশ অদ্ভুত। একটা সময় তিনি ছিলেন সুবাস ঘিষিং ঘনিষ্ঠ। জিএনএলএফ নেতা বলেই পরিচিত ছিলেন পাহাড়ে। এরপর তিনি বিমল গুরুংয়ের হাত ধরেন। আচমকাই বিমল-বিনয়ের জুটি গড়ে ওঠে পাহাড়ে। পরে আবার বিমল গুরুংয়ের হাত ছেড়ে তিনি যোগ দেন তৃণমূলে। সেই সময় পাহাড়ে ঘাসফুল চাষ করার জন্য তিনি একেবারে মরিয়া হয়ে ওঠেন। কিন্তু তৃণমূলের সঙ্গে তাঁর সেই মধুচন্দ্রিমা বেশি দিন থাকল না। তিনি আচমকাই তৃণমূলের সঙ্গে সখ্যতা ছিন্ন করে দেন। এরপর তিনি কোথায় যোগদান করবেন তা নিয়ে নানা জল্পনা ছড়িয়েছিল। নানা জনে নানা কথা বলতে থাকেন। তবে পাহাড়ের রাজনীতিতে বিনয় তামাং ক্রমেই প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছিলেন। তবে তৃণমূল ছাড়ার পরে বিনয় তামাং ঠিক কোন নৌকায় উঠবেন তা নিয়ে নানা জল্পনা ছড়িয়েছিল। তবে এবার তিনি হাত চিহ্নে। কিন্তু উত্তরবঙ্গে একেবারে ক্ষয়িষ্ণু কংগ্রেস। পাহাড়েও কংগ্রেসের সাইনবোর্ড খুঁজে পাওয়াটাই চাপের। শিলিগুড়ির নকশালবাড়ি-মাটিগাড়া এলাকায় কংগ্রেসের কিছু প্রভাব রয়েছে। কিন্তু পাহাড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে শেষ পর্যন্ত বিনয় কতটা সুবিধা করতে পারবেন তা নিয়ে প্রশ্নটা থেকেই গিয়েছে। তবে অনেকের মতে পাহাড়ে বিনয়ের রাজনৈতিক জমি একেবারে ধসে গিয়েছে। লোকসভার মুখে অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই তিনি কংগ্রেসকেই বেছে নিলেন। বর্তমানে পাহাড়ে বাম বা কংগ্রেস, কেউই সেভাবে নিজের সংগঠনকে শক্তিশালী করতে পারেনি। তবে বিজেপি বা রাজ্যের সরকার তৃণমূল কংগ্রেস কিন্তু নিজেদের সংগঠনের ভিত অনেকটাই মজবুত করতে সমর্থ হয়েছে। মূলত বিমলের আত্মগোপনের পর বিনয় তামাং ও অনিত থাপা অনেকটাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুড বুকে জায়গা করে জিটিএর ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিতে সক্ষম হয়েছে। তবে ২০২১ সালে তৃণমূলে বিনয়ের যোগদান ও পরবর্তীতে ২০২২ সালে তৃণমূল ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া, পাহাড় রাজনীতিতে যথেষ্টই প্রভাব পড়েছে। তাই পাহাড়ের মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে এবার কংগ্রেসে যোগদান করলেন বিনয় তামাং। রবিবার অধীর রঞ্জন চৌধুরীর হাত দিয়ে দলীয় পতাকা তুলে নেন তিনি। বিনয় তামাং জানান, বিজেপি শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতেই পাহাড়ের মানুষকে ব্যাবহার করছে। উন্নয়নের ছিটেফোঁটাও করেনি পাহাড়বাসীর জন্য। অন্যদিকে সারা দেশ এখন কংগ্রেসের উপর ভরসা রাখছে, তাই তিনি কংগ্রেসে যোগদান করলেন।

জোড়া ডিলাক্স বাস আসানসোলে

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২৬ নভেম্বর ঃ যাত্রীদের সুবিধায় নতুন বাস পরিষেবা চালু করল দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা বা এসবিএসটিসি। এবার থেকে আসানসোল-শিলিগুড়ির মধ্যে চলাচল করবে দুটি ডিলাক্স বাস। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে আরও ভালো যোগাযোগের জন্যই এই পদক্ষেপ। রবিবার আসানসোলের জিটি রোডের হটন রোড সংলগ্ন সিটি বাসস্ট্যান্ডের কাছে এক অনুষ্ঠানে সবুজ পতাকা দেখিয়ে এই বাস পরিষেবার সূচনা করেন রাজ্যের আইন ও শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক। তিনি বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসানসোলের পাশাপাশি গোটা পশ্চিম বর্ধমান জেলার জন্য সার্বিক উন্নয়ন করছেন। পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল ও দুর্গাপুরের সঙ্গে অন্যান্য জেলা এবং রাজ্যের সঙ্গে সড়কপথে আরও ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা করা হচ্ছে এসবিএসটিসির মধ্যে দিয়ে। এসবিএসটিসির চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল বলেন, বাস দু'টি আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে আসানসোল ও শিলিগুড়ির মধ্যে চলাচল শুরু করবে। আসানসোল থেকে প্রতিদিন বিকেল ৩টা ১৫ মিনিটে বাস ছাড়বে। এদিকে, শিলিগুড়ি থেকে তা ছাড়বে বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটে। বাস দু'টি দুর্গাপুর, সিউড়ি, মালদা হয়ে যাবে। তিনি আরও বলেন, সোমবার থেকে দুর্গাপুর থেকে দুর্গাপুর ও দিঘার মধ্যে নাইট সার্ভিস বাস চালু করা হবে। আন্তঃজেলার পাশাপাশি আন্তঃরাজ্যেও আরও বাস চালানো হবে। রাজ্য সরকারের পরিবহণ দপ্তরের উদ্যোগে খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা।

ঐতিহ্যের টম টম

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৬ নভেম্বর ঃ 'টম.. টম.. টম.. টম.. টম.. টম..' এই আওয়াজটি না শুনলে যেন কোচবিহার রাসমেলা বৃথা। এটি আসলে অন্যতম ঐতিহ্য বাঁশ এবং মাটির চাকার তৈরি এক বিশেষ খেলনা গাড়ি। নাম, টমটম গাড়ি। সাত পুরুষ ধরে কোচবিহারে রাসমেলাকে কেন্দ্র করে তার অন্যতম আকর্ষণ টমটম গাড়ি বানিয়ে আসছেন বিহারের কাটিহার জেলার বেশ কিছু পরিবার। চলতি বছর মেলার শুরুতেই তাদের উপস্থিতি আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলেছে ইতিমধ্যেই। কোচবিহার রাসমেলার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী খেলনা টমটম গাড়ির কারিগর। কারিগর রামানুজ বলেন, রুজি-রুটির টানে তারা কোচবিহারে এসেছেন। প্রতিবছরই আসেন। তিনি যখন প্রথম আসেন তখন ১৯৮৪ সাল। ঠাকুরদা-বাবা সকলেই আসতেন এই রাসমেলাতে। এবার তিনিও এসেছেন তার ছেলেকে সাথে নিয়ে। এ যেন আরও এক ঐতিহ্য। তাদের এই বিশেষ খেলনা গাড়ি টমটম গাড়ি রাসমেলার এক অন্যতম ঐতিহ্য। মাটির পাত্রের ওপরে আঠা লাগানো বেলুন, তার উপরে দুটি কাঠি লাগানো রয়েছে। বাঁশের বাতা দিয়ে এক অভিনব কায়দায় ওই কাটিতে চাপ পড়লে বেলুনের ওপরে শব্দ হয়, টম টম টম টম। ছোটদের তো বটেই, বড়দের কাছেও এই টমটম গাড়ি বেশ আকর্ষণীয়। দ্রব্যমূল্যের বাজারে গাড়ির দাম কিছুটা বাড়লেও কারিগরদের আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধি পায়নি। বছরের পর বছর তারা বিভিন্ন মেলায় ঘুরে অস্থায়ী তাঁবু বানিয়ে এই গাড়ি বিক্রি করেন। কোচবিহার এবিএম শীল কলেজের বিপরীতে তাদের এই অস্থায়ী বাসস্থান। কারিগরিরা জানান চলতি বছর গাড়ির দাম রাখা হয়েছে কুড়ি টাকা। ঐতিহ্য এবং ভালোবাসা মদন মোহনের রাস উৎসব, তাই এই বছরও তাদের টেনে নিয়ে এসেছে কোচবিহারে।

দেড় বছরের মধ্যে বেহাল দশা রাস্তার

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ২৬ নভেম্বর ঃ দেড় বছরের মধ্যে নির্মিত রাস্তার বেহাল দশা। ক্ষোভ বাড়ছে জনমানসে। এদিকে রাস্তার ইস্যু নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিরোধীরা। যদিও রাস্তার বেহাল দশার কথা স্বীকার করে ঠিকাদারি সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন পঞ্চায়েত প্রধান। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা প্রকল্পের অধীনে আনুমানিক এক কোটি টাকা ব্যয় করে ডালখোলা এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার হাটবাড়ি ব্রিজ থেকে হাসান পর্যন্ত দীর্ঘ আট কিলোমিটার রাস্তা পুনর্নির্মাণের কাজ করা হয়। কাজের বরাত দেওয়া হয় রায়গঞ্জের একটি ঠিকাদারি সংস্থাকে। কিন্তু নির্মাণের পর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই কঙ্কালসার চেহারা নেয় এই রাস্তাটি। রাস্তার এমন দশায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। নিম্নমানের রাস্তা তৈরির অভিযোগে তুলে সরব হয়েছেন তাঁরা। ডালখোলা শহর থেকে নিচিতপুর, শিকারপুর, আব্দুলপুর, হাসান, সূর্যাপুর সহ বিভিন্ন এলাকার বহু মানুষ নিত্যদিন যাতায়াত করেন এই রাস্তা দিয়ে। এমনকি জাতীয় সড়ক ব্যবহার না করে কানকি, সূর্যাপুর চাকুলিয়া সহ একাধিক এলাকায় এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা যায়। তার নিরিখে এই রাস্তার গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু বর্তমানে এই রাস্তার হাল এতটাই বেহাল যে চলাচলকারীদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়ে। হাটবাড়ির বাসিন্দা বিকাশ চৌধুরী জানান, কয়েকদিন আগেই এই রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু এত কম সময়ে রাস্তার যা অবস্থা, তাতে পথ চলাই দুষ্কর হয়ে পড়েছে। এতে করে স্পষ্ট যে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। স্থানীয় হিমাদ্রি সরকারের দাবি, ডালখোলা হাটবাড়ি থেকে হাসান পর্যন্ত পুরো রাস্তা বেহাল। বেশ কিছু জায়গায় দু'পাশ দিয়ে রাস্তা ধসে গিয়েছে। তার ওপর রাস্তার একপাশ দিয়ে মাটি খুঁড়ে পাইপলাইনের কাজ করা হয়েছে। এবিষয়ে ডালখোলা এক নম্বর পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা তথা হাটবাড়ি ওয়ার্ডের পঞ্চায়েত সদস্য বিজেপির দীপঙ্কর বিশ্বাস কটাক্ষ করে জানান, বর্তমান তৃণমূল নেতারা সবক্ষেত্রে কাটমানি খেয়ে কাজের মান তলানিতে ঠেকিয়েছে। এই রাস্তা দিয়ে চলাচল দুষ্কর। আগামীতে সাধারণ মানুষের স্বার্থে বিজেপি নেতা-কর্মীদের নিয়ে রাস্তা সহ বেশকিছু বিষয়ে তাঁরা আন্দোলনে শামিল হবেন বলেও জানান। যদিও রাস্তার বেহাল অবস্থার কথা স্বীকার করে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন ডালখোলা এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রার্থনা বড়ই বিশ্বাস। তাঁর বক্তব্য, এই রাস্তা শীঘ্রই মেরামত করা হবে। অন্যদিকে, এই রাস্তা নির্মাণকারী ঠিকাদারি সংস্থাকে পঞ্চায়েতের তরফে চিঠি দেওয়ার সাথে প্রশাসনিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান তিনি। তবে বিজেপির অভিযোগকে পাত্তা দিতে নারাজ তিনি। তাঁর বক্তব্য, যাঁরা এসব বলছে তাঁরা হয়তো আয়না দেখেন না, নইলে এসব বলতেন না।

পড়ছে না জল

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৬ নভেম্বর ঃ বাড়ি বাড়ি ঘটা করে বসানো হয়েছে পানীয় জলের কল কিন্তু জল কোথায়? প্রায় বছর তিনেক আগে কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ ২ নম্বর ব্লকের শালবাড়ী ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রথমখণ্ড বাঁশরাজা গ্রামে প্রত্যেক বাড়িতে ঘটা করে বসানো হয় পানীয় জলের কল। স্থানীয়দের দাবি, পানীয় জলের কল বসানো হলেও এখনও পর্যন্ত সেই কল দিয়ে এক ফোটা জলও পড়েনি। বারংবার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সহ জনপ্রতিনিধিদের জানানো হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ। টিউবলের জল পান করে অনেকেই পেটের সমস্যায় ভুগছে। এই বিষয়ে তুফানগঞ্জ ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য উত্তম কুমার বর্মন বলেন, এই বিষয়ে বিগত দিনে যিনি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ছিলেন তাকে নিয়ে আমি একাধিকবার জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর ও বিডিওর কাছে অভিযোগ জানিয়েছি। কি কারনে সমস্যার সমাধান হচ্ছে না, এর কারণটাই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

অভিযোগ জানানোর বদলে অবাঞ্ছিত বার্তালাপ

দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ২৬ নভেম্বর ঃ দিঘাকে ঢেলে সাজিয়েছে রাজ্য সরকার। পর্যটকদের মনোরঞ্জনে দিঘাকে আরও বেশি মোহময়ী করে তোলার উদ্যোগ এখনও জারি রয়েছে। দিন দিন সমুদ্রনগরীতে পর্যটকদের ভিড় বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে অভাব-অভিযোগও। সমস্যা মেটাতে প্রশাসন যে পন্থা নিয়েছে তাতেও বিশেষ সাড়া এখনও পর্যন্ত মেলেনি। উল্টে অবাঞ্ছিত কয়েকটি পদক্ষেপে অস্বস্তি বেড়েছে। দিঘায় হোটেলের রুম বুকিং হোক কিংবা রাস্তায় যানবাহনের সমস্যা কিংবা খাবারের দোকানে চড়া দাম, এসব নিয়েই বিস্তর অভিযোগ পর্যটকদের। সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে তৎপরতা নেয় দিঘা শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদ। পর্যটকদের অভিযোগ ও মতামত নিতে ১ নভেম্বর থেকে চালু হয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ পরিষেবা। ৭৫০১২৯৫০০১ নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ করে অভিযোগ জানাতে পারছেন পর্যটকরা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মাত্র ১০টি অভিযোগ জমা পড়েছে। বাকি হাই, হ্যালো, গুড মর্নিংয়ের মেসেজেই উপচে পড়ছে হোয়াটসঅ্যাপ। দিঘায় বিশেষ এই পরিষেবা চালুর মুহূর্তে দিঘা শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদের এক্সিকিউটিভ অফিসারের বদলি হয়ে যায়। মানসকুমার মণ্ডল দায়িত্বে থাকাকালীন এই পরিষেবা চালু হয়েছিল। তাঁর জায়গায় দায়িত্বে এসেছেন সৈকত হাজরা। আগের ঘোষণা মতো গত ১ নভেম্বর থেকে অভিযোগ জানাতে হোয়াটসঅ্যাপ পরিষেবা চালু হলেও তার প্রচার সেভাবে হয়নি। দিঘা শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদের অফিস চত্বরের কয়েকটি জায়গায় নম্বরটি তুলে ধরা হয়েছে। তবে এবার দিঘার জনবহুল এলাকাগুলিতেও হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরটি প্রচার করা হবে বলে জানা গিয়েছে। দিঘা শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত এক্সিকিউটিভ অফিসার সৈকত হাজরা বলেন, আমি নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। তাই কাজগুলি গুছিয়ে তুলতে একটু সময় লাগছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে পর্যটকদের সমস্যা মেটাতে একাধিক চিন্তাভাবনা করছি। গত ১ নভেম্বর থেকে ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত বেশ কিছু মেসেজ জমা হলেও অধিকাংশ হাই, হ্যালো, গুড মর্নিংয়ের। মাত্র ১০টি অভিযোগ জমা হয়েছে হোটেল ও রাস্তায় টোটো সমস্যার কথা তুলে ধরে। আমরা শীঘ্রই এই পরিষেবার বিষয়টি নিয়ে আরও বেশি করে প্রচার করব। সামনেই ডিসেম্বর মাস। বড়দিন আর ইংরেজির নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর পালা। আগামী মাসে কাতারে কাতারে পর্যটক সমুদ্রনগরী দিঘায় ভিড় জমাবেন। তার আগে পর্যটকদের স্বার্থে হোয়াটসঅ্যাপে অভিযোগ জানানোর নম্বরটি দিঘার জনবহুল এলাকাগুলিতে প্রচার করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

এলাকায় কিছু গাছের জন্য চালু করা যাচ্ছে না বার্ণপুর বিমানন্দর

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৬ নভেম্বর ঃ প্রায় ২ বছর হল বার্নপুর বিমানবন্দর তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত এই বিমানবন্দর চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ এই বিমানবন্দরের আশেপাশে রয়েছে ১৩০টি গাছ। যার মধ্যে আছে বেশ কিছু বড় গাছ। সেই গাছ কাটায় আপত্তি তুলেছেন অনেকেই। যারফলে বিমানবন্দর চালু সম্ভব হচ্ছে না। এই গাছগুলি কাটা সম্ভব হলে বিমানবন্দর চালুর পথে আর কোনও বাধা থাকবে না। তবে গাছগুলি যে জমিতে রয়েছে সেই জমির মালিকদের একাংশের দাবি, পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে নতুবা অন্য জায়গায় জমির ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এদিকে ইস্কোর বার্নপুর বিমানবন্দর চালুর বিষয়ে কেন্দ্র রাজ্যের চাপ ও আসছে। এই অবস্থায় কর্তৃপক্ষ চাইছে এবিষয়ে দ্রুত হস্তক্ষেপ করুক জেলা প্রশাসন। ইস্কোর তরফে দাবি করা হয়েছে, বিমানবন্দর চালু করার বিষয়ে দ্রুত ডিরেক্টর জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশনের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসনের কাছে নোটিশ আসবে। জানা গিয়েছে, বিমানবন্দর চালু করার জন্য মন্ত্রী মলয় ঘটক নিজেই বেশ কয়েকবার জেলা শাসক এবং অন্যান্য দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। কিন্তু, তা সত্ত্বেও গাছ কাটা নিয়ে কোনও সমস্যার সমাধান হয়নি। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, বিমানবন্দর লাগোয়া ধেনুয়া গ্রামে ওই গাছগুলি রয়েছে। যে সমস্ত জমিতে গাছ রয়েছে সেই জমির মালিকদের ইতিমধ্যে নোটিশ পাঠিয়েছে কর্তৃপক্ষ। তবে জমির কয়েকজন মালিক গাছ কাটার ব্যাপারে সম্মত হলেও অনেকেই বেঁকে বসেছেন। এই অবস্থায় ইস্কো চাইছে স্থানীয় জেলা প্রশাসন গাছ কাটার বিষয়ে পদক্ষেপ করুক। গাছ কাটা হলে বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে। তারা সবুজ সঙ্কেত দিলেই বিমানবন্দর থেকে বাণিজ্যিক বিমান চালু হবে। এ বিষয়ে আসানসোলের মহকুমা শাসক বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য জানান, বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষের নোটিশ পাওয়ার পর জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলা হবে। কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায়? তা নিয়ে আলোচনা করা হবে। তবে বনদফতরের বক্তব্য, কোনও মালিক গাছ কাটার বিষয়ে অনুমতি চাইলে তারা অনুমতি দিতে পারে। এখনও পর্যন্ত কোনও জমির মালিক গাছ কাটার জন্য তাদের কাছে অনুমতি চায়নি। অন্যদিকে, জমির মালিকদের একাংশের বক্তব্য, প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে এ বিষয়ে তাদের বৈঠক হয়েছে। তবে গাছগুলি কাটা হলে জমির দাম থাকবে না। তা ছাড়া একতলার বেশি বাড়ি করতে পারবেন না। তাই তারা চাইছেন হয় তাদের জমির বিনিময়ে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক, না হলে অন্য জায়গায় জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। কিন্তু, কর্তৃপক্ষ তাদের আবেদনে সাড়া দেয়নি। সেই কারণে তারা গাছ কাটার বিষয়ে সম্মত হচ্ছেন না।

ভুটানি মদ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৬ নভেম্বর ঃ ভুটান সীমান্ত জয়গাঁ এলাকা থেকে বিপুল পরিমান ভুটানি মদ উদ্ধার করলো জয়গাঁ থানার পুলিশ, আটক একটি গাড়িও। পুলিশ সূত্রে খবর, জয়গাঁ জিএসটি চেক পোস্ট এলাকায় জয়গাঁ থেকে আসা একটি গাড়িকে পুলিশ কর্মীরা দাঁড়াতে বললে সে সেখান থেকে পালানোর চেষ্টা করে, এরপরই পুলিশ গাড়ির পিছনে ধাওয়া করে গাড়ি আটকে তল্লাশি চালাতেই সেখান থেকে উদ্ধার হয় বিপুল সংখ্যক মদ। তবে পুলিশ তরফে জানানো হয়েছে, ২৫ কার্টুন ভুটানি মদ উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনায় গাড়ির চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় ও মদ এবং গাড়ি আটক করে জয়গাঁ থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। কিভাবে চোরাপথে ভুটান থেকে মদ আসছে তা জানতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ঝাড়গ্রাম জেলাজুড়ে হাতির তাণ্ডব

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ২৬ নভেম্বর ঃ ঝাড়গ্রাম জেলাজুড়ে হাতির তাণ্ডব অব্যাহত রয়েছে। হাতির দল কখনও পাকা ধান চাষের জমিতে গিয়ে তাণ্ডব চালিয়ে নষ্ট করছে বিঘার পর বিঘা জমির পাকা ধান। আবার কখনও খাবারের সন্ধানে লোকালয়ে ঢুকে ঘরবাড়ি ভাঙচুর করছে। সেই সঙ্গে কখনও রাজ্য সড়কের উপর, আবার কখনও আবার জাতীয় সড়কের উপর উঠে হাতির দল দাপাদাপি করছে। যার ফলে হাতির তাণ্ডবে দিশেহারা ঝাড়গ্রামের জনজীবন। ঝাড়গ্রাম ব্লকের নেদাবহড়া, কলাবনি, শিরশি, পুকুরিয়া, লোধাশুলি, মানিকপাড়া, বালিভাষা, গোবিন্দপুর, বেলতলা এলাকায় ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে হাতির দল লোকালয়ে ঢুকে তাণ্ডব শুরু করেছে। একদিকে ঠান্ডা অন্যদিকে হাতির আগমনে বিপাকে পড়েছে ঝাড়গ্রাম ব্লকের বাসিন্দারা। মাঠে পাকা ধান থাকায় আরও আশঙ্কায় ভুগছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পাকা ধানের গন্ধে হাতির এলাকায় বেশি করে হানা দেয়। তবে পাকা ধান মাঠে থাকাকালীন হাতির পাল সচরাচর গ্রামের দিকে আসে না। তবে এখন হাতিরা সেসব কিছু মানছে না। যার ফলে আতঙ্ক বাড়ছে। এদিকে ঝাড়গ্রাম ব্লকের পাশাপাশি ঝাড়গ্রাম জেলাজুড়েও হাতির তাণ্ডব অব্যাহত থাকায় হাতির হামলার আশঙ্কায় যেমন আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন গ্রামবাসীরা, তেমনি হাতির তাণ্ডবে ফসলের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন ঝাড়গ্রাম জেলার বাসিন্দারা। বনদপ্তরের পক্ষ থেকে গ্রামবাসীদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যের সময় জঙ্গল এলাকার রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে নিষেধ করা হয়েছে। হুলাপার্টির সদস্যরা সজাগ রয়েছে। তবে তার মধ্যে দিয়েও হাতিরা এলাকায় নিজেদের তাণ্ডব জারি রেখেছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer, Water Supply (West), KMC invites e-tender for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/West/W86/T-02/2023-24
Name of the work: **Development of filtered water supply at 61, 64 Garcha Road etc. & adjoining area in Ward No.-86.** Estimated amount: ₹ **4,99,180.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **17 days.** Last date of receipt/opening of tender (online): **11.12.2023 - 1 p.m./13.12.2023 - 2 p.m.**

(2) NIT No. : KMC/WS/West/W69/T-03/2023-24
Name of the work: **Improvement of F.W. supply by laying of 100 mm D.I. pipe including changing of old and worn out G.I. utility pipes at 39B and 40/2, Beltala Road Bustee and also its adjoining area in Ward No.-69.** Estimated amount: ₹ **2,99,115.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date of receipt/opening of tender (online): **11.12.2023 - 1 p.m./13.12.2023 - 1.30 p.m.**

(3) NIT No. : KMC/WS/West/W69/T-04/2023-24
Name of the work: **Improvement of F.W. supply by laying of 100 mm dia D.I. pipe including changing of old and worn-out G.I. utility pipes at Ahiripukur 1st and 2nd Lane Bustee and also its adjoining areas in Ward No.-69.** Estimated amount: ₹ **2,99,461.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date of receipt/opening of tender (online): **12.12.2023 - 1 p.m./14.12.2023 - 1.30 p.m.** The bid forms and other details are available from the websites: **https://etender.wb.nic.in** & **http://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-III, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/398/R
Name of the work: **Regular operation & maintenance of electrical system at different Ward Office, BR-Office, KMCP School, Labour Quarter, Staff Quarter, other Institution under BR-VIII.** Estimated amount: ₹ **4,86,432.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **366 days.** Last date and time of submission of bid: **04.12.2023 (6 p.m.).** Bid opening date for technical proposal on: **05.12.2023 (12 noon).** The bid forms and other details are available on and from **24.11.2023 (6 p.m.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-III/VII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/461
Name of the work: **Improvement of Bustee lighting system at R.N.C. Road and surrounding area in Ward No.-56, BR-VII.** Estimated amount: ₹ **4,21,018.50.** Earnest money: ₹ **8,500.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **04.12.2023 - 12.30 p.m.** Bid opening date for technical proposals: **05.12.2023 - 12.30 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **24.11.2023 (6 p.m.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-VII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EEC/VII/66/33/23-24/R
Name of the work: **Improvement of sewerage line at 143/93, Picnic Garden Road and surroundings in Ward No.-66.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **4,41,610.02.** Earnest money: ₹ **8,900.00.** Period of completion: **45 days.**

(2) NIT No. : KMC/EEC/VII/66/32/23-24/R
Name of the work: **Improvement of sewer line at 143/136, Picnic Garden Road and surroundings in Ward No.-66.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **4,93,191.27.** Earnest money: ₹ **9,900.00.** Period of completion: **45 days.**

(3) NIT No. : KMC/EEC/VII/63/34/23-24/R (2nd Call)
Name of the work: **Washing and painting of road side railling at Cathedral Road, Extention Cathedral Road in front of Rabindra Sadan and around ITC Park in Ward No.-63.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,59,999.55.** Earnest money: ₹ **5,200.00.** Period of completion: **30 days.**

(4) NIT No. : KMC/EEC/VII/63/35/23-24/R (2nd Call)
Name of the work: **Washing and painting of road side railling at Jawaharlal Neheru Road in Ward No.-63.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,81,476.59.** Earnest money: ₹ **5,700.00.** Period of completion: **30 days.**

(5) NIT No. : KMC/EEC/VII/56/33/23-24/BUSTEE (2nd Call)
Name of the work: **Repairing of Bustee passage at 10/H/3, 15/H/5 Bibi Bagan Lane, 1/B, 5/H/12 Motijhil Lane and its surrounding in Ward No.-56.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,49,041.79.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(6) NIT No. : KMC/EEC/VII/66/38/23-24/B
Name of the work: **Laying of new sewer line to replace surface drain (partly) near 46 Tiljala Lane Bustee in Ward No.-66.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **4,79,649.24.** Earnest money: ₹ **9,600.00.** Period of completion: **45 days.**

(7) NIT No. : KMC/EEC/VII/66/42/23-24/B
Name of the work: **Improvement of drainage system at 4 No. Topsia Road Bustee in Ward No.-66.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **4,98,678.96.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **07.12.2023 up to 12 noon (For Sl. No. 1 to 7).** Tender will be opened on: **09.12.2023 at 12 noon (For Sl. No. 1 to 7).** The bid forms and other details are available on and from **25.11.2023 (6.55 p.m) (For Sl. No. 1 to 7).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 7).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-IV, KMC invites tender online, two part bid system for the following work:

NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/227/23-24
Name of the work: **Repairing and maintenance work of street lighting arrangement at Vidyasagar 1 No., Sreecolony 1 No. & different areas in Ward No.-99, Borough-X.** Estimated amount: ₹ **4,95,866.07.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **20 days.** Last date and time of completion of bid: **07.12.2023 up to 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **28.11.2023 from 2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Director General (Mechanical)/Roads, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/ASPH/PB/TD-05/2023-24
Name of the work: **Repairing and maintenance of departmental tipper trucks (Eicher, TATA) i.e. WB03C-3039, WB03C-1278 etc. at Asphaltum Department, Palmer Bazar.** Estimated cost: ₹ **2,98,178.37.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **07.12.2023 - 1 p.m.** Bid opening date and time for technical proposal: **09.12.2023 - 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **25.11.2023 - 6 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

(2) NIT No. : ASPH/P.B/SAB-12/2023-24
Name of the work: **Re-feeding of spilled over aggregates of Slinger belt & Gathering belt of DM-50 plant at Asphaltum Department, Palmer Bazar.** Estimated cost: ₹ **4,51,383.95.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **180 days.** Last date and time of submission of bid: **09.12.2023 - 1 p.m.** Bid opening date and time for technical proposal: **11.12.2023 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **28.11.2023 at 6 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer, Water Supply (TPS), KMC invites tender online in two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/WS/TPS/56/2023-2024
Name of the work: **Improvement of illumination of pump house and chlorine plant of station number 2 at Tallah Pumping Station.** Estimated amount: ₹ **2,86,542.90.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **20 days.** Last date and time of submission of bid: **12.12.2023 up to 2 p.m.** For detail information please visit website: **https://wbtenders.gov.in**

CORRIGENDUM

(1) NIT No. : KMC/WS/WPS/02/2023-24 (2) (1) NIT No. : KMC/WS/WPS/03/2023-24 published in this Newspaper on 01.11.2023 (Key No. 890/23-24) **of Water Supply MGPS and WPS Department**. Last date and time for submission of bid (online) will be read as **12.12.2023 up to 2 p.m.** instead of 28.11.2023 up to 2 p.m. (For Sl. No. 1 and 2).

(996/23-24)

স্বাস্থ্য ও সচেতনতা

এন্ডোমেট্রিওসিস গাইনোকলজিক্যাল সমস্যা

দুরন্ত বার্তা ঃ এন্ডোমেট্রিওসিস মহিলাদের গাইনোকলজিক্যাল সমস্যার একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা। এটি প্রজনন বয়সের একটি রোগ। প্রজনন বয়সের ১০-১৫ শতাংশ মহিলা এই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন। ক্রনিক পেলভিক পেন অর্থাৎ দীর্ঘসূত্রী তলপেট ব্যথায় আক্রান্ত মহিলাদের ৭০ শতাংশেরই ব্যথার কারণ এই রোগ। বালিকা বয়স থেকে শুরু হলেও এটি অনেক সময় শনাক্ত হতে ৯-১০ বছর লেগে যেতে পারে। কারণ পেট ব্যথার জন্য তলপেটের অনেক অঙ্গই দায়ী বলে এই রোগ শনাক্ত করতে দেরি হয়।

এন্ডোমেট্রিওসিস আসলে কি ঃ জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যাভিটির বাইরে এন্ডোমেট্রিয়াল টিস্যু জন্মানোকে এন্ডোমেট্রিওসিস বলে। এটি ডিম্বাশয়, জরায়ুর পেছন, খাদ্যনালি, মূত্রথলি ও মূত্রনালি, ফুসফুসের পর্দা, নাভি, অপারেশনের কাটা জায়গা, এমনকি মস্তিষ্কেও হতে পারে। স্বাভাবিক নিয়মে জরায়ুর ভেতর মাসিকের রক্ত তৈরি হয়ে প্রতি মাসে যোনিপথে বেরিয়ে আসে কিন্তু এই রোগের ফলে এসব জায়গা থেকে মাসিকের রক্ত বের হওয়ার কোনো রাস্তা থাকে না। ফলে সেখানে প্রতি মাসিকেই রক্ত জমতে থাকে। জমে থাকা এই রক্তের সঙ্গে আশপাশের দেহকোষগুলোর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। প্রতি মাসিকে রক্ত জমে জমে ডিম্বাশয়ে থলির মতো তৈরি হয়, যাকে চকোলেট সিস্ট বলে। এ ছাড়া বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন খাদ্যনালি, মূত্রথলি, ডিম্বাশয়, ডিম্বনালি, জরায়ু সব একে অন্যের সঙ্গে লেগে থাকে। ফলে বাচ্চা হতে অসুবিধা হয়।

যাদের হতে পারে ঃ এই রোগ হওয়ার পেছনে কারণ প্রধানত অজানা। তবে দেখা যায়-

-সাধারণত ৩০ থেকে ৪০ বছর বয়সীদের বেশি হয় তবে যেকোনো বয়সেই যে কেউ আক্রান্ত হতে পারে।

-রহস্যজনক হলেও ধনী পরিবারের ও সুদর্শন নারীদের এই রোগ বেশি হয়। এর কারণ এখনো অজানা।

-কিশোরী মেয়েদের মাসিকের ব্যথা তীব্র হলে সন্দেহ করা যেতে পারে।

-যাদের মা অথবা বোনদের এই রোগের ইতিহাস রয়েছে, তাদেরও আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি।

-মাসিকের রক্ত ডিম্বনালির ভেতর দিয়ে পেটের ভেতরে পড়লেও হতে পারে।

-জেনেটিক বা বংশগত কারণেও হতে পারে।

উপসর্গ ঃ এন্ডোমেট্রিওসিসের উপসর্গগুলো নির্ভর করে কোন অঙ্গে এন্ডোমেট্রিয়াল টিস্যুগুলো সৃষ্টি হয়েছে তার ওপর। এন্ডোমেট্রিওসিসের কিছু সাধারণ উপসর্গ হলো-

-মাসিকচক্রের সময় তলপেটে বা শ্রোণি অঞ্চলে প্রচণ্ড ব্যথা (ডিসমেনোরিয়া)।

-যৌনমিলনের সময় ব্যথা (ডিসস্প্যারিওনিয়া)।

-মাসিকচক্রের সময় অস্বাভাবিকভাবে প্রচুর রক্তপাত (মেনোরেজিয়া)।

-মল-মূত্র ত্যাগের সময় ব্যথা অনুভব।

-বন্ধ্যাত্ব বা সন্তান ধারণে অক্ষমতা ইত্যাদি।

উপরোক্ত উপসর্গের কারণে অনেকেই দৈনন্দিন কাজ করতে পারে না এবং মানসিক চাপে ভুগতে থাকেন।

রোগ নির্ণয় ঃ রোগীর পুরো ইতিহাস ও সম্পূর্ণ শারীরিক পরীক্ষা (শ্রোণি অঞ্চলের পরীক্ষাও এর অন্তর্গত) সাধারণত এন্ডোমেট্রিওসিস শনাক্তকরণে সাহায্য করে। এ ছাড়া রোগটিকে নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করতে এবং এই রোগ কতটা ছড়িয়েছে তা দেখার জন্য কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়। যেমন-

ট্রান্সভ্যাজাইনাল আল্ট্রাসনোগ্রাফি ঃ এই পরীক্ষার মাধ্যমে এন্ডোমেট্রিয়াল টিস্যু শ্রোণি অঞ্চলের কোন অঙ্গে বাসা বেঁধেছে তা জানা যায়, বিশেষ করে ডিম্বাশয়ের চকোলেট সিস্ট ডায়াগনসিস আল্ট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমেই সম্ভব।

ল্যাপরোস্কপি ঃ এটি এন্ডোমেট্রিওসিস ডায়াগনসিসের জন্য উত্তম পন্থা। কারণ সরাসরি দেখে রোগটির আদি অবস্থায়ই শনাক্ত করা সম্ভব।

এমআরআই ও সিটি স্ক্যান ঃ এই পরীক্ষার মাধ্যমে ডিপ সিটেট বা গভীরে অনুপ্রবেশকারী এন্ডোমেট্রিওসিস শনাক্ত করা সম্ভব।

চিকিৎসা ঃ এন্ডোমেট্রিওসিসের বিভিন্ন চিকিৎসা রয়েছে। তবে চিকিৎসায় এই রোগ পুরোপুরি সারিয়ে তোলা যায় না। এটি একটি রিকারেন্ট ডিজিজ অর্থাৎ বারবার হতে পারে। তাই দুই ডিম্বাশয়সহ ইউটেরাস ফেলে দেওয়াই এর কার্যকর চিকিৎসা। এটি যাদের বয়স কম এবং বাচ্চা নেই বা ফ্যামিলি সম্পূর্ণ হয়নি, তাদের জন্য সম্ভব নয়। তবে নিয়ম মেনে নিয়মিত চিকিৎসা গ্রহণ করলে রোগটি যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণে থাকে। ওষুধ ও অপারেশন-এই দুই পদ্ধতিতে এই রোগের চিকিৎসা করা হয়।

ওষুধ ঃ এন্ডোমেট্রিওসিসের অন্যতম চিকিৎসা মাসিক বন্ধ করে রাখা। এটি ওষুধ সেবনের দ্বারা সম্ভব। কিছু পেনকিলার দিয়ে মাসিকের ব্যথা প্রশমিত করা যায়। তাতে যদি কাজ না হয়, তাহলে বিভিন্ন হরমোন প্রয়োগ করে মাসিক বন্ধ করে রাখা হয়। ফলে ব্যথাও হয় না এবং ধীরে ধীরে রোগটি সেরে ওঠে, সিস্ট ছোট হয়ে যায়। জন্ম নিয়ন্ত্রণের বড়ি সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও স্বল্প খরচের চিকিৎসা। এ ছাড়া আরো বিভিন্ন চিকিৎসা রয়েছে তবে এই পদ্ধতির সমস্যা হলো এগুলো জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে। এতে রোগের উপশম হয় কিন্তু চিকিৎসা চলাকালে বাচ্চা হওয়া সম্ভব নয়।

সার্জারি ঃ যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এন্ডোমেট্রিওসিসে আক্রান্ত হয়, সেগুলো ধীরে ধীরে টিউমারের আকার ধারণ করতে পারে। তখন তা অপারেশনের মাধ্যমে ফেলে দিতে হবে। অপারেশন দুই রকম।

১. রক্ষণশীল ঃ যেখানে সিস্ট ছাড়ানো হয় এবং অ্যাডহেসন ছাড়িয়ে দেওয়া হয়।

২. ডেফিনিটিভ ঃ দুই ওভারি ও জরায়ু ফেলা দেওয়া হয় (যাদের বয়স বেশি এবং বাচ্চা আছে তাদের জন্য প্রযোজ্য।

বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা ঃ যাদের এন্ডোমেট্রিওসিস আছে তাদের ৫০ শতাংশেরই সন্তান হতে অসুবিধা হয়। এদের চিকিৎসা হলো রক্ষণশীল অপারেশন। পেট কেটে বা ল্যাপারোস্কপির মাধ্যমে এটা করা যায়, তবে ল্যাপারোস্কপিই উত্তম চিকিৎসা পদ্ধতি।

এতে সন্তান না হলে টেস্টটিউব চিকিৎসা নেওয়া প্রয়োজন। রোগ বেশি জটিল পর্যায়ে গেলে অপারেশন না করে সরাসরি টেস্টটিউব চিকিৎসা করা হয়।

এন্ডোমেট্রিওসিস প্রতিরোধে করণীয় ঃ এন্ডোমেট্রিওসিস প্রতিরোধ করা না গেলেও এর জটিলতা প্রতিরোধ করা যায়। এ জন্য কিছু করণীয় হলো-

-কিশোরীদের মাসিকের সময় ব্যথা হলে অবহেলা না করে অবশ্যই একজন গাইনোকলজিস্টের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

-জন্ম নিয়ন্ত্রণের বড়ি বা প্রজেস্টারন হরমোন খেয়ে মাসিক বন্ধ করে রাখা।

-বিবাহিত মেয়েদের সন্তান নিতে দেরি না করা।

শিশুদের আদর্শ খাদ্য মাতৃদুগ্ধ

দুরন্ত বার্তা ঃ নবজাতকের বয়স ছয় মাস পর্যন্ত বুকের দুধই একমাত্র ও আদর্শ খাবার। ছয় মাস পর থেকে শিশুর পুষ্টিচাহিদা পূরণে, তথা স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য বুকের দুধের পাশাপাশি পরিপূরক খাবার খাওয়ানো দরকার। তবে দুই বছর বয়স পর্যন্ত বুকের দুধ ছাড়া অন্য কোনো দুধ বা কৌটার দুধ খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই। মায়ের দুধে সব ধরনের খাদ্য উপাদানই থাকে। এ ছাড়া জন্মের পরপর যে হলুদ রঙের শালদুধ নিঃসরিত হয়, তা নবজাতকের রোগ প্রতিরোধে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মায়ের দুধ সহজপাচ্য, বিশুদ্ধ এবং এতে রোগ প্রতিরোধকারী উপাদান থাকে বলে যেকোনো সংক্রমণের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়। মায়ের দুধ পানকারী শিশুদের হাঁপানি, শ্বাসতন্ত্রের রোগ, স্থূলতা, টাইপ-১ ডায়াবেটিস, কানের সংক্রমন, গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সমস্যা (ডায়রিয়া, বমি), সিডস (সাডেন ইনফ্যান্ট ডেথ সিনড্রোম) ইত্যাদির আশঙ্কা কম। যে মায়েরা শিশুকে বুকের দুধ পান করান, তাঁদেরও উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, স্তন ও জরায়ুর ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে। কিন্তু বাজারের যেসব শিশুখাদ্য পাওয়া যায়, সেগুলো মায়ের দুধের মতো এতটা সুরক্ষা দিতে পারে না। ফলে নানা রকম রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। নবজাতককে দুধ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখা জরুরি-

-নবজাতকের পুষ্টি নিশ্চিত করতে মাকে অবশ্যই সুষম খাবার খেতে হবে।

-প্রতিবার দুধ খাওয়ানোর আগে মাকে এক থেকে দুই গ্লাস জল অথবা তরল খাবার খেতে হবে।

-দুধ খাওয়ানোর সময় কোনো রকম তাড়াহুড়া করা যাবে না। প্রশান্ত মনে, ধৈর্যসহকারে খাওয়াতে হবে।

-বসে খাওয়াতে চাইলে মায়ের পিঠের পেছনে এবং কোলের নিচে বালিশ নিয়ে আরাম করে বসতে হবে। শুয়ে খাওয়াতে চাইলে শিশুকে মায়ের দিকে পাশ ফিরিয়ে এমনভাবে শোয়াতে হবে, যেন মা হাত দিয়ে শিশুর পশ্চাদ্দেশ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেন।

-শিশুর নাক যেন চাপে না পড়ে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

-প্রতিবার দুধ খাওয়ানোর সময় একটি স্তন থেকেই ভালোভাবে খাওয়াতে হবে। কারণ, প্রথম দিকে পাতলা এবং পরে ঘন দুধ বের হয়।

-দুই ঘণ্টা পরপর শিশুকে বুকের দুধ দিতে হবে। রাতে ঘুমানোর সময় একটানা চার ঘণ্টা বিরতি দিলেও কোনো সমস্যা নেই।

-কর্মজীবী মায়েরা কাজে থাকাকালীন শিশুর যাতে বুকের দুধের অভাব না হয়, সে জন্য সংরক্ষণ করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে কাজ থেকে ফিরে যতবার শিশুকে দুধ খাওয়াবেন, ততবার পাম্প করে ফ্রিজে দুধ সংরক্ষণ করবেন। তবে ফ্রিজ থেকে বের করে ঠান্ডা দুধ শিশুকে দেওয়া যাবে না। একটি পাত্রে গরম জলে দুধের পাত্র রেখে নেড়ে নেড়ে শিশুর খাওয়ার জন্য সহনীয় করতে হবে।

-মা যদি করোনায় সংক্রমিত হন, তাহলে ভালো করে সাবান-জল দিয়ে হাত ধুয়ে মাস্ক পরে শিশুকে দুধ পান করাবেন।

রক্তে অতিরিক্ত চর্বির কারন ও প্রতিকার

দুরন্ত বার্তা ঃ উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস ও হৃদরোগসহ আরও কিছু রোগ আছে, যার জন্য রোগীর মধ্যে তেমন কোনো উপসর্গ প্রকাশ পায় না, তেমনি একটি রোগ ডিসলিপিডেমিয়া বা রক্তে চর্বির আধিক্য। চর্বিকে ইংরেজিতে বলা হয় ফ্যাট। এই ফ্যাটকে মেডিকেলের পরিভাষায় বলা হয় লিপিড। ২০১১-২০১২ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের মধ্যে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছিল। ৬৩ হাজার ৭০৮ জনের মধ্যে ১১৭০ জনের ডিসলিপিডেমিয়া পাওয়া গিয়েছিল। অতি ঝুঁকিতে ছিল-পুরুষ ৬০ শতাংশ আর মহিলা ৪০ শতাংশ। অল্প ঝুঁকিতে ছিল-পুরুষ ৪৪ শতাংশ আর মহিলা ৬৫ শতাংশ। রোগগ্রস্ত মোটা ছিল পুরুষ ৩৯ শতাংশ আর মহিলা ২১ শতাংশ।

আমাদের দেহের রক্তের মধ্যে অনেক উপাদান রয়েছে, যার মধ্যে লিপিড (চর্বি) একটি অন্যতম উপাদান এবং শরীরের জন্য অত্যাবশ্যক। লিপিডের মৌলিক উপাদান ৪টি। এই উপাদানগুলো রক্তের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে থাকে। যদি কোনো কারণে যে কোনো একটি উপাদান বেশি অথবা কম হয়, তখনই তাকে বলে ডিসলিপিডেমিয়া। মোটা মানুষের শরীরে চর্বি বা মেদ বেশি-এটি সত্য। তাই বলে মোটা হলেই যে তার শরীরে লিপিড বেশি থাকবে-এটি সঠিক নয়। পক্ষান্তরে স্বাভাবিকের তুলনায় কম ওজনের মানুষও ডিসলিপিডেমিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে। অর্থাৎ লিপিডের পরিমাণ বেশি থাকতে পারে। অনেকের চোখের উপরের পাতা বা নিচের পাতায় চর্বি জমে ফুলে থাকে, একে বলা হয় জ্যানথেলঅ্যাজমা। রক্ত পরীক্ষা করলে তাদের রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেশি পাওয়া যায়।

রক্তে চর্বি বাড়ে কেন ঃ ডিসলিপিডেমিয়ার সঠিক কারণ আজও জানা যায়নি। জেনেটিক, বংশগত বা পারিবারিক কারণে রক্তে লিপিডের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে। কিছু রোগের কারণে যেমন-হাইপোথাইরয়ডিজম, কুশিংসিন্ড্রম, লিভার ও কিডনির বেশ কিছু রোগ, ডায়াবেটিস, দীর্ঘমেয়াদি স্টেরয়েড ওষুধ সেবন, জন্মবিরতিকরণ পিল সেবন, হরমোন থেরাপি, বেশি ক্যালোরিযুক্ত খাদ্য, চর্বিদার লাল মাংস , মদ, সফট ড্রিংক্স, শর্করাজাতীয় খাদ্য, ভাত ও আলু ইত্যাদি বেশি খাওয়া হলে রক্তে লিপিডের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে। এগুলো ছাড়াও বিষন্নতাপ্রতিরোধী ওষুধ, মানসিক রোগের ওষুধ সেবনের কারণ, সর্বোপরি অকর্মণ্য জীবনযাপন, বসে-শুয়ে থাকার কারণেও ডিসলিপিডেমিয়া হতে পারে। ভাত ও আলু ট্রাইগ্লিসারাইড বৃদ্ধি করে।

ব্রিটেনে খাদ্য তালিকায় শর্করা ৪৮ ভাগ, আমিষ ১৭ ভাগ এবং চর্বি ১৫ ভাগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আদর্শ খাদ্য তালিকায় শর্করা ৫০ ভাগ, আমিষ ১৭ ভাগ এবং চর্বি ৩৩ ভাগ হওয়া বাঞ্ছনীয়। পশ্চিমী বিশ্বে বা উন্নত বিশ্বে ওবেসিটি অর্থ-সমস্ত শরীর ফুলে যাওয়া। আমাদের দেশে ওবেসিটি অর্থ-পেট মোটা হয়ে যাওয়া। এটিকে বলা হয় সেন্ট্রাল ওবেসিটি, যা সুস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। আমাদের দেশে যার মূল কারণ শর্করাজাতীয় খাদ্য বেশি খাওয়া।

রক্তে চর্বির আধিক্য থেকে জটিলতা ঃ ডিসলিপিডেমিয়ার ক্ষতিকারক দিকগুলো হচ্ছে-স্ট্রোক (মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ), উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস, করোনারি হার্ট ডিজিজ (হৃদরোগ), অ্যাকুউট এমআই (মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন) বা হার্ট অ্যাটাক, অগ্ন্যাশয়ের সংক্রমন, পিত্তপাথর, শরীর ব্যথা, কোমর ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি। মহিলাদের ক্ষেত্রে বন্ধ্যত্ব ও অনিয়মিত ঋতুস্রাব। লিপিড রক্তনালির মধ্যে জমা হয়ে রক্তনালি সরু করার কারণে রক্ত চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যে রোগের সৃষ্টি করে তার নাম পেরিফেরাল ভাসকুলার ডিজিজ। এটিও ডিসলিপিডেমিয়ার কারণে হয়ে থাকে।

চিকিৎসা ঃ জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং খাদ্য খানার নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে। যারা ওজনাধিক্যে ভুগছেন তাদের ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। লাল মাংস বর্জন করতে হবে। চর্বিদার খাবার, ফাস্ট ফুড, সফট ড্রিংক্স বা কোমল পানীয় খাওয়া থেকে দূরে থাকতে হবে। ভাত ও আলুর পরিবর্তে যব, গম ও ভুট্টার তৈরি খাদ্য খেতে হবে। শাকসবজি, ফলমূল ও আঁশযুক্ত খাবার বেশি খেতে হবে। প্রতিদিন সকাল অথবা বিকালে ৪৫ মিনিট করে হাঁটতে হবে। শরীর থেকে ঘাম ঝড়াতে হবে, শারীরিক ও কায়িক পরিশ্রম বেশি করতে হবে। অলস এবং অকর্মণ্য জীবনযাপন না করাই শ্রেয়। রোগ নির্ণয়পূর্বক চিকিৎসা করতে হবে চিকিৎসকের পরামর্শানুযায়ী। যাদের রক্তে কোলেস্টেরল বেশি তাদের স্টেটিন এবং যাদের রক্তে টিজি (ট্রাইগ্লিসারাইড) বেশি তাদের ফেনফিব্রেট সেবন করতে হবে। নিয়মিত, পরিমিত এবং দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগের ওষুধ যারা নিয়মিত সেবন করছেন, যাদের রক্তের কোলেস্টেরল স্বাভাবিক আছে তাদেরও সারা জীবনের জন্য স্টেটিন বাড়তি সেবন করতে হয়। তবে এই ওষুধ অবশ্যই একজন রেজিস্ট্রার চিকিৎসকের পরামর্শে সেবন করা উচিত। কারণ এই ওষুধের বেশ কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। সে কারণে ডোজ বা মাত্রা একজন চিকিৎসকই নির্ধারণ করবেন।

প্রতিদিন খেতে অভ্যাস করুন ঃ আঁশযুক্ত খাবার, টাটকা শাকসবজি, ফলমূল, কলা, লেবু ও শিমজাতীয় খাদ্য, টমেটো, শশা, পেঁয়াজ, রসুন, কালোজিরা ও সামুদ্রিক মাছ ইত্যাদি।

আপনি অসুস্থ নন তার মানে এই নয় যে, আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ। উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, শ্বাসকষ্ট ও ক্যান্সার, কিডনি রোগ, ডিসলিপিডেমিয়া ও এইডস-এই রোগগুলো বিশ্বজুড়ে মৃত্যুর কারণ। এক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় আপনার এবং আপনার প্রিয়জনের জীবন রক্ষা করতে পারে।

দাঁত তোলার আগে যে সতর্কবার্তাগুলি প্রয়োজন

দুরন্ত বার্তা ঃ চিকিৎসা ব্যবস্থায় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দাঁত তোলার কারণগুলোও কমে আসছে। কারণ, বিভিন্ন রোগে দ্রুত সময়মতো চিকিৎসা নিলে দাঁত ফেলে দেওয়ার আর দরকার পড়ে না। তারপরও প্রায়ই রোগীর দাঁত ফেলতে হচ্ছে সংরক্ষণের কোনো উপায় না থাকার কারণে।

যেসব কারণে দাঁত ফেলতে হয়-

১. আক্কেল দাঁত ঃ অপেক্ষাকৃত দেরিতে ওঠে বলে মাড়ির সর্বশেষ দাঁতগুলোকে ওয়াইজডম টুথ বা আক্কেল দাঁত বলা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মাড়ি শক্ত ও দাঁতটি বাঁকা হয়ে ওঠার কারণে এই দাঁতের জায়গায় সংক্রমন হয়। মাড়িতে বড় গর্ত হয়ে যায়, অনেক সময় পাশের দাঁতও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অবস্থানগত কারণে বেশির ভাগ সময় এই দাঁতগুলো ফেলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

২. দাঁতের ধারককলা ক্ষতিগ্রস্ত ঃ প্রতিটি দাঁত চোয়ালের হাড় ও মাড়ির মাধ্যমে শক্তভাবে নিজ স্থানে আটকে থাকে। দীর্ঘমেয়াদি মাড়ির রোগ বা দাঁতের সংক্রমণ, দুর্ঘটনা, ডেন্টাল ফ্লসের পরিবর্তে টুথপিক বা ধাতব কাঠির অতিরিক্ত ব্যবহার, ক্যালসিয়ামের অভাব ও হাড় ক্ষয়, অটোইমিউন রোগ বা অন্য কোনো কারণে দাঁতের ভিত দুর্বল হয়ে অতিরিক্ত মাত্রায় নড়ে গেলে দাঁত ফেলে দিতে হয়।

৩. রুট ক্যানেল চিকিৎসা শেষ না করা ঃ দাঁতের ভেতরের মজ্জা সংক্রমিত হলে রুট ক্যানেল চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ে। এটি সময়সাপেক্ষ, জটিল ও অপেক্ষাকৃত ব্যয়বহুল। তবে এই চিকিৎসার পর ব্যথা কমে গেলে কেউ কেউ চিকিৎসাটি সম্পূর্ণ করেন না। এতে পরে দাঁতটি এমনভাবে ভাঙতে পারে যে তা সংরক্ষণ করার উপায় থাকে না।

৪. অর্থোডন্টিক চিকিৎসা ঃ আঁকাবাঁকা বা এলোমেলো দাঁতের চিকিৎসায় অর্থোডন্টিক চিকিৎসা এখন জনপ্রিয় ও নিরাপদ। এই চিকিৎসায় দাঁত ফেলার প্রয়োজন পড়তে পারে।

৫. অবহেলা ঃ দীর্ঘদিন দাঁতের ব্যথা থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসা না নেওয়া অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ সেবনে দাঁত ক্রমান্বয়ে ভেঙে যেতে পারে এবং বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে। এ ক্ষেত্রে দাঁত সংরক্ষণ কষ্টসাধ্য।

৬. অন্যান্য ঃ দাঁতের কাছাকাছি টিউমার, ক্যানসার বা চোয়ালের হাড় ভেঙে গেলে অথবা দুর্ঘটনায় বা ক্যারিজ থেকে দাঁতের শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত হলে দাঁত ফেলতে হবে।

দাঁত তোলার আগে যা করণীয় ঃ চিকিৎসককে অন্য সব যেমন ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, শ্বাসকষ্ট, রক্তরোগ, রক্তস্বল্পতা, লিভার বা কিডনির সমস্যা, অ্যালার্জি, কোনো ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার অভিজ্ঞতা, গর্ভাবস্থা, আগে কোনো অস্ত্রোপচার হয়েছিল কি না ইত্যাদি খুলে বলুন। অ্যাসপিরিন, স্টেরয়েড ইত্যাদি ওষুধ সেবন করলে জানান। বিষয়গুলো স্পষ্ট না হলে অ্যানেসথেসিয়া ও দাঁত তোলা থেকে বড় ধরনের জটিলতা তৈরি হতে পারে। এর মধ্যে অতিরিক্ত রক্তপাত, অচেতন হয়ে পড়া, রক্তচাপের ওঠানামা, অ্যালার্জি, ক্ষত না শুকানো ইত্যাদি অন্যতম। যদি রক্তচাপ বা রক্তের শর্করা অনিয়ন্ত্রিত থাকে, তবে আগে এগুলো নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। কোনো ওষুধ বন্ধ করার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

দাঁত তোলার পর করণীয় ঃ চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ওষুধের নাম, মেয়াদ, মাত্রা বা ডোজ, সময়ের ব্যবধান ঠিকমতো জেনে সঠিকভাবে অনুসরণ করুন। সঠিকভাবে ওষুধ সেবন না করলে উল্টো ক্ষতি হতে পারে। এ ছাড়া আরও কিছু বিষয় মেনে চলতে হবে-

-দাঁত তোলার পর গজ বা তুলা এক ঘণ্টা বা নির্দেশমতো কামড় দিয়ে রাখতে হবে।

-প্রথম ছয় ঘণ্টা গরম ও শক্ত খাবার গ্রহণ না করাই ভালো। কুলি না করাই উচিত।

-২৪ ঘণ্টা পর থেকে উষ্ণ জলে লবণ মিশিয়ে কুলি করা যেতে পারে।

-ডায়াবেটিস, রক্তচাপ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

-যেকোনো প্রয়োজন বা অস্বাভাবিকতায় দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

পরিচিত এক সমস্যা ঘাড়ের ব্যথা

দুরন্ত বার্তা ঃ বর্তমান সময়ে ঘাড় ব্যথা পরিচিত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেকোনও বয়সেই এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। বেশি সময় ধরে মোবাইল, কম্পিউটার বা ল্যাপটপের সামনে বসে থাকার কারণেই সাধারণত এই সমস্যা দেখা দেয়। আবার ঘাড়ের মাংসপেশিতে টান ধরা, শিরদাঁড়ায় হাড়ের অসুখ, আর্থ্রাইটিস, সারভাইকাল স্পন্ডিলসিস, ইত্যাদি অসুখ থেকেও ঘাড়ের ব্যথা হতে পারে। ঘাড় ব্যথা এতটাই অস্বস্তিকর যে, একবার শুরু হলে গোটা দিনটাই নষ্ট হয়ে যায়। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, ঘাড় ব্যথা চিকিৎসার মূল কৌশল হল ব্যায়াম, ধ্যান এবং সঠিক শারীরিক অঙ্গবিন্যাস। ঘাড় ব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কিছু ঘরোয়া পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন। যেমন-

ম্যাসাজ ঃ ঘাড়ের ব্যথা কমাতে ম্যাসাজ একটি চমৎকার ঘরোয়া উপায়। ব্যথা দেখা দিলেই নারকেল তেল অথবা অলিভ অয়েল হালকা গরম করে ঘাড় ও কাঁধে মেখে নিন। এবার ম্যাসাজ করুন। এভাবে ১০ মিনিট ম্যাসাজ করুন। এটি ব্যথা কমাতে সাহায্য করবে।

আইস প্যাক ঃ ঘাড়ে ব্যথা দেখা দিলেই আইস প্যাক লাগাতে পারেন। কারণ ঠান্ডা তাপমাত্রা ব্যথা কমাতে এবং ব্যথা নিরাময়ে সহায়তা করে। বরফের টুকরা গ্লাসে বা প্যাকেটে ভরে ব্যথা আক্রান্ত স্থানে দিতে পারেন। আবার তোয়ালেতে কিছু বরফের কিউব রেখে ব্যথার জায়গায় ঘষতে পারেন। এভাবে সারাদিনে দুই থেকে তিন বার করে ১৫ মিনিটের জন্য দিতে থাকুন। এতে আস্তে আস্তে ব্যথা কমবে।

লবণ জলে স্নান ঃ মাংসপেশি টান ধরা থেকে যদি ঘাড়ের ব্যথা হয়ে থাকে, তবে গরম জলে 'এপসম সল্ট' মিশিয়ে স্নান করতে পারেন। এই 'এপসম সল্ট'-এ থাকা সালফেট ম্যাগনেসিয়াম মাংসপেশিতে শিথিল করে ফোলা এবং ব্যথা কমাতে সহায়তা করে। এছাড়াও মানসিক চাপ কমাতে এবং রক্ত সঞ্চালন ভালো করতেও সাহায্য করে।

হাইড্রোথেরাপি ঃ ঘাড়ের ব্যথার জন্য খুবই কার্যকর ঘরোয়া উপায় হচ্ছে হাইড্রোথেরাপি। বাথরুমের শাওয়ার বা ট্যাপের নিচে এই পদ্ধতি খুব সহজেই করা যায়। প্রথমে শাওয়ারের হালকা গরম জল দিয়ে ঘাড়ের ব্যথার জায়গায় ৩ থেকে ৪ মিনিটের জন্য দিতে থাকুন। এরপর ৩০-৬০ সেকেন্ড ওই একই জায়গায় ঠান্ডা জল ঢালতে থাকুন। ১৫ মিনিটের জন্য একইভাবে পদ্ধতিটি অনুসরণ করুন। এতে ধীরে ধীরে ব্যথা কমে যাবে।

অ্যাপেল সিডার ভিনেগার ঃ অ্যাপেল সিডার ভিনেগারে থাকা শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য কাঁধ ও ঘাড়ের ব্যথাসহ শরীরের যেকোনও ব্যথা থেকে দ্রুত মুক্তি দিতে পারে। গরম জলে ভিনেগার মিশিয়ে ব্যথার স্থানে ম্যাসাজ করুন অথবা এই ভিনেগারে একটি তোয়ালে ভিজিয়ে ব্যথার জায়গায় রাখুন। আবার ভিনেগার ও মধু জল মিশিয়ে খেলেও উপকার পাবেন। দিনে দু'বার এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে উপকার পাবেন।

হলুদ ঃ হলুদে থাকা অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান ঘাড়ের ব্যথা কমাতে সহায়তা করে। এছাড়াও, হলুদ রক্ত সঞ্চালন উন্নত করতেও সহায়তা করে। নারকেল তেলের সঙ্গে হলুদ মিশিয়ে ব্যথার জায়গায় মিশ্রণটি লাগান। এটি ব্যথা কমাতে সহায়তা করবে। আবার এক গ্লাস দুধে এক চা চামচ হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে গরম করে নিন এবং অল্প পরিমাণে মধু যোগ করে এই মিশ্রণটি দিনে দু'বার পান করুন। এটাও ব্যথা কমাতে ভূমিকা রাখবে।

ঘাড়ের ব্যায়াম ঃ ঘাড়ের এমন কিছু ব্যায়াম আছে যা ঘাড়ের ব্যথা কমাতে সহায়তা করে। ঘাড়ের ব্যায়াম করার আগে মাংসপেশিকে প্রসারিত করতে গরম সেঁক দিয়ে দিন। এরপর আপনার ঘাড়টি বৃত্তাকার গতিতে একবার ক্লক ওয়াইজ এবং আবার অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজভাবে ঘোরান। এবার ঘাড়টি আস্তে আস্তে পিছনে এবং সামনে, আবার একবার ডান পাশ ও একবার বাম পাশে ঘোরান। এভাবে ১৫ মিনিট করে দিনে ৩-৪ বার করুন। এটি ব্যথা কমাতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

চুল ওঠার সমস্যা থেকে রেহাই পেতে

দুরন্ত বার্তা ঃ চুল পড়া নিয়ে দুশ্চিন্তা করলে, চুল পড়া আরও বেশি বেড়ে যায়? তাই চুল পড়া রোধ করতে হলে প্রথমেই রোধ করতে হবে দুশ্চিন্তা। চুল মানুষের সৌন্দর্যের একটা বড় মাপকাঠি। তাই চুল নিয়ে আমাদের আবেগটাও বেশি। ঠিক এ কারণেই চুল পড়লে বা মাথায় টাক পড়ে গেলে অনেকেই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। চুলের অতি সাধারণ কিছু যতঙ্ক, বিশেষ করে ঘুমানোর আগে কিছু কাজ নিয়ম করে করলে চুল পড়া রোধ করা যায় অনেকখানি।

চুল পরিষ্কার রাখুন ঃ চুল পড়া রোধের প্রথম শর্ত হলো চুল পরিষ্কার রাখা। তাই সারাদিন বাইরে ধুলো-ময়লার ভেতর থাকার পর অবশ্যই বাড়ি ফিরে চুল পরিষ্কার করা উচিত। সকালে বা দিনের বেলা সম্ভব না হলে রাতের স্নানের সময় শ্যাম্পু করুন। প্রতিদিন ব্যবহারের জন্য মাইল্ড শ্যাম্পু ব্যবহার করুন। ঘুমানোর আগে অবশ্যই চুল শুকিয়ে ঘুমাবেন।

চুল আঁচড়ান ঃ বাইরে থেকে ফেরার পর যদি চুল ধোয়া সম্ভব না হয় তাহলে প্রথমে চিরুনি দিয়ে চুল ভালো করে আঁচড়ে জট ছাড়িয়ে নিন। এর পর চিরুনি জলে ভিজিয়ে নিয়ে তারপর চুল আঁচড়ান। চুলে আটকে থাকা আলগা ধুলো চিরুনির সঙ্গে উঠে আসবে। আবার চিরুনি ধুয়ে নিয়ে একইভাবে চুল আঁচড়ান।

চুল বেঁধে ঘুমান ঃ মানুষের গড়ে প্রতিদিন ১০০টা পর্যন্ত চুল পড়ে যেতে পারে। এবং বেশির ভাগ চুল পড়ে যায় রাতের বেলা, বালিশের সাথে চুলের ঘষা লেগে। রাতে চুল বেঁধে ঘুমান, বিশেষ করে যাদের বড় চুল। তাহলে চুল কম পড়বে। অনেকেই আছেন যারা চুল বেঁধে ঘুমাতে পারেন না, অস্বস্তিবোধ করেন। আবার অনেকের মাইগ্রেন আছে বলে চুল বেঁধে ঘুমালে মাথাব্যথা করে। যাদের চুল বেঁধে ঘুমাতে সমস্যা তারা ঘুমাতে যাওয়ার আগে চুল ভালো করে আঁচড়ে নিন। চুলে জটা থাকলে চুল পড়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

চুল শুকনো রাখুন ঃ যারা অতিরিক্ত ঘামেন তাদের চুল পড়ে যায় বেশি। এমনভাবে ঘুমান যাতে ফ্যানের বাতাস মাথায় লাগতে পারে। রাতে মাথার ত্বক ঘামলে চুলের গোড়া দুর্বল হয়ে যায় এবং চুল আরও বেশি পড়ে যায়। স্নানের পর এক মগ জলে ৩ চা চামচ গোলাপজল মিশিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন। এতে চুলের গোড়া কম ঘামবে।

তেল লাগান ঃ পরের দিন ঝরঝরে চুল পেতে চাইলে আগের দিন রাতে চুলে তেল লাগান এবং পরদিন শ্যাম্পু করুন। অলিভ অয়েল বা নারকেল তেল কুসুম গরম করে চুলের গোড়ায় লাগান। আলতো হাতে মাসাজ করুন। এতে ঘুম যেমন ভালো হবে তেমনি মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন ভালো হওয়ায় শ্যাম্পু করার সময় চুলও পড়বে কম।

প্রশ্নোত্তর

পাঠকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। আপনারাও প্রশ্ন পাঠান। আমাদের চিকিৎসকরা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন ঃ শীতকাল এলে আমার সাইনাসের সমস্যা বাড়ে। এর থেকে রেহাই পেতে কি করতে হবে?

উত্তর ঃ শীতকালে সাইনাসের সমস্যায় ভোগেন অনেকেই। সাইনাস ইনফেকশন হলো একটি নাকের সমস্যা। অ্যালার্জি বা ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ বা সর্দির কারণে হয়ে থাকে এই সমস্যা। শীতকালের সময় এই সমস্যা আরো বেড়ে যায়। সাইনাসের কারণে শরীরে মিউকাস বৃদ্ধি পেতে থাকে। যার কারণে মাথাব্যথা ও শ্বাস নিতেও অসুবিধা হয়। তবে বেশ কিছু ঘরোয়া পদ্ধতিতে এই সমস্যা থেকে মুক্তি মিলতে পারে। যেমন, বেশি করে জল খান। দেহে জলের অভাবে সাইনাসের সমস্যাগুলো আরো বেড়ে যায়। আপনার যদি সাইনাসের সমস্যা থাকে তবে সর্বদা নিজেকে হাইড্রেটেড রাখুন। এর জন্য প্রচুর পরিমাণে জল, চিনি ছাড়া চা পান করুন। এতে দেহ থেকে মিউকাস বের হয়ে যায়। যাঁদের সাইনাসের সমস্যা রয়েছে তাঁদের উচিত অ্যালকোহল এবং ধূমপান থেকে দূরে থাকা। এই সময় ভিটামিন এ জাতীয় খাবার খান। আইসক্রিম, পনির এবং দই জাতীয় জিনিস এড়িয়ে চলাই ভালো। এ ছাড়াও গোলমরিচ এই সাইনাসের জন্য খুব উপকারি। অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি এবং অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা সর্দি দূর করতে সহায়তা করে। আপেল সিডার ভিনেগার এবং লেবুর রসও উপকারী হয়। সাইনাসের খুব সাহায্য করে গরম ভাপ। এক পাত্র জল ৩ ফোঁটা পিপারমিন্ট তেল, ৩ ফোঁটা রোসমেরি তেল, ২ ফোঁটা ইউক্যালিপটাস তেল দিয়ে হালকা তোয়ালে দিয়ে মুখ ঢেকে ভেপার নিন। এটি নাক খুলতে সাহায্য করে। অনেকটা আরাম বোধ করবেন। আপনি যদি চাপ্রেমী হন তাহলে হলুদ এবং আদা চা খেতে পারেন। হলুদে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি গুণ রয়েছে। হলুদ ও আদা চা মিউকাস কমাতে সহায়তা করে এবং এটি বন্ধ নাকও খোলে। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় হলুদ এবং আদা চা-এর ব্যবহার রয়েছে। এ ছাড়াও এক চা চামচ মধুর সঙ্গে মেশানো আদার রস দিনে ২-৩ বার খাওয়া যেতে পারে। অ্যাপল সিডার ভিনেগার সাইনাসে প্রাকৃতিক প্রতিকার হিসেবেও কাজ করে। এক কাপ গরম জলে ৩ টেবিল চামচ আপেল ভিনেগার দিয়ে খেলে সাইনাসের চাপ কমে যায়। লেবু ও মধু দিয়েও খাওয়া যেতে পারে। শীতের এই সময়টিতে গরম গরম স্যুপ খেতে পারেন। গরম স্যুপ দেহের এই সমস্যা দূর করতে সহায়ক।

প্রশ্ন ঃ আমি ডায়াবেটিসের রোগী। দুবেলা ইনসুলিন নিই। মাঝেমধ্যে দুপুরের দিকে সুগার নেমে যায়। তখন বুক ধড়ফড় করে, ঘাম হয়, মাথা হালকা হয়ে যায়। এ জন্য প্রায়ই চিনি খেতে হয়। তারপর আবার সুগার বেড়ে যায়। এ থেকে পরিত্রাণ কী?

উত্তর ঃ সুগার কমে যাওয়া বা হাইপোগ্লাইসেমিয়া হওয়ার কারণটি আগে দূর করুন। সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণে না খাওয়া এর অন্যতম কারণ। যাঁরা ইনসুলিন নেন, তাঁদের দিনে অন্তত ছয়বার খাবার গ্রহণ করা উচিত। সকালে জলখাবারের পর ১১টা থেকে ১২টায় ফল বা হালকা খাবার খাবেন, তাহলে দুপুরে সুগার অতিরিক্ত কমে যাবে না। আবার বিকেলে ও শোবার সময় আরও দুবার খাবার খাবেন। দুপুরের দিকে হাইপো হলে আপনার চিকিৎসককে বলে সকালের ইনসুলিনের মাত্রা একটু কমিয়ে নিতে পারেন। আবার কিছু আধুনিক ইনসুলিন আছে যাতে হাইপো কম হয়, সেগুলো নিতে পারেন। কিডনি ও যকৃতের সমস্যায় বারবার হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়। এগুলো পরীক্ষা করে নিন। মনে রাখবেন বারবার হাইপোগ্লাইসেমিয়া হওয়া ভালো নয়। এতে মস্তিষ্কের নিউরনের ক্ষতি হয়, স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয় আর হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে। পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনা হতে পারে। হাইপোগ্লাইসেমিয়া যাতে না হয়, সেদিকে নজর দিন।

প্রশ্ন ঃ দীর্ঘ ১১ বছর ধরে আমার ডায়াবেটিস। মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে থাকে, তবে মাঝেমধ্যে ১০ মিলিমোলের বেশি হয়। আমার সমস্যা রাতের বেলা পায়ের তলা জ্বলে ও ঝিঁঝিঁ করে। পা কামড়ায়। সমাধান কী?

উত্তর ঃ এর নাম ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি। দীর্ঘদিনের ডায়াবেটিস থেকে হাতপায়ের স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে এমন ঘটে। এ থেকে রেহাই পেতে হলে অবশ্যই আপনাকে সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। তিন মাসের গড় এইচবিএ১সি ৭-এর কম হলে বুঝবেন নিয়ন্ত্রণে আছে।

বক্সিংয়ে সোনাজয়

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৬ নভেম্বর ঃ আন্তঃরাজ্য বক্সিং প্রতিযোগিতায় সোনা পেল পুরাতন মালদার যুবক রকি শেখ (২৪)। তার বাড়ি পুরাতন মালদা পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের মঙ্গলবাড়ী পাড়ামাসুন্দি এলাকায়। ওই যুবকের এই সাফল্যের পর রবিবার দুপুরে তার বাড়িতে যান পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ সহ বিভিন্ন কাউন্সিলররা। রকি শেখকে সংশ্লিষ্ট পুরসভার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত সপ্তাহে নিউ আলিপুরদুয়ারের জয়গাঁওতে ১৩টি রাজ্য নিয়ে একটি বক্সিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। মালদা থেকে মোট পাঁচজন প্রতিযোগী ওই আন্তঃরাজ্য বক্সিং প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। যার মধ্যে পুরাতন মালদার রকি শেখও ছিলেন। ৬০ কিলো ওজনের বক্সিং প্রতিযোগিতার ইভেন্টে সোনা পেয়ে বিভিন্ন রাজ্যকে পিছনে ফেলে দেন পুরাতন মালদার যুবক রকি শেখ। বক্সিং প্রতিযোগিতায় সফল হওয়ার পর এদিন রকি সেখ জানিয়েছেন, তার মালদার কোচ বলাই ভট্টাচার্যের প্রশিক্ষণেই এই সাফল্য এসেছে। নিউ আলিপুরদুয়ারে ১৩টি রাজ্য নিয়ে আন্তঃরাজ্য বক্সিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে ৬০ কিলো ওজনের ইভেন্টে সোনার পদক পেয়েছি, এতে খুবই ভালো লাগছে। আগামীতে, জাতীয় স্তরে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চাই। তার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সেব্যাপারে এদিন পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যানকে জানিয়েছি। পাশাপাশি প্রশাসনের কাছেও আবেদন জানাচ্ছি আর্থিক দিক দিয়ে যদি সহযোগিতা পাই। পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ জানিয়েছেন, মালদার নাম উজ্জ্বল করেছে রকি। ওকে সংবর্ধনা জানিয়েছি। তার এই প্রচেষ্টায় খুব ভালো লেগেছে। রাজ্যের মধ্যে একটি ইভেন্টে ওই ছেলেটি সোনা জয় করেছে। আমরা গর্ববোধ করছি ও রকিকে আগামীতে সব রকম ভাবে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছি।

সংবিধান দিবস

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৬ নভেম্বর ঃ ৭৪তম সংবিধান দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত পাকুয়াহাটে। দ্যা আম্বেদকর মিশন অফ ইন্ডিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট এর উদ্যোগে দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের স্কলারশিপ প্রদান করা হয় ওই সংগঠনের পক্ষ থেকে। জানা গেছে রবিবার দুপুর বেলা পাকুয়াহাট বিএড কলেজ অডিটোরিয়ামে দ্য আম্বেদকর মিশন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে এদিন প্রথমে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠান শুরু হয় ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে এক আলোচনা সভা করা হয়। শেষে দুঃস্থ মেধাবী ৫ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে স্কলারশিপ প্রদান করা হয় ওই সংগঠনের পক্ষ থেকে। এদিন এখানে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর জে.সি মন্ডল সহ আরও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গরা।

দাবা প্রতিযোগিতা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৬ নভেম্বর ঃ ২৭ ডিসেম্বর থেকে জলপাইগুড়িতে আয়োজিত হতে চলেছে আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতা। বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিযোগিরা এই খেলায় অংশগ্রহণ করবে। জলপাইগুড়ি চেস অ্যাকাডেমির উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। এই উপলক্ষে রবিবার সকালে জলপাইগুড়ি শহরে জলপাইগুড়ি জেলা দাবা একাডেমির উদ্যোগে একটি র‍্যালির আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতা চলবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

পূর্ব বর্ধমান জেলায় একের পর এক 'বাক্যবান' তৃণমূলের

বিধায়কের পর এবার জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকি ব্লক সভাপতির

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৬ নভেম্বর ঃ কথায় আছে 'একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর!' শনিবার পূর্ব বর্ধমানের ভাতার বিধানসভার বিধায়কের হুমকির পর এবার সিপিএম কর্মীদের জ্বালিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি ব্লক সভাপতির। শনিবার পূর্ব বর্ধমানের ভাতার বাজারে তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিল শেষে ভাতারের বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারী হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন বদল নয়, এবার বদলা নেব। আর তার ২৪ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই ভাতার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বাসুদেব যশের হুমকি, কোথাও একটা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী যদি আক্রান্ত হয়, তাহলে এক ঘন্টার মধ্যে সেখানে জ্বালিয়ে দেবো। রবিবার দুপুরে ভাতারের সাহেবগঞ্জে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভায় উপস্থিত ছিলেন ব্লক সভাপতি বাসুদেব যশ। তিনি দলীয় কর্মীদের সামনেই বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন, সহ্যের একটা সীমা আছে। ৩৪ বছর ধরে অনেক সহ্য করেছি। আমি তিন তিনবার এই সাহেবগঞ্জের বুকে মার খেয়েছি। আমিও কোনরকমে প্রাণে বেঁচেছি। আমরা মানুষের সঙ্গে আন্তরিক ভাবে মেলামেশা করি ও করবো। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি এই সাহেবগঞ্জ অঞ্চলে ও ভাতার ব্লকের বেশ কয়েকটি জায়গা উত্তপ্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি এটা মেনে নেব না। আমরা জানি কিভাবে তা ঠাণ্ডা করতে। আমাদের বিধায়ক বলেছেন আমরা রাস্তায় আছি। কোথাও অশান্তি, দাঙ্গা চাই না। ৩৪ বছর ধরে লড়াই করে আজ এই জায়গায় পৌঁছেছি। আমরা শান্তি চাই। কিন্তু কেউ অশান্তি করলে তার ওষুধ আমাদের জানা আছে। আমরা সেটা প্রয়োগ করবো। উল্লেখ গত বৃহস্পতিবার ডিওয়াইএফআই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ইনসাফ যাত্রা হয় ভাতারে। তার প্রতিবাদে শনিবার বিকেলে বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারীর নেতৃত্বে মিছিল করা হয়। সেখানে তিনি বলেন, এবার আর বদল নয়, বদলা চাই। আর রবিবার আরও একধাপ উঠে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বলেন,জ্বালিয়ে দেবো। ভাতার তৃণমূল ব্লক সভাপতির এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে সিপিএমের রাজ্য কমিটির

সদস্য অচিন্ত মল্লিক জানিয়েছেন, তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ গন্ডগোলের জন্যেই এ কথাবার্তা উঠে আসছে। তৃণমূল তো গত ১২ বছর ধরেই বদলা নিচ্ছে বা হিংসার রাজনীতি করে আসছে। ২০০ এর উপর বাম কর্মীকে তারা খুন করেছে, প্রায় ১ লক্ষের উপর দলীয় কর্মীর নামে মিথ্যা কেস দেওয়া হয়েছে, ভোটের পর প্রায় হাজার খানেক কর্মী ঘরছাড়া হয়েছিল, তাদের প্রচুর টাকা জরিমানা দিয়ে নিজের ঘরে ফিরতে হচ্ছে। এই রাজ্যে তৃণমূলের পাহাড়প্রমান দুর্নীতি ধরা পড়েছে বলে মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। আজ মানুষ তৃণমূলের বিরুদ্ধে সংগঠিত হচ্ছে। সিপিএমের বিভিন্ন মিছিল-মিটিংয়ে মানুষের ব্যাপক ভিড় হচ্ছে। যা দেখেই তৃণমূলের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। তারা ভয় পাচ্ছে। ভয় থেকেই তারা উল্টো পাল্টা কথা বলছে এবং মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে বলে দাবী অচিন্ত বাবুর।

গঙ্গারামপুর-বুনিয়াদপুর রেলস্টেশনের একাধিক কাজের সূচনা করলেন সুকান্ত

দুরন্ত বার্তা, গঙ্গারামপুর, ২৬ নভেম্বর ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর ও বুনিয়াদপুর রেল স্টেশনের একাধিক উন্নয়নমূলক কাজের সূচনা। রবিবার এই কাজের শিলান্যাস করলেন বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সুকান্ত মজুমদার ছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিআরএম কাটিহার সুরেন্দ্র কুমার, গঙ্গারামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়, তপন বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক বুদরাই টুডু সহ একগুচ্ছ বিজেপি নেতৃত্ব। জানা গিয়েছে, প্রায় ১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে গঙ্গারামপুর রেলস্টেশনকে। এর মধ্যে রয়েছে, স্টেশনের সৌন্দর্যায়ন, প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ, লুপ লাইন, ফুট ওভারব্রিজ এবং পুনর্ভবা নদীর ওপর ফুট ব্রিজের। গঙ্গারামপুর ছাড়াও বুনিয়ানপুর রেল স্টেশনকে সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে রেল। এখানেও কয়েক কোটি টাকা ব্যায়ে হবে প্ল্যাটফর্ম, ফুট ওভারব্রিজ, স্টেশনের সৌন্দর্যায়ণ সহ একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ। আগামী চার থেকে পাঁচ মাসের মধ্যে এই সমস্ত কাজ

সম্পন্ন হবে। এদিন এই সমস্ত কাজের শিলান্যাস করেন সুকান্ত মজুমদার। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুকান্ত মজুমদার বিগত পাঁচ বছরে রেলের উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন। এদিন তিনি বলেন, গত পাঁচ বছরে বালুরঘাট নবদ্বীপ ট্রেন চলাচল, ট্রেনের অত্যাধুনিক সিগন্যালিং ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিকরণ, সিক লাইন, পিট লাইনের কাজ, বালুঘাট-হিলি রেল প্রকল্পের একাধিক কাজ হয়েছে। পাশাপাশি আগামী দিনে জেলার রেল পরিকাঠামোর আমূল পরিবর্তন ও উন্নয়ন করা হবে বলে জানান সাংসদ। বাড়ানো হবে ট্রেনের সংখ্যাও। জেলাবাসীর দাবি মেনে প্রতিটি কাজের জন্য রেলমন্ত্রীর কাছে দরবার করেছিলেন। সেই আবেদনে রেলমন্ত্রী সারা দিয়েছেন বলেই গঙ্গারামপুর ও বুনিয়াদপুর স্টেশন সাজানোর কাজ শুরু হল। জেলায় নতুন রেল চলাচল প্রসঙ্গে এদিন সুকান্ত মজুমদার জানান, শিয়ালদা রেল স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। ফলে আমাদের নতুন রেল চলাচলের সূচনা করতে অসুবিধা হচ্ছে। গৌড় লিংক চালাতেও সমস্যা হচ্ছে। আমরা রেলমন্ত্রীর কাছে বালুরঘাট-শিয়ালদা সরাসরি ট্রেনের দাবি করেছি। আশা করছি খুব দ্রুত সেই ট্রেন চালু হবে। নতুন ট্রেন চালু হলে গৌড় এক্সপ্রেসের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান হবে।

ধান চাষে জৈব সার ব্যবহারে উৎসাহ

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ২৬ নভেম্বর ঃ রাসায়নিক সার ব্যবহার করে ফলন বেশি হলেও তা শরীরের জন্য যথেষ্ট ক্ষতিকারক। তাই খাদ্যশস্যের ফলনে রাসায়নিক নয়, জৈব সার ব্যবহারের দিকে চাষীভাইদের উৎসাহিত করছেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা। জৈব সার প্রয়োগ করে দেশি ধান চাষ ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে উত্তর দিনাজপুরে। তুলাইপাঞ্জি, বহুরূপী, পারিজাত, ড্যাঙ্গা, বাঁশফুলের মত দেশী ধানের ফলনও ভালো হচ্ছে বলে দাবী চাষীদের। সারা দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগ্রহ করা প্রায় ৬৪০ প্রজাতির ধান নিয়ে রায়গঞ্জে গবেষনা করছে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। রাসায়নিক সারের বদলে নিজেদের তৈরি জৈব সার ব্যবহার করে চাষীরা ফসল ফলানোর পাশাপাশি বীজ সংরক্ষণ করতে পারছেন। যার ফলে লাভের মুখও চাষীরা দেখতে পারছেন বলে দাবি তাদের। রায়গঞ্জ সহ দুই দিনাজপুরের পাশাপাশি সারা দেশে সরকারি সহযোগিতায় চাষীদের দেশী ধানের বীজ সরবরাহ করার উদ্যোগ শুরু হয়েছে বলে ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফ থেকে জানানো হয়েছে। রায়গঞ্জ ব্লকের হাতিয়া গ্রামে এই ৬৪০ প্রজাতির ধান নিয়ে গবেষনা চলছে। ক্রমিক নম্বর তৈরি করে বিভিন্ন প্রজাতির ধান গাছগুলোকে শনাক্ত করা হয়েছে। সেই ধান গাছ থেকে ধান সংগ্রহ করে সেগুলো থেকে বীজ তৈরি করার কাজ করছে ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রজাতির ধানগুলো কৃষকরা কিভাবে চাষ করবেন সে বিষয়েও প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। রাসায়নিক ব্যবহার না করে জৈব সার প্রয়োগে কৃষকরা বেশ লাভের মুখ দেখছেন বলে জানান কৃষক মনমোহন চন্দ্র দাস। অন্যদিকে এই ৬৪০ প্রজাতির ধান চাষ নিয়ে ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য চিন্ময় দাস জানান, দেশী ধানের ফলন কম বলে যে প্রচলিত কথা শোনা যায় তা ভুল প্রমাণ করতে এখানে জৈব সার প্রয়োগে দেশী ধানের ফলন ও বীজ সংরক্ষণের কাজ চলছে। রাসায়নিক সার দিতে হবে না বলে এই ধান চাষে খরচ কম। পাশাপাশি এর থেকে বাড়িতেই চাষীরা বীজ সংরক্ষণ করতে পারবে বলে বীজ কেনার জন্যও খরচ নেই। এর পাশাপাশি জৈব সার প্রয়োগে দেশি ধানের চাষ যথেষ্টই স্বাস্থ্যসম্মত বলে দাবী করেছেন চিকিৎসকেরা। রাসায়নিক সার প্রয়োগ নয় বরং এই চাষকে স্বাগত জানিয়েছেন রায়গঞ্জের বিশিষ্ট চিকিৎসক জয়ন্ত ভট্টাচার্য।

টাকা চেয়ে মিছিল

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৬ নভেম্বর ঃ আগামী ২ এবং ৩ ডিসেম্বর কোচবিহার জেলার সমস্ত বুথে ১০০ দিনের কাজের টাকার দাবিতে আন্দোলনে নামবে তৃণমূল কংগ্রেস। কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত ব্লক সভাপতিদের নিয়ে বৈঠক করেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। আজ সন্ধ্যায় বৈঠক শেষ একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে অভিজিৎ দে ভৌমিক জানান, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ২ এবং ৩ ডিসেম্বর প্রতিটি বুথে বুথে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা মিছিল সংঘটিত করবে। ১০০ দিনের কাজ করেও শ্রমিকরা কেন্দ্রীয় সরকার বঞ্চনার কারণে তাদের কাজের টাকা পায়নি। সেই কাজের টাকার বুথে বুথে মিছিল হবে। সেই বিষয়ে সমস্ত বুথ সভাপতিদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলার সমস্ত বিধায়ক তাদের নির্দিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্রে নেতৃত্ব দেবেন। পঞ্চায়েত সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, জেলা পরিষদের সদস্য সকলেই এই মিছিলে অংশগ্রহণ করবেন।

কংগ্রেস প্রতিনিধি

দুরন্ত বার্তা, কোলাঘাট, ২৬ নভেম্বর ঃ কোলাঘাটে গুলিবিদ্ধ ব্যবসায়ী সমীর পড়িয়ার বাড়িতে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীর প্রতিনিধি দল আসেন। প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্য প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক আশুতোষ চ্যাটার্জী মৃত সমীর পড়িয়ার পরিবারের সাথে কথা বলেন। আর এই দিনেই মৃত সমীর পড়িয়ার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের দিনেই কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা পরিবারের পাশে এসে দাঁড়ান। তার পরিবারের লোকজনের সাথে বেশ কিছু সময় কথা বলেন এবং পাশে থাকার আশ্বাস দেন। এমন কি এমন ঘটনার তীব্র ধিক্কার জানিয়ে পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ণ হতে যায়, এখনও পর্যন্ত অধরাই রয়ে গেল সমীরের খুনের আসামীরা। সিবিআই তদন্তের দাবিতে অনড় তার পরিবার।

জোড়া পথ দুর্ঘটনায় মৃত তিন

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৬ নভেম্বর ঃ রবিবার বিকালে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মোহনপুর থানার তনুয়া বাঁধ এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, একটি প্রাইভেট গাড়ি মোহনপুর থানার তনুয়া বাঁধ এলাকায় কয়েকটি ইলেকট্রিকের খুঁটিতে পর পর ধাক্কা মেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে উল্টে যায়। বিষয়টি দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে গিয়ে উদ্ধারের কাজ শুরু করে। ঘটনাস্থলেই মারা যায় ওই প্রাইভেট গাড়িতে থাকা রাজকুমার শাসমল (৩৪), বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া থানার বৈষ্ণবচক এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা ওই প্রাইভেট গাড়িতে থাকা গাড়ির চালকসহ মোট চারজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে। আহত ওই চারজনের অবস্থা সংকটজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় মোহনপুর থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ রাজ কুমার শাসমলের মৃতদেহটি উদ্ধার করে। সেই সঙ্গে ঠিক কি কারনে ওই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তা খতিয়ে দেখার জন্য তদন্তের কাজ শুরু করেছে। পুলিশের পক্ষ থেকে মৃত ও আহতদের পরিবারকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। অন্যদিকে শনিবার রাতে মর্মান্তিক বাইক দুর্ঘটনাটি ঘটে ডেবরা ব্লকের গোলগ্রাম এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ডেবরা ব্লকের নন্দেশ্বর গ্রামের বাসিন্দা ১৬ বছর বয়সী অনুপ ভূঁইয়া ও ১৭ বছর বয়সী অরুণ রানা শনিবার রাতে ডেবরা বাজারে বাজার করে বাইকে করে বাড়ি ফিরছিল। সেই সময় গোলগ্রাম এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে থাকা গাছে বাইকটি ধাক্কা মারে। যার ফলে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের উদ্ধার করে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ডেবরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করে। কিন্তু ডাক্তার বাবুদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে শনিবার রাতেই ওই দুই নাবালকের মৃত্যু হয়। যার ফলে গোটা এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। দুই নাবালকের পরিবারের লোকেরা কান্নায় ভেঙে পড়ে। ডেবরা থানার পুলিশ দুই নাবালকের মৃতদেহ উদ্ধার করে রবিবার ময়নাতদন্তের জন্য খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। সেই সঙ্গে ঠিক কি কারণে ওই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তা খতিয়ে দেখার জন্য ডেবরা থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

সোমবার বাস ধর্মঘটের ডাক

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৬ নভেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন রুটে নিত্যদিন বেড়ে চলেছে বেআইনি গাড়ির সংখ্যা। ফলে, ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে বেসরকারি বাস মালিকদের। যে কারণে সোমবার ২৪ ঘণ্টা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন বাস মালিকরা। এর জেরে সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনে অসুবিধার মুখে পড়তে হতে পারে এলাকাবাসীকে। বাস মালিকদের দাবি, সমস্যার দ্রুত সমাধান না হলে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য পরিবহণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হবে। মুর্শিদাবাদ বাস ওনার্স কাউন্সিলের সম্পাদক তপন কুমার অধিকারী জানান, জেলাতে বেআইনি গাড়ির অত্যাচারের জন্য বেসরকারি বাস চালানো সম্ভব হচ্ছে না। ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন একাধিক বাস মালিক। প্রশাসনের নজরে বিষয়টি আনা হয়েছে। কিন্তু কোনো সদর্থক ভূমিকা নেওয়া হয়নি। সোমবারের ধর্মঘট নিয়ে মানুষকে অবগত করার জন্য রবিবার বহরমপুর বাসস্ট্যান্ডে একটি পথসভার আয়োজন করা হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে। কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকার বলেন, মুর্শিদাবাদ জেলায় পরিবহণ একটি বড় ব্যবসা। সব পক্ষকেই কিছুটা নমনীয় হতে হবে। জেলাশাসক এবং বাস মালিকদের সাথে আমি কথা বলেছি। সাধারণ মানুষের স্বার্থে বাস চালু রাখার জন্য আমি অনুরোধ করছি। তবে বাস ধর্মঘট প্রত্যাহারের বিষয়ে শেষ পর্যন্ত অনড় রয়েছেন বাস মালিকরা। যার ফলে সপ্তাহের শুরুর দিনেই জেলার যাত্রীদের বড়সড় সমস্যার মধ্যে পড়তে হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

রাতভর শিশুর দেহ নিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৬ নভেম্বর ঃ পুলিশ ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে দায় ঠেলাঠেলির কারণে ২১ দিনের সন্তানহারার যন্ত্রণা বুকে নিয়ে মৃত সন্তানের দেহ আগলে শনিবার সারারাত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে থাকতে হল বাবা-মাকে। শেষমেশ রবিবার দুপুরে শিশুর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা মর্গে পাঠানো হয়। শনিবার রাতের এই ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল পড়েছে কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্ধায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে মেখলিগঞ্জ ব্লকের রানিরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বোকনাবান্ধা কাউয়ারবাড়ি এলাকার বাসিন্দা রজত রায়ের ২১ দিনের এক শিশুর শারীরিক অসুস্থতা দেখা দেয়। এরপর অভিভাবকেরা চিকিৎসার জন্য ওই শিশুকে চ্যাংরাবান্ধা ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসেন। রাত সোয়া ১১টা নাগাদ তাঁরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছালে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়ে দেন, শিশুটি আগেই মারা গিয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী ময়নাতদন্তের পরেই শিশুটিকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। সেজন্য খবরও দেওয়া হয় মেখলিগঞ্জ থানায়। কিছুক্ষণ বাদে পুলিশ চ্যাংরাবান্ধা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসে পৌঁছায়। কিন্তু কী হচ্ছে সেটা বুঝতে পারছিলেন না। এভাবে দীর্ঘসময় কেটে যাওয়ার পর মৃত শিশুর পরিবারের লোকজন দেহটি বাড়িতে নিয়ে যেতে চান। এরপর তাঁরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করলে সেখান থেকে বলা হয়, বিষয়টি পুলিশ দেখছে। কারণ ময়নাতদন্তের বিষয়টি তাদের দেখার নয়। এরপর পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা নাকি হাসপাতালের ওপর দায় চাপিয়ে দেয়। এতে কার্যত শিশুর দেহকে আগলে রাত পাহারা দিতে হয় বাবা রজত রায় সহ পরিবারের অন্যদের। এভাবে সারারাত কেটে যাওয়ার পর তাঁরা দিশেহারা হয়ে পড়েন। কী করবেন বুঝতে না পেরে এর ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকেন। কারণ শিশুর দেহ কেউই ছাড়ছিল না, আবার ময়নাতদন্তের জন্যও কোনও ব্যবস্থা হচ্ছিল না। অপেক্ষা করতে করতে রবিবার দুপুর প্রায় ১টা বেজে যায়। শেষমেশ মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশের উপস্থিতিতেই দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। ঘটনাটি ঘিরে প্রশাসনিক ব্যবস্থার দুরাবস্থা ফের একবার নজরে এল।

মানব পাচার বিষয়ক সেমিনারে মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন

জয়দীপ মৈত্র, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৬ নভেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশনের উদ্যোগে এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসন ও হিলি ব্লক প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হলো মানব পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক একটি সেমিনার। আজকের এই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন হিলি এবং বালুরঘাট ব্লকের ছাত্র-ছাত্রী, বালুরঘাট আইন মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, স্বনির্ভর দলের মহিলা সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ। আজকের এই মানব পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়, রাজ্য মহিলা কমিশনের আরও দুজন সদস্যা সুজাতা পাকড়াশি রায় ও চৈতালি লাহিড়ী। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক বিপ্লব সেন মহাশয়ের স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আজকের সেমিনার শুরু হয়। লীনা গঙ্গোপাধ্যায় তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে নারী ও শিশু পাচার বিষয়ে নানান দিক নিয়ে আলোকপাত করেন। আজকের সেমিনারে উপস্থিত মহিলাদের নানান সমস্যা সহ মহিলা সুরক্ষা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন তিনি। উপস্থিত ছিলেন হিলি ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক চিরঞ্জিত সরকার, সোমনাথ ঝা, ডিএসপি হেডকোয়ার্টার, বিশিষ্ট সমাজসেবী অমূল্য রতন বিশ্বাস, দক্ষিণ দিনাজপুর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সদস্য সুরজ দাস, দক্ষিণ দিনাজপুর শিশু সুরক্ষা ইউনিটের সুবোধ দাস, হিলি থানার আইসি গণেশ শর্মা সহ আরও অনেকে।

৩৫ কেজি গাঁজা

দুরন্ত বার্তা, বানারহাট, ২৬ নভেম্বর ঃ শিলিগুড়িগামী যাত্রীবোঝাই বাস থেকে উদ্ধার হল প্রায় ৩৫ কেজি গাঁজা। পাচারের কাজে জড়িত থাকার দায়ে তিনজন মহিলাকে গ্রেফতার করেছে বানারহাট থানার পুলিশ। রবিবার বিকেলে বানারহাট ব্লকের মরাঘাট চৌপথি এলাকায় রুটিন চেকিং চালায় পুলিশ। সেই সময় শিলিগুড়িগামী একটি বাসে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় গাঁজার প্যাকেট। ধরা পড়ে তিন মহিলা। জানা গিয়েছে, পুলিশের নজর এড়াতেই কোলে শিশু নিয়ে বিকেলের দিকে বাসে ওঠে ওই মহিলারা। ব্যাগে জামাকাপড়ের ভেতরে গাঁজা লুকিয়ে শিলিগুড়ি নিয়ে যাচ্ছিল তারা। তবে তার আগেই ওই মহিলারা ধরা পড়ে যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত মহিলাদের বাড়ি শিলিগুড়িতে। জেরায় ধৃতরা জানিয়েছে, বীরপাড়ায় এক টোটোচালক তাদের জানায়, গাঁজাভর্তি ব্যাগ শিলিগুড়িতে নামিয়ে দিলেই দুই হাজার টাকা দেওয়া হবে। টাকার লোভেই তারা এই কাজ করেছে বলে জানায়। বানারহাট থানার আইসি শান্তনু সরকার জানান, গাঁজা পাচারের দায়ে তিন মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের কোলে দুই শিশু ছিল। সোমবার ধৃতদের আদালতে তোলা হবে। এই পাচারচক্রে আরও কারা জড়িত রয়েছে, তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

ধর্ষণের অভিযোগে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৬ নভেম্বর ঃ নির্জন ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে এক শিশু কন্যাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার এক যুবক। শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়ির ঢাকনা মৌজা এলাকার ঘটনা। ধৃতের নাম সুজয় বর্মন। রবিবার নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যদের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃতকে আগামীকাল শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে বলে জানা গেছে। নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগ গত কয়েকদিন আগে দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর অভিযুক্ত মেয়েকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। গোটা ঘটনায় অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানান নির্যাতিতার পরিবার।

অবৈধভাবে বালি তোলা রুখতে তৎপর

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২৬ নভেম্বর ঃ অবৈধভাবে পাচার হচ্ছে বালি, পাথর। বালি মাফিয়াদের ভয়ে মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছেন না গ্রামবাসীরা। অবৈধভাবে পাচারের ফলে দুর্ঘটনায় মানুষের মৃত্যু হলেও প্রতিবাদ করার সাহস পান না গ্রামবাসীরা। অবৈধভাবে বালি তোলার ফলে দুর্বল হয়ে পড়েছে দুই রাজ্যের যোগাযোগ সংযোগকারী সেতু। অভিযোগ পাওয়ার পরই খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লকের বিডিও অংকুর মিত্র। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বীরভূমের রামপুরহাট থানার ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী গ্রাম

শালবুনি। রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লকের নারায়নপুর অঞ্চলের ওই গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে ব্রহ্মাণী নদী। ঝাড়খণ্ডের পাকুরিয়া থানার সঙ্গে বীরভূমের রামপুরহাট থানা যোগসূত্র গড়তে একটি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে নদীর উপর। অবৈধভাবে বালি তোলার ফলে সেই সেতু এখন দুর্বল হয়ে পড়েছে। সেই দুর্বল সেতুর উপর দিয়েই ঝাড়খণ্ডের পাথর বোঝাই লরি ঢুকছে বীরভূমের রামপুরহাটে। জানা গিয়েছে, শালবুনি নদী থেকে যথেচ্ছ বালি তোলার ফলে নদী সংলগ্ন এলাকায় বন্যার আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শালবুনি গ্রামের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, প্রতিদিন ৪০০ মতো ট্রাক্টর বালি বোঝাই করে রনিগ্রাম হয়ে জয়পুর গ্রামের ধারে মজুত করছে। এরপর সেখান থেকে বড় লরিতে বালি বোঝাই করে চলে যাচ্ছে জেলা ছাড়িয়ে ভিন জেলায়। এছাড়া ঝাড়খণ্ডের পাকুরিয়া থানার খাকসা খাদান এলাকা থেকে পাথর বোঝাই লরি দুর্বল সেতুর উপর দিয়ে রামপুরহাট থানা হয়ে চলে যাচ্ছে ভিন জেলায়। এই পাচার চক্রের সঙ্গে শালবুনি গ্রামের কয়েকজন যুবকের সাহায্যে চলছে মাফিয়া রাজ। বেপরোয়া ট্রাক্টর চলাচলের ফলে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হচ্ছে মানুষের। কিন্তু একদিকে মানুষের দারিদ্রতা অন্যদিকে মাফিয়াদের হুমকিতে অর্থের বিনিময়ে স্বজনদের মৃতদেহ বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন গ্রামবাসীরা। ঝাড়খণ্ডের পাকুরিয়া থানা এলাকার বাসিন্দা সন্দীপ মণ্ডল বলেন, অবৈধভাবে বালি তোলার ফলে আমাদের সমস্যা হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু মুখ খোলার উপায় নেই। বালি তোলার ফলে সেতু দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। যে কোন দিন সেতু ভেঙ্গে পড়তে পারে। রামপুরহাট ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা তৃণমূলের জ্যোৎস্না মাহাতর ছেলে সুমন্ত মাহাত বালি, পাথর পাচারের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেন, ঝাড়খণ্ড এলাকার নদী থেকে বালি পাথর বীরভূমে ঢুকছে অবৈধভাবে। নির্দিষ্ট ভাবে কেউ বালি তোলে না। যারা পারছে বালি তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। প্রতিদিন বালি তোলা হচ্ছে ট্রাক্টরে। রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লকের বিডিও অংকুর মিত্র বলেন, আমি নতুন যোগদান করেছি। ফলে বিষয়টি জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখছি। খোঁজ নিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্রও।

গোষ্ঠীকোন্দল মিটিয়ে রাসমেলা আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৬ নভেম্বর ঃ গোষ্ঠীকোন্দলের অবসান। আলিপুরদুয়ার দুর্গাবাড়ির ঐতিহ্যবাহী রাসমেলা এবার হচ্ছে। রবিবার পুরসভার চেয়ারম্যান, বিধায়ক ও দুর্গাবাড়ি পুজো কমিটির এক ম্যারাথন বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত হয়। আলিপুরদুয়ার দুর্গাবাড়ির রাসমেলা এবার ৭৭ বছরে পড়েছে। কমিটির সম্পাদক উদয়শংকর দাস বলেন, দুটি সংস্থা মেলার যাবতীয় কাজ করতো। এবার মিটিং করে মেলার ব্যাপারে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া হয়েছিল। জেলা পরিষদের মাঠ থেকে এবার স্বাধীন ক্লাবের মাঠে করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কেন না মেলা অনেক বড় করার পরিকল্পনা ছিল। ওই সংস্থা মাঠে কাজ করতে এসে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। তাদের কতিপয় দুস্কৃতী হুমকি দিয়েছে। ওরা কাজ বন্ধ করে চলে যায় তাই সমস্ত দিক বিবেচনা করে রাসমেলা বন্ধ করার কথা মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু কারা হুমকি দিয়েছে? কেন দিয়েছে? এ ব্যাপারে তাদের কাছে পরিস্কার কোন তথ্য নেই। এ ব্যাপারে পুলিশে

জানানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এবার স্বাধীন ভারত ক্লাবের মাঠে হচ্ছে না। দুর্গাবাড়ির পাশেই জেলা পরিষদের হাটে এই রাস উৎসব হচ্ছে। এদিকে এবার রাসমেলা না হওয়ায় কারনে হতাশ হয়েছিলেন আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দারা। শেষপর্যন্ত আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান, বিধায়ক, দুর্গাবাড়ি পুজো কমিটি আজ এক বৈঠকের পর রাস উৎসব হচ্ছে বলে সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে। এ ব্যাপারে আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, কোন গোষ্ঠীকোন্দল নেই। বড় করে স্বাধীন ভারত ক্লাবের মাঠে করার কথা ছিল। তা হচ্ছে না। যে এজেন্সি দায়িত্ব নিয়েছিল তারা শেষমূহুর্তে বলেছে করতে পারবে না। তাই অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল। এখন আমরা মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিই দুর্গাবাড়ির পাশেই জেলা পরিষদের মাঠে এটা হচ্ছে। এই রাস আলিপুরদুয়ারের মানুষের আবেগ রয়েছে। তাই এবার এটা হচ্ছেই। আলিপুরদুয়ার দুর্গাবাড়ির রাস উৎসব ৭৭ বছরের প্রাচীন। শেষ পর্যন্ত আলিপুরদুয়ারের মানুষের আবেগ দুর্গাবাড়ির ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসব হচ্ছে।

Name Change

I PRAVATI MAZUMDER, W/O PREMANGSHU MAZUMDER, R/O 1/B/2, A.C. MITRA LANE, P.O. KONNAGAR, P.S. UTTARPARA, DIST-CHANDANNAGAR, PIN-712235, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRAVATI MAJUMDER, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/11/2023. PRAVATI MAZUMDER AND PRAVATI MAJUMDER SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I FAJLU RAHAMAN MALLICK, S/O ARASTULLA MALLICK, R/O JOYPUR PASCHIM MALLICK PARA, P.S. JOYPUR, PIN-711401, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FAJLUR RAHAMAN MALLICK, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/11/2023. FAJLUR RAHAMAN MALLICK AND FAJLU RAHAMAN MALLICK SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SK NISAR MOHAMMAD, S/O SK SAHA MAHAMMAD, R/O VILL-DEULBAR DAKSHIN PARA, P.O. SAGARBAR, P.S. KOLAGHAT, DIST-PURBA MEDINIPUR, PIN-721151, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK NISAR MAHAMMAD, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/11/2023. SK NISAR MAHAMMAD AND SK NISAR MOHAMMAD SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SUSAN PATRA AND SUSEN PATRA(OLD NAME),SON OF LATE KHAGENDRANATH PATRA, RESIDING AT VILL-GANGRA,PO-SONACHURA, PS-NANDIGRAM, EAST MEDINIPUR - 721646,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUSHEN PATRA(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/11/2023.THAT SUSAN PATRA AND SUSEN PATRA ALSO SUSHEN PATRA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

গুজরাতের অধিনায়ক থাকছেন হার্দিক

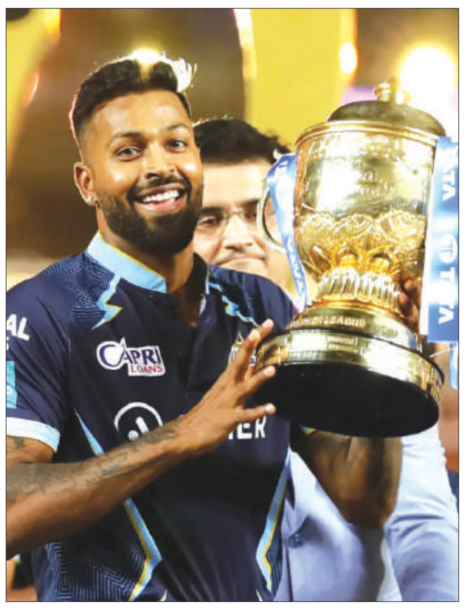

আহমেদাবাদ, ২৬ নভেম্বর ঃ জল্পনা কল্পনার অবসান। স্লগ ওভারে বাজিমাতও বলা যায়। কয়েক দিন ধরেই জল্পনা চলছিল হার্দিক পাণ্ডিয়াকে গুজরাত টাইটান্স থেকে কিনে নিতে পারে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। যা হলে ট্রেডিংয়ে রেকর্ড হতো। তবে বাস্তবে দেখা গেল গুজরাত টাইটান্সকে প্রথমবারেই আইপিএল খেতাব জেতানো এবং চলতি বছর রানার-আপ করানো অধিনায়ক হার্দিকের ঘর ওয়াপসি হলো না। যদিও ৮ জন ক্রিকেটারকে ছেড়ে দিয়েছে গুজরাত। বিভিন্ন সূত্র মারফত জানা যাচ্ছিল, আইপিএলের সর্বশেষ সংস্করণের পর থেকেই হার্দিকের সঙ্গে কথা চালাচ্ছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। হার্দিক পাণ্ডিয়ার ক্রিকেটার হিসেবে উত্তরণে বড় অবদান মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। তাঁকে ছাড়ার মতো কঠিন সিদ্ধান্ত ২০২২-এর আইপিএলের আগে নিতে হলেও ফের পাণ্ডিয়াকে ফেরাতে ঝাঁপায় মুম্বই। গুজরাত টাইটান্সের অধিনায়ক হিসেবে হার্দিক প্রথম বছরেই নেতৃত্ব দিয়ে দলকে চ্যাম্পিয়ন করান। এ বছর ফাইনালে হার্দিকের টাইটান্স হেরে যায় মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই সুপার কিংসের কাছে। হার্দিকই ভারতকে টি২০ বিশ্বকাপে নেতৃত্ব দেওয়ার দৌড়ে এগিয়ে। বিশ্বকাপের সময় পায়ে চোট পেয়েছেন। কামব্যাক করবেন সম্ভবত আইপিএলেই। কিন্তু ক্রিকেটার ধরে রাখা ও ছেড়ে দেওয়ার যে সময়সীমা ধার্য্য হয়েছিল তা শেষ হয় আজ বিকেল ৫টায়। তাতে দেখা যায় হার্দিক পাণ্ডিয়া গুজরাত টাইটান্সেই থাকছেন। তাঁর নামের পাশে অধিনায়ক কথাটিও লেখা। কিন্তু যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তাতে হার্দিকের নাম প্রথমে নেই। ৫ জনের পরে ষষ্ঠ স্থানে। এই বিষয়টি অবাক করছে অনেককেই। গুজরাত টাইটান্স ছেড়ে দিল যশ দয়াল, কেএস ভরত, শিবম মাভি, উর্বিল প্যাটেল, প্রদীপ সাঙ্গওয়ান, ওডেন স্মিথ, আলজারি জোসেফ, দাসুন শনাকা। এর মধ্যে জোসেফকে ছাড়ার সিদ্ধান্ত সঠিক হলো কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে বিশেষজ্ঞদের মনে। বাকি নামগুলি নিয়ে খুব একটা অবাক করার মতো বিষয় নেই। ঋদ্ধিমান সাহাকে ভারতীয় দলে ব্রাত্য রেখে কেএস ভরতের উপর আস্থা দেখাচ্ছেন জাতীয় নির্বাচকরা। যদিও ঋদ্ধিমানকে ধরে রাখল গুজরাত টাইটান্স। ছেড়ে দেওয়া হলো ভরতকে। গুজরাত টাইটান্সে রইলেন ডেভিড মিলার, শুভমান গিল, ম্যাথু ওয়েড, ঋদ্ধিমান সাহা, কেন উইলিয়ামসন, হার্দিক পাণ্ডিয়া (অধিনায়ক), অভিনব মনোহর, বি সাই সুদর্শন, দর্শন নালকণ্ডে, বিজয় শঙ্কর, জয়ন্ত যাদব, রাহুল তেওয়াটিয়া, মহম্মদ শামি, নূর আহমেদ, আর সাই কিশোর, রশিদ খান, জশ লিটল, মোহিত শর্মা।

রোহিতেই আস্থা

মুম্বই, ২৬ নভেম্বর ঃ গুজরাত টাইটান্স থেকে হার্দিক পাণ্ডিয়াকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স নিতে চলেছে। বিগত কয়েক দিন এই জল্পনা চলছিল। তবে ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে হার্দিককে নেওয়ার পর এখনও বন্ধ হয়নি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। তবে ক্রিকেটারের আদান-প্রদান ঘটিয়েই তা করতে হবে। রবিবার যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের তরফে তাতে বিশেষ চমক নেই। রোহিত শর্মার অধিনায়কত্বেই আস্থা রেখেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। তবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে জোফ্রা আর্চারের মতো তারকা ক্রিকেটারকে। কেউ কেউ এখনও দাবি করছেন, হার্দিকের ঘর ওয়াপসির সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়নি। কেন না, এখনও দুটি দল একে অপরের মধ্যে ক্রিকেটার বদল করতে পারবে। সেক্ষেত্রে হার্দিক ফিরতেই পারেন মুম্বইয়ে। হার্দিক পুরানো দলে ফিরলে রোহিত শর্মা অধিনায়ক থাকবেন কিনা তা নিয়েও চর্চা চলছিল। কিন্তু মুম্বই রোহিতের নাম রেখেছে অধিনায়ক হিসেবে। ক্রিকেট মহল মনে করছে, রোহিতের পর হার্দিকের হাতেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ক্যাপ্টেন্সির ভার তুলে দিতে চাইছেন দলের কর্ণধাররা। ২০২৪-এ না হলেও হার্দিককে ২০২৫ সালের জন্য মেগা নিলাম থেকে নিয়েও অধিনায়ক করে দেওয়ার সুযোগ থাকবে। অর্জুন তেন্ডুলকরকে নিয়েও চিন্তা ছিল অনেকের। তবে সচিনপুত্র অর্জুনকে ধরে রেখেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। জোফ্রা আর্চারকে প্রত্যাশামতোই ছেঁটে ফেলে নিলামের আগে পার্সে অর্থের পরিমাণ বাড়াল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। তবে পীযূষ চাওলাকে রেখে হৃতিক সোকিনকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে অবকাশ রয়েছে। আর্চারের বিকল্প হিসেবে যে বোলারদের নেওয়া হয়েছিল তাঁদেরও ছেড়ে দিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দলে রয়েছেন রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, সূর্যকুমার যাদব, ঈশান কিষাণ, তিলক বর্মা, টিম ডেভিড, বিষ্ণু বিনোদ, অর্জুন তেন্ডুলকর, ক্যামেরন গ্রিন, শামস মুলানি, নেহাল ওয়াধেরা, জসপ্রীত বুমরাহ, কুমার কার্তিকেয়, পীযূষ চাওলা, আকাশ মাধওয়াল, জেসন বেহরেনডর্ফ, রোমারিও শেফার্ড (ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে)। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ছেড়ে দিল আরশাদ খান, রামনদীপ সিং, হৃতিক সোকিন, রাঘব গোয়েল, জোফ্রা আর্চার, ট্রিস্টান স্টাবস, ডুয়ান জানসেন, ঝাই রিচার্ডসন, রাইলি মেয়ারডিথ, ক্রিস জর্ডন, সন্দীপ ওয়ারিয়রকে।

আজ শুরু থেকেই নামতে পারেন নাসিরি

বাগানের কাছে জয় ছাড়া রাস্তা নেই

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর ঃ বর্তমানে গ্রুপের যা পরিসংখ্যান সেই অনুযায়ী দেখলে ওড়িশা ম্যাচ জিততে পারলেই পরের পর্বে যাওয়ার জন্য অনেকটাই এগিয়ে যাবে দল। তাই যেকোনো ভাবেই এই ম্যাচে জয় পেতে চাইছে মেরিনার্সরা। তবে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয় সার্জিও লোবেরার ওড়িশা। প্রথম লেগের ম্যাচে ঘরের মাঠে তাদের ধরাশায়ী করেছিল মোহনবাগান। তার বদলা নিয়ে পরবর্তী রাউন্ডে যাওয়ার আশা জিইয়ে রাখার লড়াই থাকবে তাদের ও দলের ফুটবলারদের। তবে লড়াইটা মোটেও সহজ হবে না কারুর পক্ষে। উল্লেখ্য, গত ম্যাচে লিস্টন কোলাসোর গোলে দল এগিয়ে থাকলেও শেষ পর্যন্ত জয় আসেনি বাগানের। তাই এবার যথেষ্ট সাবধানী ফেরান্দো। শেষ তিন সাক্ষাতেই ওড়িশাকে হেলায় হারিয়েছে মোহনবাগান। এএফসির অ্যাওয়ে পর্বেও ৪-০ ব্যবধানে জিতেছে সবুজ মেরুন। এই আবহে সোমবারের ম্যাচে ফেভারিট হিসাবেই নামছে ফেরান্দোর দল। এদিন অনুশীলন পর্বে দলকে দু'ভাগ করে ওড়িশা ম্যাচের প্রস্তুতি সারলেন ফেরান্দো। একদিকে জেসন কামিংস, থাপা, লিস্টন কোলাসো, সাহাল আবদুল সামাদরা সেট-পিস মুভমেন্ট থেকে গোল করার অনুশীলন করলেন সহকারী কোচ ক্লিফোর্ড মিরান্ডার নজরদারিতে। আর্মান্দো সাদিকু, শুভাশিস বসুদের নিয়ে মাঝমাঠ থেকে আক্রমণে শুরু করার ছকে শান দিলেন ফেরান্দো নিজেই। যা পরিস্থিতি, ওড়িশা ম্যাচে প্রথম একাদশে থাকতে পারেন দলের তরুণ সদস্য কিয়ান নাসিরি। যদিও সবুজ মেরুনের অনুশীলন নয়, এখন আলোচনা দলের গুরুত্বপূর্ন ফুটবলারদের চোট নিয়েই। তবে বিষয়টিকে নিয়ে বাড়তি ভাবতে নারাজ বাগান কোচ। ফেরান্দো সোমবারের ম্যাচে নামার আগে জানিয়ে দিয়েছেন, চোট নিয়ে ভেবে তিনি সময় নষ্ট করতে চান না। দলে যারা ফিট রয়েছেন তাদের নিয়ে পুণরায় ওড়িশা বধের ছক কষছেন তিনি। সোমবারের ম্যাচ জিততে না পারলে এএফসি কাপের পরের রাউন্ডে যাওয়ার রাস্তা আর খোলা থাকবে না বাগানের কাছে। কারণ গ্রুপ থেকে বসুন্ধরা কিংস পরের রাউন্ডে খেলার দাবীদার। সেক্ষেত্রে বাগানকে পরের রাউন্ডে যেতে হলে এখনও অঙ্কের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। কার্যত মিনি হাসপাতালে পরিণত হয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। একের পর এক চোট পাওয়ার ঘটনা লেগেই রয়েছে ক্লাবে। এশিয়ান প্রতিযোগিতায় ডু অর ডাই ম্যাচের সেই যথারীতি একই পরিস্থিতি। সোমবার মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের এএএফসি কাপের ম্যাচ রয়েছে। পরের পর্বে যেতে হলে এই ম্যাচে বাগানকে জিততেই হবে। প্রতিপক্ষ ওড়িশা এফসি। ওড়িশা এফসিকে মরসুমের শুরুর দিকে নড়বড়ে দেখালেও এখন নিজেদের গুছিয়ে নিয়েছে সার্জিও লোবেরার দল। আগে ওড়িশা এফসিকে হেলায় হারিয়েছে বাগান। সেই ওড়িশা এফসি এখন অনেক বদলে গিয়েছে। ফলত আগামীকালের ম্যাচ কলকাতার ক্লাবের কঠিন হতে চলেছে। মরণ বাঁচন এই ম্যাচে নামার আগে সবুজ মেরুন শিবিরে একাধিক চোট সমস্যা। প্রথম একাদশের দুই ফুটবলার আনোয়ার আলি ও আশিক কুরুনিয়ন আগেই ছিটকে গিয়েছেন মরসুম থেকে। এবার আসন্ন এই ম্যাচে অনিশ্চিত প্রথম দলের তিন ফুটবলার। তিনজনেই মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের হেড কোচ হুয়ান ফেরান্দোর পছন্দের খেলোয়াড়। দিমিত্র পেত্রাতস, অনিরুদ্ধ থাপা ও মনভির সিংকে নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ান তারকাকে অনুশীলনের সময় ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় দেখা গিয়েছে। বাকি দুই ফুটবলার ভারতের হয়ে খেলতে গিয়ে চোট পেয়েছেন বলে অনুমান করা হচ্ছে।

পাঞ্জাবেই ক্যারন

চন্ডীগড়, ২৬ নভেম্বর ঃ জল্পনা থাকলেও শেষ পর্যন্ত স্যাম কারানকে ছাড়ল না পাঞ্জাব কিংস। দলের সব থেকে দামি ক্রিকেটারকেই ছেড়ে দিতে পারে প্রীতি জিন্টার দল এমন জল্পনাই তৈরি হয়েছিল গত কয়েকদিন ধরে। কিন্তু ব্রিটিশ তারকা যতই শেষ মরসুমে মন ভরাতে না পারুক, প্রতিভার প্রতি আস্থা হারাল না পাঞ্জাব। শেষ পর্যন্ত রবিবার বিকেলে যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে পাঞ্জাব দলের পক্ষ থেকে তাতে নাম রয়েছে স্যামের। ১৮.৫ কোটি টাকায় ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডার স্যাম কারানকে নিয়েছিল পাঞ্জাব কিংস। আইপিএলের সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার হয়েছিলেন। স্যামকে ছাড়লে ২৩ কোটি টাকা হাতে থাকবে পাঞ্জাবের। কিন্তু ব্রিটিশ অল রাউন্ডারের দক্ষতা নিয়ে কোনও প্রশ্নই উঠে না। পাঞ্জাব কিংস ছেড়ে দিল ভানুকা রাজাপক্ষ, মোহিত রাঠি, বলতেজ ধান্ডা, রাজ বাওয়া ও শাহরুখ খানকে। পাঞ্জাব দল ধরে রেখেছে, শিখর ধাওয়ান, জনি বেয়ারস্টো, জিতেশ শর্মা, প্রভসিমরন সিং, ম্যাথু শর্ট, হরপ্রীত ভাটিয়া, ঋষি ধাওয়ান, অর্থব ত্যাগী, স্যাম কারান, সিকান্দার রাজা, লিয়াম লিভিংস্টোন, শিমব সিং, রাহুল চাহার, অর্শদীপ সিং, হরপ্রীত ব্রার, কাসিগো রাবাদ, ন্যাথান এলিস, গুর্নর সিং বার, ক্যাভেরিয়াপ্পা। অর্থাৎ দলে খুব একটা পরিবর্তনের পথে হাঁটেনি পাঞ্জাব দল। মোট পাঁচজন ক্রিকেটারকে ছেড়েছে প্রীতির দল। ক্রিকেট বিশ্লেষকদের সবথেকে বেশি অবাক করেছে শাহরুখ খানকে ছেড়ে দেওয়া। টি২০তে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারতেন শাহরুখ। কিন্তু তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার কিছুটা অবাক অনিল কুম্বলের মতো পাঞ্জাব দলের প্রাক্তন কোচ। ২৯.৫ কোটি টাকা হাতে নিয়েই নিলামে নামবে প্রীতি জিন্টার দল। অন্যদিকে রাজস্থান দলে অবশ্য খুব বেশি চমক নেই। শনিবার রাতেই আগামী মরসুমে আইপিএল না খেলার সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন জো রুট। রাজস্থান রয়্যালস আগামী মরসুমের জন্য ছেড়ে দিল জেসন হোল্ডার, ওবেদ ম্যাককয়, আব্দুল বাসিত, আকাশ বশিষ্ঠ, কুলদীপ যাদব, মুরুগান অশ্বিন, কেসি কারিয়াপ্পা, কেএম আসিফ। ২০২৩ সালে রাজস্থান রয়্যালস ১৪টি ম্যাচ খেলে ৭টি জেতে, আর ৭টি ম্যাচে হেরে যায়। এটি উল্লেখযোগ্য যে রাজস্থান রয়্যালস আইপিএল ২০০৮-এর ট্রফি জিতেছিল। কিন্তু এরপর থেকে আইপিএল জিততে পারেনি এই দলটি। এবার কিন্তু ১৪.১ কোটি টাকা নিয়ে মিনি নিলামে নামতে হবে রাজস্থানকে।

স্টোকসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন চেন্নাইয়ের

চেন্নাই, ২৬ নভেম্বর ঃ আইপিএলে খেতাব দখলে নামার আগে তারকা অলরাউন্ডারকে ছেঁটে ফেলল চেন্নাই সুপার কিংস। বেন স্টোকস জানিয়েছিলেন, দেশের হয়ে খেলার জন্য ওয়ার্কলোড ম্যানেজ করতে তিনি আগামী সংস্করণে খেলবেন না। ক্রিকেটারদের ধরে রাখা ও ছেড়ে দেওয়ার সময়সীমা আজই শেষ হয়েছে। বেন স্টোকসকে ছেড়েই দিল আইপিএলের বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। একইসঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটারদের পাশাপাশি বিদেশি ক্রিকেটারদের নাম রয়েছে ছাঁটাইয়ের তালিকায়। ফিটনেসজনিত কারণে চলতি বছরের আইপিএলে দুটির বেশি ম্যাচ খেলতে পারেননি স্টোকস। জানুয়ারি থেকে ভারতে পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলবে ইংল্যান্ড। তার আগে হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করানোর কথা স্টোকসের। তিনি টেস্ট সিরিজে খেলার ব্যাপারে আশাবাদী। ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের অধিনায়কও স্টোকস। আইপিএলের পর জুনেই শুরু টি২০ বিশ্বকাপ। স্টোকসের পর জো রুটও জানিয়ে দিয়েছেন তিনি আইপিএল খেলবেন না। মনে করা হচ্ছে, ইংল্যান্ড ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ দখলে না রাখতে না পারার পর টি২০ বিশ্বকাপ খেতাব দখলে রাখতে মুখিয়ে। সে কারণে ক্রিকেটাররা যাতে তরতাজা থাকতে পারেন, সে কারণে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টে জোর দেবে। স্টোকসের পর রুটের সরে দাঁড়ানোর ঘটনা থেকেই পরিষ্কার, ইংল্যান্ডের অনেকেই আইপিএল থেকে নিজেদের দূরে রাখতে চাইবেন। কিন্তু মনে করা হচ্ছিল, স্টোকস নিজে সরে দাঁড়ালেন ২০২৫ সালের আইপিএলের আগে যে মেগা নিলাম হবে তাতে ঝুঁকি না নিয়ে স্টোকসকে ধরে রাখতে পারে সিএসকে। কিন্তু তা হলো না। স্টোকসকে ছেড়ে দিল ধোনির দল। কয়েকজন ভারতীয়র পাশাপাশি বিদেশি বোলারদেরও ছেড়ে দেওয়া হলো। ফলে বোলিং বিভাগে শক্তি বাড়াতে নিলামে আরও ভালো বোলারদের টার্গেট করবে সিএসকে। আজ দুপুরেই ডোয়েইন প্রিটোরিয়াস ইনস্টাগ্রাম পোস্টে ইঙ্গিত দেন, তিনিও আর চেন্নাই সুপার কিংসে খেলছেন না। সেটাই হলো। চেন্নাই সুপার কিংস ছেড়ে দিল বেন স্টোকস, অম্বাতি রায়ডু, ডোয়েইন প্রিটোরিয়াস, কাইল জেমিসন, সিসান্ডা মাগালা, কে ভগত বর্মা, শুভ্রাংশু সেনাপতি, আকাশ সিং, মুকেশ চৌধুরী।

তারকায় কোপ

ব্যাঙ্গালোর, ২৬ নভেম্বর ঃ তারকার সংখ্যা কমালো রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। আইপিএলে আরসিবি বরাবরের তারকা খচিত একটা দল। ২০০৮ সাল থেকে ২০২৩, আইপিএলে বরাবরই আর্কষণের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে আরসিবি। এবার নিলামের আগেই আরসিবি দল ছেড়ে দিল হাসারাঙ্গা, হর্ষল প্যাটেল, হ্যাজেলউড, ডেভিড উইলিদের। মোট ১১ জন ক্রিকেটারকে ছেড়ে দিল বিরাট কোহলির দল। দীনেশ কার্তিককে দলে ধরে রেখে চমক দিল আরসিবি শিবির। কেদার যাদবকে ছাড়ার পাশাপাশি হর্ষল প্যাটেল এবং হাসারঙ্গাকেও ছেড়ে দিতে পারে আরসিবি, এমন জল্পনা চলছিল, তবে কিছুটা অবাক করে দিয়েই এই তালিকায় যুক্ত হল হ্যাজেলউডের নাম। আরসিবি দল থেকে বাদ পড়েলেন ওয়ানিন্দু হাসারঙ্গা, হর্ষল প্যাটেল, জশ হ্যাজলউড, কেদার যাদব ছাড়াও এই তালিকায় রয়েছেন, ডেভিড উইলি, ওয়েন পার্নেল, অবিনাশ সিং, সিদ্ধার্থ কৌল, ফিন অ্যালেন, মাইকেল ব্রেসওয়েল, সোনু যাদব। অর্থাৎ বিরাট কোহলিরা ৪০.৭৫ কোটি টাকা নিয়েই নিলামের ময়দানে নামতে চলেছে। এদিকে আরসিবি ধরে রেখেছে ফাফ ডু প্লেসি, বিরাট কোহলি, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, রজত পাতিদার, দীনেশ কার্তিক, অনুজ রাওয়াত, সূয়শ প্রভুদেশাই, উইল জ্যাক, মহীপাল লামরু,কর্ণ শর্মা, মনোজ ভান্ডাজে, মায়াঙ্ক দাগার(শাহবাজ আহমেদের বদলি হিসাবে হায়দরাবাদ থেকে নিয়েছে), বিজয় কুমার, আকাশদীপ, মহম্মদ সিরাজ, রেস টপলি, হিমাংশু কুমার, রঞ্জন শর্মা।

রবিবার কেরালার গ্রিনফিল্ডে দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মারমুখী মেজাজে অর্ধশতরান করার পর ভারতীয় ব্যাটার যশস্বী জয়সোয়াল।

ক্রিকেটাররা ঘরে ফিরলে হবে উৎসব

সিডনি, ২৬ নভেম্বর ঃ এক সপ্তাহ হয়ে গেল ষষ্ঠবার বিশ্বকাপ ঘরে তুলেছে অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু প্যাট কামিন্সদের বিশ্বকাপ জয়ের কোনও রকম সেলিব্রেশনই হচ্ছে না অস্ট্রেলিয়াতে। ফুটবল হোক বা ক্রিকেট, সাধারণত বিশ্বকাপজয়ী দলকে নিয়ে গণ উন্মাদনা তৈরি হয় সংশ্লিষ্ট দেশে। অথচ ব্যতিক্রম যেন অস্ট্রেলিয়া। বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে আগেই দেশে ফিরে গিয়েছেন অজি ক্রিকেটাররা। কিন্তু এক সপ্তাহ কেটে গেলেও এখনও সমর্থকদের সামনে ট্রফি প্রদর্শন হয়নি, এমনকি বিশ্বজয়ীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানও হয়নি। এরআগে যখনই বিশ্বকাপ জিতেছে তখনই খোলা বাসে সিডনির রাস্তায় নগর পরিক্রমা করেছে অস্ট্রেলিয়ানরা। চলতি বছরে কেন হল ব্যতিক্রম? শোনা যাচ্ছে অজিদের সেলিব্রেশনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতই! প্যাট কামিন্স-ডেভিড ওয়ার্নার সহ বিশ্বকাপজয়ী দলের বেশ কয়েকজন সদস্য নিজেদের দেশে ফিরে গেলেও স্মিথ, ট্রাভিস হেড, ম্যাক্সওয়েল, জাম্পার মতো ক্রিকেটাররা ভারতেই রয়েছেন। আসলে বর্তমানে ভারত-অস্ট্রেলিয়া টি২০ সিরিজ চলছে দেশের মাটিতে। সেই সিরিজে অংশ নেওয়ার জন্যই বিশ্বকাপজয়ী অনেক সদস্য ভারতে রয়ে গিয়েছেন। তাঁরা দেশে ফিরলে হবে মেগা সেলিব্রেশন। ভারতের সঙ্গে টি২০ সিরিজ খেলার পর স্মিথ, ম্যাক্সওয়েলেরা দেশে ফিরলে পুরো অস্ট্রেলিয়া একসঙ্গে বিশ্বজয়ের উৎসাবে সামিল হবে। কামিন্স-হেডদের জমকালো সংবর্ধনা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। শুধু গোটা দলের দেশে ফেরার অপেক্ষা। আগামী ৩ ডিসেম্বর শেষ হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজ। তারপরই হতে পারে এই অনুষ্ঠান। অজি ক্রিকেটার অ্যালেক্স ক্যারি বলেছেন, কিছু ক্রিকেটার বিশাখাপত্তনমেই জয়ের উদযাপন করেছেন, আমি ও মিচেল স্টার্ক মেলবোর্নে পরিকল্পনা করেছিলাম। তবে আমাদের একত্রিত হতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে। ১৯৮৭, ১৯৯৯, ২০০৩, ২০০৭, ২০১৫-র পর ২০২৩। ষষ্ঠবারের জন্য বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া। চলতি বছর বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাবও ঘরে তুলেছে অজিরা। আইসিসি ট্রফি জয় যেন জলভাত হয়ে গিয়েছে অস্ট্রেলিয়ানদের কাছে। কিন্তু তা বলে সেলিব্রেশন হবে না তাই হয় নাকি। সিডনির রাস্তায় বিজয় উৎসবে মাততে তৈরি অজিরা। বড়দিনের আগে বড় সেলিব্রেশন হতে চলেছে ডনের দেশে।

১১ ক্রিকেটারকে ছাঁটাই করল দিল্লি

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর ঃ আইপিএল নিলামের আগে বড় সড় বদলের পথে গেল দিল্লি ক্যাপিটালস। ১১ জন ক্রিকেটারকে নিলামের আগেই ছাঁটাই করে দিল দিল্লি। রবিবার দল জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল। দিল্লি দলের তালিকা প্রকাশের পরই দেখা গেল বড় চমক। এক ধাক্কায় বিদায় দেওয়া হয়েছে ১১ জন ক্রিকেটারকে। দিল্লি দল বিদায় জানিয়েছে রাইলি রুসো, চেতন সাকারিয়া, মণীশ পাণ্ডে, রভম্যান পাওয়েল, ফিল সল্ট, মুস্তাফিজুর রহমান, কমলেশ নাগরকোটি, রিপল প্যাটেল, সরফরাজ খান, আমন খান, প্রিয়ম গর্গ। ১১ জন ক্রিকেটারকে দল থেকে ছেড়ে দেওয়ায় ২৮.৯৪ কোটি পার্সে নিয়েই মিনি নিলামে নামতে পারবে দাদার দল। পৃথ্বী শকে প্রত্যাশা মতোই দলে রেখে দিল দিল্লি দল। তাঁর পারফরম্যান্স বা ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও শেষ পর্যন্ত তরুণ ওপেনারের উপর আস্থা হারল না দিল্লি ফ্রাঞ্চাইজি। একইসঙ্গে ঋষভ পন্থকে দলে রেখেই আইপিএল পরিকল্পনা সাজাচ্ছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়-রিকি পন্টিংরা। একইসঙ্গে দলে জায়গা দলে রেখেছেন দুই বাংলার ক্রিকেটার মুকেশ কুমার এবং অভিষেক পোড়েলকেও। দিল্লি দল ধরে রেখেছ, ডেভিড ওয়ার্নার, ঋষভ পন্থ, কুলদীপ যাদব, ললিত যাদব, খলিল আহমেদ, মার্শ, অক্ষর প্যাটেল, মুকেশ কুমার, আনরিখ নর্টেজে। পাশাপাশি ব্যাক আপ হিসাবে দলে আছেন, অভিষেক পোড়েল, যশ ধূল, ঈশান্ত শর্মা, পৃথ্বী শ, এনগিডি লুঙ্গি, প্রবীণ দুবে, ভিকি ওসওয়াল। সরফরাজ খান এবং মনীশ পান্ডেকে বিদায় জানিয়েছে দিল্লি। গত মরসুমে এই দুই ক্রিকেটারকে একেবারেই ভালো পারফরম্যান্স করতে পারেনি। দিল্লি ক্যাপিটালস তাদের রিলিজ প্লেয়ারদের যে ১১ জনের নাম ঘোষণা করে দিয়েছে। তাদের মধ্যে এই দুই নামও। চলতি মাসে কলকাতায় বসেছিল দিল্লি দলের শিবির, সেখানেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আভাস দিয়েছিলেন আগামী মরসুমে ঋষভ পন্থ খেলবেন। সেই মতো পন্থকে দলে রাখা হয়েছে। তবে পুরো ফিট না হলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে দিল্লিকে। কারণ দলের দ্বিতীয় উইকেটরক্ষক হিসাবে দলে রয়েছেন অভিষেক পোড়েল। গত বছর কয়েকটি ম্যাচে খেলেছিলেন তরুণ এই ক্রিকেটার। মনে করা হচ্ছে নিলামে এক বিদেশি উইকেটরক্ষক ব্যাটারের জন্য ঝাঁপাবে দিল্লি। তাই ১১ ক্রিকেটারকে রিলিজ করে মোটা অঙ্কের টাকা বাঁচিয়ে রাখল পার্থ জিন্দালের দল। মনে করা হচ্ছে ট্রাভিস হেডের জন্য অল আউট ঝাঁপাতে পারে দিল্লি দল। বিশ্বকাপ ফাইনালের নায়ককে পেতে মরিয়া দিল্লি দল।

হিসাবি লখনউ

লখনউ, ২৬ নভেম্বর ঃ আইপিএলন নিলামের আগেই লখনউ সুপার জায়ান্টস দলে সাপোর্ট স্টাফ বিভাগে বিরাট বদল হয়েছে। মেন্টর গৌতম গম্ভীর দল ছেড়ে নাইট শিবিরে নাম লিখিয়েছেন। কয়েক সপ্তাহ আগেই ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে লখনউ ছেড়ে দেয় রোমারিও শেফার্ড ও আবেশ খানকে। ইতিমধ্যেই তাঁরা দলে নিয়েছে দেবদত্ত পাড়িক্কলকে। লখনউ সুপার জায়ান্টস ছেড়ে দিয়েছে একাধিক ক্রিকেটারকে। এই তালিকায় রয়েছেন ড্যানিয়েল স্যামস, করুণ নায়ার, জয়দেব উনাদকাট, মনন ভোরা, করণ শর্মা, সূর্যাংশ শেড়গে, স্বপ্নিল সিং, অর্পিল গুলেরিয়া। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ আবার দল থেকে গুড বাই জানিয়েছে হ্যারি ব্রুক, কার্তিক ত্যাগী, সমর্থ ব্যাস, বিভ্রান্ত শর্মা, আকিল হোসেন, আদিল রশিদকে। নিজামের শহরের দল রেখে দিয়েছে সানভির সিং , উপেন্দ্র সিং যাদব, আব্দুল সামাদ, ওমরান মালিক, ওয়াশিংটন সুন্দর, রাহুল ত্রিপাঠী, অভিষেক শর্মা, ভুবনেশ্বর কুমার, এইডেন মার্করাম, মার্কো জ্যানসেন, গ্লেন ফিলিপস, ফজলহক ফারুকী, হেনরিখ ক্লাসেন, মায়াঙ্ক মার্কন্ডে, বিবর্তন শর্মা, আনমোলপ্রীত সিংকে।

রাসেল-নারাইনকে ছাড়ল না কলকাতা ব্রিগেড

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর ঃ আইপিএলের মিনি নিলামে কলকাতা নাইট রাইডার্স দল ঢেলে সাজানো হবে। তারই ইঙ্গিত মিলল আজ কেকেআরের তরফে প্রকাশিত তালিকায়। ১২ জন ক্রিকেটারকে ছেঁটে ফেলল শাহরুখ খানের দল। গৌতম গম্ভীর এখন কেকেআরের মেন্টর হয়েছেন। হেড কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটার-সহ যাঁদের ছাঁটাই করা হলো তাতে চমক রয়েছে। তবে আন্দ্রে রাসেল ও সুনীল নারাইনকে রেখে দেওয়া হয়েছে। দেশ বনাম ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের জাঁতাকলে পড়ে চলতি বছরের আইপিএলে খেলতে আসেননি শাকিব আল হাসান। লিটন দাস আইপিএল শুরুর পর এলেও পুরো টুর্নামেন্ট শেষের আগেই দেশে ফিরে যান সুবিধাও করতে পারেননি। দিল্লি ক্যাপিটালস মুস্তাফিজুর রহমানকে ছেড়ে দেওয়ার পর কেকেআর শাকিব ও লিটনকে ছাঁটাই করায় আপাতত কোনও বাংলাদেশের ক্রিকেটার আইপিএলের আসরে নেই। আইপিএলের গত সংস্করণের সময়েই দেখা গিয়েছিল বাংলাদেশের ক্রিকেট মহল নানাভাবে আইপিএলকে কটাক্ষ করেছে। বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের আইপিএল খেলা নিয়ে টালবাহানাও চলে। এখন যা পরিস্থিতি তাতে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের মিনি নিলাম থেকে কেউ না নিলে তাঁদের বাড়িতে বসেই আইপিএল দেখতে হবে। বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারতের পরাজয়ের পর বাংলাদেশে যে বিজয়োল্লাসের ছবি ধরা পড়েছে এ দেশের ক্রিকেটপ্রেমী-সহ অনেকেই তার সমালোচনা করেছেন। তখনই দাবি ওঠে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের সামনে আইপিএলে নো এন্ট্রি বোর্ড ঝুলিয়ে দিতে। সে কারণেই বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি ছেঁটে ফেলল কিনা স্পষ্ট নয়। শার্দুল ঠাকুরকে ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে নিয়েছিল। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে মোহভঙ্গ হওয়ায় মুম্বইয়ের অলরাউন্ডারকে ছেড়ে দিল নাইটরা। উমেশ যাদব, টিম সাউদি, লকি ফার্গুসনদের ছেড়ে দেওয়ায় স্পষ্ট কেকেআর বোলিং বিভাগকে শক্তিশালী করতে চাইবে। লকিকেও গুজরাত থেকে নিয়েছিল কেকেআর। শ্রেয়স আইয়ার এখন ফিট। ভারতীয় দলের হয়েও দুরন্ত ছন্দে রয়েছেন। তিনিই কেকেআরের নেতৃত্বের ব্যাটন নেবেন নীতীশ রানার হাত থেকে। আন্দ্রে রাসেলকে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে বলে জল্পনা ছিল। কিন্তু আন্দ্রে রাসেল ও সুনীল নারাইনকে এবারও রেখে দিল নাইটরা। মনে করা হচ্ছে, রাসেলকে রাখার পিছনে গৌতম গম্ভীরের পরামর্শ গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। কলকাতা নাইট রাইডার্সে রইলেন নীতীশ রানা, রিঙ্কু সিং, শ্রেয়স আইয়ার, রহমানুল্লাহ গুরবাজ, সুনীল নারাইন, জেসন রয়, সুযশ শর্মা, অনুকূল রায়, আন্দ্রে রাসেল, ভেঙ্কটেশ আইয়ার, হর্ষিত রানা, বৈভব অরোরা, বরুণ চক্রবর্তী। কলকাতা নাইট রাইডার্স ছেড়ে দিল শাকিব আল হাসান, লিটন দাস, আর্য দেশাই, ডেভিড উইসে, নারায়ণ জগদীশান, মনদীপ সিং, কুলবন্ত খেজরোলিয়া, শার্দুল ঠাকুর, লকি ফার্গুসন, উমেশ যাদব, টিম সাউদি, জনসন চার্লসকে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪ লেনিন সরনী, কলকতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন, কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India Press 74, Lenin Sarani, Kolkata-700013,
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com whats App-9874301615